সবিতারাধনা।

(ধর্ম্মমূলক নাটক)

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

মূল্য ১৲ টাকা।

Printed by
Priya Nath Das at the
Fine Art rinting Syndicate,
148, Baranashi Ghose Street,
Calcutta.

প্রকাশক—
শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়,
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স,
০২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

উপহার পৃষ্ঠা।

আমার পরম ....

শ্রী .... র

কর-কমলে

.... সহিত

উপহার প্রদান করিলাম।



....

....

সন ....

তারিখ ....

শ্রী ....

মুখবন্ধ।

বাংলার ইতু পূজার গল্প অবলম্বন করিয়া "সবিতারাধনা"—নাটক—রচনা করিয়াছি। শুনা যায়, ইতু কথা শুনিলে ও প্রচার করিলে পুণ্য আছে। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ত পাঠক-পাঠিকারও লাভ, আর আমারও লাভ।

"ইতু কথার" নাম শুনিয়া অনেকে হয় ত আবার নাসিকাও কুঞ্চিত করিবেন। ইতুঠাকুর তাহার বিচার যে না করিবেন, এরূপ ত মনে হয় না। ইতুঠাকুর সূর্য্যদেব ভিন্ন আর কেহই নহেন। জগতের যিনি চক্ষু, তাঁহার চক্ষু কে এড়াইবে?

আমার কয়েকজন সমালোচক-বন্ধু বলিয়াছেন, "এ নাটকে অনেক তত্ত্ব কথা, নিহিত আছে।" তাহা ত থাকিবারই কথা। তাহা না থাকিলে এ প্রতীচ্য সভ্যতার যুগেও বাংলা দেশের ঘরে ঘরে এখনও এ পূজার এত আদর ও প্রচলন কেন?

আমার সামর্থ্যানুসারে নাটকীয় চরিত্রগুলি ফুটাইতে চেষ্টা করিয়াছি। চরিত্র ফুটাইবার চেষ্টায় অনেক তত্ত্ব-কথারও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করা হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয়। সুতরাং সে সম্বন্ধে "মুখবন্ধে" আর কিছু বলিব না। যাহা বলি নাই বা বলিতে—বুঝাইতে সামর্থ্যে কুলায় নাই, তাহা পাঠক পাঠিকা-গণকে বুঝিয়া লইতে হইবে। ইংরাজীতে যাহাকে Suggestive বলে, এ নাটকের অনেকগুলি চরিত্র সেইরূপ ছাঁচে ঢালিতে চেষ্টা করিয়াছি। ঢালাই কার্য্য যদি খারাপ হইয়া থাকে, তবে সে ছাঁচের দোষ নয়, আমার হাতেরই দোষ।

পুস্তকখানি শীঘ্র বাহির করার জন্য মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যে ভ্রম প্রমাদ অনেক রহিয়া গিয়াছে,—বাংলাদেশে মুদ্রাকরের ভ্রম প্রমাদও প্রায় এক প্রকার অনিবার্য্য। পাঠক-পাঠিকাগণ নিজ গুণে সে সকল ত্রুটী, অপরাধ ক্ষমা করিলে, আমি কৃতকৃতার্থ হইব। ইতি—

কলিকাতা।
৩০এ কার্ত্তিক,
কার্ত্তিক সংক্রান্তি,
সন ১৩২৪ সাল।

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বীরবাহু	...	...	রাজা।
চিত্রসেন	...	...	ঐ সখা।
বিজয়	...	...	রাজকুমার।
অজয়	...	...	চিত্রসেনের পুত্র।
ধনরাজ	...	...	দরিদ্র ব্রাহ্মণ।
মিহির	..	...	ধনরাজের পুত্র।

স্ত্রীগণ।

লক্ষ্মীমণি	...	...	ধনরাজের স্ত্রী।
উম্‌নো, ঝুম্‌নো	...	...	ঐ কন্যাদ্বয়।

দেববালাগণ, দেবদূত, পুরুষ ও স্ত্রীলোকগণ, বালকবালিকাগণ, নাগরিকাগণ ও কুম্ভকারগণ ইত্যাদি।

স্থান—বাংলা দেশ।

প্রস্তাবনা।

প্রাচ্যাকাশ রক্তবর্ণ। প্রভাত গগনে তরুণ তপন ধীরে ধীরে উঠিতেছে। শিশির মাখা তরুগুল্মলতা প্রভাতানিলে কাঁপিয়া কাঁপিয়া শিশিরবিন্দু বর্ষণ করিতেছে। বিহগকুলের কলকাকলীতে দিগদিগন্ত মুখরিত। অদূরে ক্ষেত্র সমূহ ও একটী শীর্ণকায়া নদী দেখা যাইতেছে। স্নানার্থী ও স্নানার্থিনীগণ নদী-পথে চলিয়া গেল। গ্রাম্য বালিকাগণ আনন্দোৎফুল্লা হইয়া গীত গায়িতে গায়িতে একটী সুবৃহৎ বটবৃক্ষতলে সমবেত হইল।

(গীত।)

বিমল শিশির মাখা হেমন্ত চলিয়া যায়,
দেশ তবু ঢাকে নাই শীতের সে কুয়াসায়।
কার্ত্তিকের আজ শেষ, সবিতা মলিন বেশ,
আতপ-তাপেতে সংজ্ঞা সঙ্গ ছেড়ে চ'লে যায় ;
তাই বুঝি বিশ্বকর্ম্মা রবি তাপ হ'রে লয়।
কাতিক্ যায় অঘাণ আসে, ইতু ঠাকুর পাটে বসে,
শস্য পঞ্চে জবাফুলে ইতু ঠাকুর পূজি আয়—
চন্দনে ও জল সেকে অর্ঘ্য দিব রাঙ্গা পায়।

[গায়িতে গায়িতে সকলের প্রস্থান।



সবিতারাধনা।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

জীর্ণ-কুটীর-সম্মুখ।

ধনরাজ মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে প্রবেশ করিল। পরিধানে তাহার শত গ্রন্থিবিশিষ্ট বস্ত্র।

ধন। কি বরাৎ নিয়েই সংসারে এসেছি বাবা! বিধাতা-চন্দর কেমন বোকারাম—লোক বাছাই ক'রে যত দুখ্‌খু সব আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে! দুঃখের বোঝা কি ভারী বাবা! একবারে চলচ্ছক্তিহীন ক'রে দেয়। আচ্ছা বিধাতাপুরুষ, একটা কথা তোমায় ঠাকুর জিজ্ঞাসা করি। বলি, দুখ্‌খুই যদি ঘাড়ে চাপা'লে, তবে আবার একটা বাম্‌নী জুটিয়ে দিলে কেন? আচ্ছা, তাও না হয় সহ্যি করলুম্। বাম্‌নীকে ঘাড়ে ক'রে না হয় দুঃখের ভাত্ সুখ ক'রে খেলুম্। কিন্তু তা'র উপর আবার ষষ্ঠী ঠাকুরুণকে টুইয়ে দেওয়া কেন বাপু? তা' যদি না দিতে ঠাকুর—তা হ'লে ত দুটো পেট রাজার হালে চালিয়ে দিতুম্।

যা' হ'ক্ সংকেরান্তির দিন আজ—দে বাবা দে আজ খানকত পিটের যোগাড় লাগিয়ে দে। জিভ্‌ভা ঠাকুরের খেদ্‌টা আর থাকে কেন! দে বাবা দে—অরিষ্টি গরিষ্টি পাপিষ্টি চেংনা দুটোকে দেব না—তা'র ভয় নেই। দুখানা একখানা দে বাবা, তা'হ'লেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।

দেখি যদি ব্রাহ্মণী কিছু যোগাড় লাগা'তে পারে। বলি—ব্রাহ্মণী, ও ব্রাহ্মণী—ওগো—ও—ঔ।

[কুটীরাভ্যন্তর হইতে

কি—কি—কি—আমি কি কালা ?

ধন। রামচন্দর—তা' হ'তে যা'বে কেন ? তা হ'লে কথা শুনে কথার পিঠে কথা বল্‌বে কে ?

[লক্ষ্মীমণির প্রবেশ

লক্ষ্মী। কি বল্‌লে—কি বল্‌লে ?

ধন। বল্‌ছি কি, তুমি কালা হ'তে গেলে কেন ? কালা—শত্তুর হ'ক।

লক্ষ্মী। তা' বেশ বলেছ। বলি সকাল বেলায় অমন ক'রে সুর তুলেছ কেন ?

ধন। হুঁ—হুঁ—তা—তা—না—না—তা না না না—

লক্ষ্মী। ওকি— ও আবার সকাল বেলায় কি ন্যাকামী ? যাও যাও—বেলা হ'ল—ভিক্ষেয় বেরোও।

ধন। তা' বেরুই। কিন্তু দেখ ব্রাহ্মণী—তা'—তা—তা না না না—দেখ ব্রাহ্মণী—এই কিছু বুঝ্‌লে কিনা—এই কিছুর যোগাড়

লাগাও। তুমি লক্ষ্মীমণি দেবী—লাগাও, কিছু যোগাড় লাগাও। তুমি যা' বল্‌বে, আমি তাই শুন্‌ব।

লক্ষ্মী। আমি কিসের যোগাড় করব গো—আমি কি বল্‌ব গো, তুমি কি কর্‌বে গো? দারিদ্দির বামুন তুমি, ক্ষেপ্‌লে নাকি গো! ওগো তা'হ'লে যে আর রক্ষে থাক্‌বে না গো।

ধন। আ গেলরে হাউড়ে মাগী,—আমি এখনও জলজ্যান্ত বেঁচে—আর এরই মধ্যে মড়া কান্না তুল্‌লে!

লক্ষ্মী। বালাই, বালাই—অমন কথা মুখে এন না, অমন কথা মুখে এন না। আমার সিঁথের সিঁদুর অক্ষয় হোক্‌, হাতের নোয়া বজ্জর হোক্‌, মাছের আঁস্‌ যেন আমি সারাজীবন দাঁতে কাট্‌তে পারি, রাঙ্গা কস্তা পেড়ে কাপড় কেউ দিলে থুলে যেন তা' কোমরে ছোঁয়াতে পারি—

ধন। খুব কেট, খুব ছুঁইও। এখন একটা যোগাড় লাগাও দেখি। পেটের—পেটের—জিভ্‌ভার।

লক্ষ্মী। ও তাই বল—আমার ভাবনা ঘুচ্‌ল। তুমি ক্ষেপ্‌তে যা'বে কেন—শত্তুর ক্ষেপুক্‌। হ্যাঁ গা, হ্যাঁ গা—এত সকাল সকাল ভিক্ষে ক'রে ফির্‌লে যে?

ধন। ভিক্ষেয় গেলুম কখন—এইবার যা'ব। বলি, ব্রাহ্মণী একটা কাজ কর্‌তে পার?

লক্ষ্মী। পার্‌ব না, খুব পার্‌ব। তোমার কাজ আর পার্‌ব না—খুব পার্‌ব। কি—কি—বল না।

ধন। এই—এই বল্‌ছিলুম কি—কার্ত্তিক যায়, অগ্রাণ আসে—সংকেরান্তির দিন্‌টে আজ, বুঝ্‌লে কিনা, সবাই আজ রগড়

ক'রে পিটে পরমান্ন খাচ্ছে, বলি তুমি কিছু যোগাড় লাগা'তে পার্‌বে না কি? বেজায় সাধ হ'য়েছে আমার—সাধ্‌টা পূরণ হয় না কি ব্রাহ্মণী?

লক্ষ্মী। আ আমার কপাল রে—আ পোড়া কপালরে, আ আমার মুখে নুড়োর আগুনরে! তোমার পিটে খেতে সাধ হ'য়েছে! মাগো মা—আমি যাই কোথা'; আমি পাই কোথা'? পেটে নেই অন্ন, আর তোমার পিটে খেতে সাধ হ'ল! নাঃ তুমি ঠিক্ ক্ষেপেছ, নিশ্চয় ক্ষেপেছ। পিটে খাবে কি গো, পেট খালি যে! তুমি দারিদ্দির ব্রাহ্মণ, এক বেলা জোটে ত তিন বেলা জোটে না—তুমি পিটে খাবে কি গো! তোমার ভাত্‌ কাঠের ছাউনি, পদ্ম কাঠের বেড়া,—তোমার পিটে খেতে সাধ কেন গো?

ধন। হাঁ, হাঁ, খাব, খা'ব। কথাটাই শোন না আগে। এক গাঁয়ে ভিক্ষে কর্‌তেম্, সাত গাঁয়ে ভিক্ষে কর্‌ব; এক দোয়ারে যেতুম্, সাত্‌ দোয়ারে যা'ব; যা'র দোয়ারে যেতুম্, তা'র দোয়ারে ত যাবই; যা'র দোয়ারে না যেতুম্, তা'র দোয়ারেও যা'ব। ভয় কি, ভাবনা কি? কেউ দেবে চাল্‌টা, কেউ দেবে গুড়টা, আর কলাটা, মূলোটা, দুধ্‌টা দোয়ারে দোয়ারে ভিখ্‌ মেগে যোগাড় ক'র্‌ব। তুমি কেবল গড়ার ভার্‌টা ন্যাও—কি বল ব্রাহ্মণী—কি বল?

লক্ষ্মী। তুমি যদি এনে দিতে পার, তা—তা হ'লে আমার গ'ড়ে দেবার বাধাটা কি? তা' পারি—খুব পারি। কিন্তু দেখ,

পিটে পিটে ক'রে যেন তুমি ক্ষেপ না, তা' হ'লে তুমিও গেলে' আর আমিও গেলুম্।

ধন। না না, কেউ যা'বে না। তা' হ'লে আমি বেরিয়ে পড়্লুম—কি বল, এ্যাঁ কি বল ?

লক্ষ্মী। তা' পড়—কিন্তু দে'খ যেন হাত্ পা ভেঙ্গো না। আমরা দারিদ্দির, আমরা প'ড়লে আর কে দেখে বল ?

ধন। না না—কেউ প'ড়্বে না। ইচ্ছে হ'লেই ভগবান চন্দর তা' পূরণ করেন। পণ্ডিতদের মুখে সে কথা ত শুনেছি গো—তবে আবার ভাবনা কিসের ? আমি বেরিয়ে পড়্লুম্।

[ধনরাজের প্রস্থান।

লক্ষ্মী। ওরে উমনো—ওরে ঝুমনো—কোথা' গেলিরে সব। মেয়ে দুটোর ভাবনাতেই গেলুম। তারা দারিদ্দির ব্রাহ্মণের দুটী চক্ষের বালাই। রাত্ দিন তা'দের চ'খে চ'খে রা'খ্তে হয়। কে জানে, তা'রা বন বাদাড়ে, পুকুর পাড়ে, নদীর তীরে কোথায় গিয়ে ব'সে আছে। আহা দারিদ্দিরের মেয়ে রে !

[প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

নদীতীর।

স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ নদীতে স্নান করিতেছে। উম্‌নো ও ঝুম্‌নো নদীতীরস্থ একটী বৃক্ষতলে বসিয়া আছে।

১ম পু। গা না, গা না; তোদের কড়ি দেব, একটা গা না।

ঝুম্‌নো। দিদি, গাইবি? কড়ি দেবে বল্‌ছে, গাই আয় না। কড়ি পেলে মা'র হাতে দোব, মায়ের দুঃখ কষ্ট ঘুচ্‌বে।

উম্‌নো। দূর, তা' কেন, ভিখ্ মাগব কেন? বাপ ভিক্ষে মাগে, সে এক রকম—আমরা তা' ক'র্‌বো কেন? বরং গাইতে তোর মন গিয়েছে—গাই আয়; কিন্তু কড়ি নোব না।

ঝুম্‌নো। আচ্ছা।

(উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর গীত।)

দয়াময়, কি দোষে হে ত্যজ অভাগায়,
(তা'রা) চরণে শরণ বল কেন নাহি পায়?
তুমি হে জগতপতি,
তুমি অনাথের গতি,
তবে কেন মূঢ়মতি পা'বে না তোমায়?
দয়াল ঠাকুর কর দীনের উপায়।

২য় পু। ওকি? ওটা ত একটা ছোট্ট গান হ'ল। একটা বড় ক'রে গা না তোরা।

ঝুম্‌নো। আমরা ত বড় নই, আমরা যে ছোট্ট—দীনের দীন; বড় ক'রে, বড় গলায় কেমন ক'রে ডাক্‌ব ঠাকুর।

তু পু। আহা—আহা!

উম্‌নো। তুই থাম্ ঝুম্‌নো, তুই থাম্। তোর এমন কাঙ্গাল কাঙ্গাল ভাব কেন? ফের যদি অমন ক'রে কথা ক'স্, তা'হ'লে তোর সঙ্গে আমি আর কথা ক'ব না।

ঝুম্‌নো। আমরা বড় গান কি জানি দিদি?

উম্‌নো। খুব জানি। আয় সেই লুকোচুরীর গানটা গাই আয়।

(গীত।)

তুমি কখন্ কোথায় কেমনে থাক কেহ ত জানে না বুঝে না—
অবোধ মানব, খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাই ত তোমারে পায় না।
অনলে অনিলে সলিলেতে তুমি,
ব্যাপিয়া আছ হে ব্যোম্ জল ভূমি,
গন্ধ রূপ রসে, বিষাদে হরষে
বরষে তোমার করুণা।
বারিধি ভূধর কুঞ্জ-কাননে,
তুমি নিত্য রাজ জীবনে মরণে,
তুমি শান্তিময়, তোমারি রাগিণী
শুনেও কেহ ত শুনে না।
লুকোচুরী তব বুঝে না মানব,
চিনেও তোমারে চিনে না।

• [স্ত্রীলোক ও পুরুষগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। ভাবহারা বালিকাদ্বয় গায়িতে গায়িতে চলিয়া গেল। সহস্র আহ্বানেও তাহারা ফিরিল না। একটী অপরিণত বয়স্ক বালক মাতার অঞ্চল ধরিয়া মাতাকে টানিতে লাগিল]

বালক। মা, তা'রা কোথায় গেল? ডাক্ না মা, তা'দের ডাক্ না। সঙ্গে ক'রে আমি তা'দের বাড়ী নে যা'ব। আমার ব'ন নেই, তা'রা আমার ব'ন হ'বে—কেমন মা, কেমন?

বা মা। আচ্ছা বাবা—খোঁজ ক'রে আমি তা'দের আন্‌ব অখন, এখন চল্ বাবা তুই ঘরে চল্।

বালক। না, তা'দের না পেলে আমি ঘরে যা'ব না। তা'রা বড় গরীব। হাঁ মা, গরীবকে এরা দয়া করে না কেন?

[বালকের মুখচুম্বন করিতে করিতে বালকের মাতা বালককে সঙ্গে লইয়া চলিয়া গেল। অন্যান্য সকলে স্নান করিতে লাগিল।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

কুটীর-সম্মুখ।

(লক্ষ্মীমণির প্রবেশ)

। যোগাড় ত সব এক রকম হ'ল। গুড় পেয়েছি, চাল পেয়েছি, দুধও পেয়েছি—আর কলাটা মূলোটা ত

পেয়েইছি। সরা, নাড়ুনীরও যোগাড় হ'য়েছে। বাঁশের চোঙ্গায় চাল ধুয়ে, বেছে কুটে সব ঠিক্‌ঠাক্‌ ক'রে এনেছি। এইবার খোলা চাপাই—পিটে কখানা ভাজি। আহা, দারিদ্দির বামুন কত কষ্টেই না এ সব জোগাড় ক'রে এনেছে। পরিতোষ ক'রে এখন খাওয়াতে পার্‌লেই আমার বেশ সুখ হয়।

[কুটীরের সম্মুখে উনন্‌ পাতিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিয়া লক্ষ্মীমণি পিটা ভাজিতে লাগিল। ধনরাজ কুটীরের পশ্চাদ্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া লক্ষ্মীমণির কার্য্যকলাপ দেখিতে লাগিল। একখানি পিটা ভাজিতে না ভাজিতেই উম্‌নো কুটীরের বাহিরে আসিল।]

উম্‌নো। মা গো মা, কি ভাজ্‌ছিস্‌ মা? বাবার জন্মে দেখি নি, মা'র জন্মে খাই নি, দে মা দে—একখানা দে।

লক্ষ্মী। চুপ্‌ কর্‌ অভাগী চুপ্‌ কর্‌। কত্তা শুন্‌লে এখনি তোকে কেটে ফেল্‌বে।

উম্‌নো। কাট্‌লেও শুন্‌ব না, কুট্‌লেও শুন্‌ব না। বাবা টের পা'বে না, দে মা দে—একখানা দে।

[লক্ষ্মীমণি চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া উম্‌নোকে একখানি পিষ্টক দিল। উম্‌নো তাহা খাইতে লাগিল; ধনরাজ তাহা দেখিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে দড়িতে "গিরা" দিল। লক্ষ্মীমণি পিটা ভাজিতে লাগিল। উম্‌নো চলিয়া গেল, পরে ঝুম্‌নো আসিল।]

ঝুম্‌নো। ওগো মা, মা গো কি ভাজ্‌ছিস্ মা ?

লক্ষ্মী। কিছু না মা কিছু না ; তুই শুগে যা।

ঝুম্‌নো। ভাজ্‌ছিস্--আবার বল্‌ছিস্ কিছু না ? দে গো মা, একখানা দে।

লক্ষ্মী। এই—এই আমায় সার্‌লে রে। কত্তা শুন্‌লে যে খোড়্‌কুঁচি কর্‌বে রে।

ঝুম্‌নো। কাটে, কাট্‌বে মা ; তুই দে একখানা দে।

লক্ষ্মী। এই নে, এই নে—আহা বাছারে, যা' খেয়ে শুয়ে পড়্‌গে যা।

[ঝুম্‌নো পিষ্টক খাইতে খাইতে চলিয়া গেল। ধনরাজ দড়িতে "গিরা" দিল।]

মেয়ে দুটোকে ত দুখানা দিলুম্। কে জানে কি বরাতে আছে! নাঃ—সে কথা কি আর কেউ জান্‌তে পার্‌বে! বোধ হয় ত না। জান্‌তে পার্‌লেই ত গিয়েছি। শর্ম্মার এমন রাগ নয়! যা'ক, বাকী কখানা ত ভেজে ফেলি—তারপর যা' থাকে বরাতে।

[ধনরাজের প্রবেশ

ধন। কি ব্রাহ্মণী, কতদূর ? ছ্যাঁক্ কল্ কল্, ছ্যাঁক্ কল্ কল্ যে এখনও চল্‌ছে। বলি, চট্‌পট্ সেরে ন্যাও। নোলা যে আমার সক্‌পকাচ্ছে।

লক্ষ্মী। এই হ'ল ব'লে। ঠাঁই ক'রে দিচ্ছি, তুমি ব'স না। বস্‌তে বস্‌তেই সব হ'য়ে যাঁ'বে।

[লক্ষ্মীমণি ধনরাজকে আসন প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ তাহাতে উপবিষ্ট হইল।]

ধন। বলি বিলম্ব কত?

লক্ষ্মী। বিলোম্ আবার কি? এই যে খাও না।

[পাত্রপূর্ণ পিষ্টক প্রদান

ধন। (খাইতে খাইতে) বাঃ বাঃ বড় চমৎকার হ'য়েছে ত! পিটেয় ব্রাহ্মণীর কি হাত্ রে—যেন মূর্ত্তিমান খোস্তা খোলা। কৈ আর দাও, কৈ আর দাও।

লক্ষ্মী। এই দিই।

[পিষ্টক প্রদান

ধন। বাঃ—বাঃ কি তার্ রে, কি গন্ধ রে! আরো দাও, আরো দাও।

[লক্ষ্মীমণির পিষ্টক প্রদান

মচৎকার, মচৎকার—মক্ মক্ ক'রে বেশ খাচ্ছি। আরো আরো—আরো দাও। কৈ আর কৈ?

লক্ষ্মী। আর ত নেই—যা' ছিল সব দিয়েছি। আর পা'ব কোথা'?

ধন। এঁ্যা—নেই—আর নেই! বুঝেছি—অরিষ্টি গরিষ্টি পাপিষ্টি মেয়ে দুটোকে পেট্ ঠেসে খাওয়ান হ'য়েছে। কেমন, না?

লক্ষ্মী। সে কি গো! বাছারা, বলে, খালি পেটে শুয়ে ঘুমোচ্ছে—তা'দের সাড়াশব্দ নেই; তা'রা কখন খেলে গো!

ধন। বটে!—ভাব্ছিস্, আমি বুঝি খবর রাখিনি? লুকিয়ে লুকিয়ে সব দেখেছি। এই ত্যাখ্, দড়িতে গাঁট্ দিয়ে

রেখেছি—পাছে ভুলে যাই। আবার নাকি-সুরে বলা হ'চ্চে—তা'রা কখন্ খেলে।

লক্ষ্মী। ওগো তা'রা কিছু জানে না গো। ওগো রক্ষা কর গো। ওগো তা'দের কিছু ব'লনা গো। ওগো তা'রা কিছু জানে না গো।

ধন। মিছে কথা ঢাকৃতে গেলে এম্‌নি মিছেই বল্‌তে হয়। আচ্ছা, তা'র ব্যবস্থাও কচ্ছি। পিটে যখন তা'রা পেটে পুরেছে, তখন পিঠে তা'দের সইতেই হ'বে। হ্যাঁ—আমি এমন বামৃনা নয়!

লক্ষ্মী। ওগো তোমার হাতে ধরি গো—ওগো তোমার পায়ে পড়ি গো। তা'দের মের না গো, তা'রা—কিছু জানে না গো।

ধন। না—এবার তা'দের হাতে মার্‌ব না—তা'দের ভাতে মার্‌ব। তা'দের বনবাসে দেব। এত বড় নোলা! আমার খাওয়ার আগ্ খায়।

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। সব্বনাশ হ'ল, সব্বনাশ হ'ল। আমি কেন মর্‌তে তাদের দুখানা পিটে দিয়েছিলুম্ গো! ওরে ও উম্‌নো, ওরে ও ঝুম্‌নো। আর যে সাড়া নেই। ঐ বুঝি বনবাসে গেলরে। ওগো মেয়ে দুটোকে বনবাস থেকে কে বাঁচাবে গো।

[কুটীরাভ্যন্তরে গমন।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

প্রায় শেষরাত্রি। আকাশে শুকতারা ঝক্ ঝক্ করিতেছে। বনমাঝে শিবারব উত্থিত হইতেছে, গ্রাম্য কুক্কুরের দলও সেই সঙ্গে চীৎকার করিতেছে। উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর হস্ত ধরিয়া ধনরাজ পথে উপস্থিত হইল।

ধন। চল্, চল্, পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে চল্। হাঁটি হাঁটি পা—পা ক'রে চল্‌লে আর পৌঁছা'তে পার্‌ব না।

ঝুম্‌নো। কোথা' নিয়ে যাচ্ছ বাবা ; এখনও রাত্ পোয়ায়নি—কোথায় বিদেয় ক'রে দিচ্ছ বাবা ?

ধন। বিদেয় আবার ক'রব কোথা' ? মেয়ে ঢং আর কি ! বল্‌লুম—তোদের মাসী পিসির বাড়ী নিয়ে যাচ্ছি—সে কথা বুঝি বিশ্বাস হ'ল না ? আর তোদের গর্ভধারিণীর ত বিশ্বাস হয়ইনি। বটে ?

উম্‌নো। মাসী পিসির বাড়ী কোথা' বাবা ?

ধন। চল্ না, চল্ না—দেখবি এখন।

ঝুম্‌নো। হ্যাঁ বাবা, জ্ঞেয়ানে কখন মাসী পিসী দেখিনি, আজ মাসী, পিসী কোথা থেকে এল বাবা ? সুকালে যা'র কেউ থাকে না, অকালে তা'র কে থাকে বাবা ?

ধন। আরে চেংনা—এ খুব কথা শিখেছে। বেটী যেন টুলো পণ্ডিত—গল্ গল্ গল্ গল্ ক'রে বচন আওড়াচ্ছে। চ, বেটী চ—পা বাড়িয়ে বাড়িয়ে চ। তোর সব কথার জবাব দিতে

হ'লে আমায় আর প্রাণে বাঁচ্‌তে হ'বে না। চল্ চল্ আগ্ বাড়িয়ে চল্।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোকে ধনরাজ ঠেলিতে লাগিল।

ঝুম্‌নো। যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি—অমন ক'রে ঠেলে দিলে আমাদের আর দাঁড়া'বার স্থান কোথা' বাবা ?

উম্‌নো। চল্ না ঝুম্‌নো চল্ না। মাসী পিসির বাড়ী যা'ব—সেখানে কেমন মজা। মাথায় মাখতে তেল পা'ব, লজ্জা রাখ্‌তে বস্তর পা'ব, পেট ভ'রে ভাত খা'ব ; গুয়া পান মুখে দোব, চল্ না বহিন্ চল্ না।

ঝুম্‌নো। বাবা যখন বিদেয় ক'রে দিচ্ছেন, তখন আর থাকৃব কেমন ক'রে ! কিন্তু মার প্রাণ ত মানা মান্‌বে না, মা'র চক্ষের জল ত শুকো'বে না। হ্যাঁ বাবা, আবার ফির্‌বে কবে ?

ধন। আগে পৌঁছাই ত—তারপর ফেরার কথা।

উম্‌নো। ফির্‌লেই কি, আর না ফির্‌লেই কি ? মাসী পিসী কি আর পর ?

ধন। উম্‌নো বেটী ঠিক্ বোঝে—এই অবুঝ বেটা ঝুম্‌নো।

উম্‌নো। চল্ ঝুম্‌নো চল্—ভয় কিসের, ভাবনা কিসের ?

ঝুম্‌নো। চল—বড় অন্ধকার।

[চলিতে চলিতে উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর গীত।]

আঁধার আঁধার দিগন্তে আঁধার
আলো বুঝি হেথা' ফুটে না ;

কা'রে শুধাইব, উতরিবে কেবা—
শুধাবারও লোক মিলে না।
আপনার মনে যাইগো চলিয়া,
রহিব কেন বা—হেথায় বসিয়া,
খুঁজিয়া খুঁজিয়া লইব চিনিয়া—
পথ ছাপা কভু র'বে না ;
যে পথে বসিবে, সে পথে মরিবে
পূরিবে না তা'র কামনা।

সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

গভীর আরণ্য পথ।

প্রভাতালোকে সে পথ আলোকিত। বন্য পক্ষীর সুললিত রবে বনভাগের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছে। উম্‌নো ঝুম্‌নো গায়িতে গায়িতে পিতার সঙ্গে পথ অতিক্রম করিতে লাগিল।

(গীত।)

আঁধারে ডুবিয়া আঁধারে ভাসিয়া
আলোকের কণা পেয়েছি ;

• চলিতে চলিতে কাঁদিতে কাঁদিতে
সে আলোকে পথ চিনেছি।

[দৃশ্যের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। বনস্থলী তখন প্রভাতালোকে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছে।]

খেলিবারে জীব আসে এই পথে,
খেলা শেষে ধায় মরণের রথে,
আসে পুন যায়, ঘুরিয়া বেড়ায়,
এ পথের ধারা বুঝেছি।

[বন নিবিড় হইতে নিবিড়তর হইতে লাগিল। উম্নো ও ঝুম্নো পিতৃ সঙ্গে অতি কষ্টে দুর্গম পথে চলিতে লাগিল]

জীবনে মরণে খেলে জীব খেলা,
খেলিতে খেলিতে ফুরায় যে বেলা,
তবু ত বুঝি না, মায়ার ছলনা
ঐ মায়া ঘোরে ডুবেছি।
কাটে যদি ঘোর হ'বে তবে ভোর
নতুবা সে ঘোরে মজেছি।

উম্নো। চল্‌তে আর পাচ্ছি না—আর কতদূর যেতে হ'বে বাবা ?

ধন। আর বেশী দূর নয়, আর বেশী দূর নয়। চল্‌না আর একটু পা বাড়িয়ে চল্‌না—তা' হ'লেই পৌঁছে যা'ব।

ঝুম্‌নো। এ কোথায় নিয়ে এলে বাবা? এ অজগর বিজন বন; জল্‌ পড়্‌ছে, ঢেঁকি হচ্ছে, পাত্‌ পড়্‌ছে, কুলো হচ্ছে—এখানে কেন নিয়ে এলে বাবা?

ধন। (স্বগতঃ) এই রে সার্‌লেরে। অরিষ্টি গরিষ্টি পাপিষ্ঠি মেয়েটা বুঝি আমার সব মৎলব ভেস্তে দেয়। নাঃ—বিশেষ সাবধানে কথা কইতে হ'ল।

ঝুম্‌নো। কি ভাব্‌ছ বাবা?

ধন। ভাব্‌ছি—তোরা দুধের বাছা, এতটা পথ এলি, কত কষ্টই না হয়েছে। তা—তা—

উম্‌নো। আর যে পারি না বাবা—আর যে পা চলে না বাবা।

ধন। পার্‌বি, পার্‌বি—আর বেশী দূর নয়—আয় আয়—চ'লে আয়—চ'লে আয়।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোকে ঠেলিতে ঠেলিতে ধনরাজ চলিতে লাগিল।

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

বিস্তৃত অরণ্য।

(উম্‌নো, ঝুম্‌নো ও ধনরাজের প্রবেশ)

উম্‌নো। পা লট্‌কে পড়্‌ছে, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে—আর যে চল্‌তে পারিনে বাবা!

ধন। ও কথা ঢের শুনেছি। বেশী শুনে বেশী কিছু লাভ নেই। যা'ক্, এই বন্‌টা পার হ'লেই যে ঔরি চৌরি দক্ষিণ দুয়ারী ঘর পাওয়া যা'বে, সেই তোদের মাসী পিসির বাড়ী। সেখানে একখানা ডাঙ্গায় সাত্‌খানা লাঙ্গল পড়ে—বুঝেছিস্, সে কি গাঁ রে, সে কি ঘর্ রে! চল্, চল্ বেলা পড়্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে।

ঝুম্‌নো। এ বন কত বড় বাবা?

ধন। কত আর হ'বে—পোয়াখানেক কি পোয়ানয়েক হ'বে—আর কত! তা—তা—ছেরম্ হ'য়ে থাকে, না হয় একটু শয়নে পদ্মলাভ কর্ না। তা'রপর ছেরম্ কাটিয়ে আবার না হয় চল্‌বি।

উম্‌নো। হ্যাঁ বাবা—তা'ই কর বাবা। একটু না হয় শুই—আঃ—মাগো।

[শয়ন

ধন। ঝুম্‌নো, তুইও একটু শোনা রে—তোরও ত পা কন্‌কনাচ্ছে, ঘাড়্ লট্‌কে পড়্‌ছে রে।

ঝুম্‌নো। শুই—ঘুমিয়ে পড়্‌লে তুলে দিও বাবা।

[শয়ন

ধন। (স্বগতঃ) ঘুমিয়ে পড়্, ঘুমিয়ে পড়্—দেবতার আশীর্ব্বাদে ঘুমিয়ে পড়্। পাপিষ্ঠি মেয়ে দুটো—একি ঘুমিয়ে পড়্‌ল নাকি? তাইত ঘুমুলেই ত। বেশ হ'য়েছে, বেশ হ'য়েছে। তবে এইবার এদের উরু থেকে নামিয়ে শোয়াই।

[ধনরাজ, কন্যাদ্বয়ের মস্তক আপন উরুদেশ হইতে নামাইয়া দুইখণ্ড অস্থির উপর স্থাপন করিল]

ঘুমো, ঘুমো, খুব ঘুমো—ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই বাঘ ভালুকের পেটে যা। তোদের জন্যেই ত আমার এত যন্ত্রণা, আমায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষে কর্‌তে হয়—তা'তেও অন্ন জোটে না। তবু দুঃখের ভাত্ সুখ ক'রে খাচ্ছিলুম্। তোরা তা'ও আমায় খেতে দিবিনি—আমার খাওয়ার আগ খাবি, বটে! আচ্ছা, এখন তা'র ফল ভোগ কর্। থাক্ এখন বনবাসে—যা' এখন বাঘ ভালুকের পেটে। তোদের গর্ভধারিণীকেও তোদের সঙ্গে দিলে ঠিক্ হ'ত। ওকি উঠ্‌ল নাকি?

[ধনরাজ, বস্ত্রভাগ দিয়া কন্যাদ্বয়কে বাতাস করিতে লাগিল।]

না ওঠেনি। একটু মায়া হ'চ্ছে—হাজার হ'ক্ সন্তান ত! উঁহু—উঁহু—ও সন্তান নয়—শত্তুর—শত্তুর। আমার যে এত দুখ্‌খু—তা'ত সব ওরা হ'তেই। থাক্, ওরা বনের মাঝে পড়ে থাক্, যা'ক ওরা বাঘ ভালুকের পেটে যা'ক্। এ আমার বিধাতা পুরুষের উপর রাগ। তুই ভগবান জীব দিবি আর আহার দিবিনি। না দিলি ত, নে তোর জিনিস্ ফিরিয়ে নে। তোর জিনিস তোকে ফিরিয়ে দিয়ে চল্লুম্। দারিদ্দিরের যন্ত্রণা বড় যন্ত্রণা।

[ভগ্নছত্র ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল, আলুতা গুলিয়া বালিকা-

দ্বয়ের পার্শ্বে ছিটাইয়া দিল, নখের কুটী ছড়াইয়া দিল, বস্ত্রভাগ ছিন্ন করিয়া বনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করিল।]

পালাই—পালাই—হয়ত মায়া বাড়্‌বে, হয়ত ওরা উঠে পড়্‌বে। উঠে পড়্‌লে আর যাওয়া হ'বে না। না—আর দেরী করা নয়। চল্লুম্, চল্লুম্—উম্‌নো, ঝুম্‌নে চল্লুম্। থাক্ তোরা যা'র জিনিস, তা'র বুকে। আমি দারিদ্দির বামুন, তোদের ভার নিতে পাল্লুম্ না। থাক্ তোরা থাক্—উঃ—চল্লুম্।

[উন্মত্ত ভাবে ধনরাজ ছুটিয়া পলায়ন করিল

(নেপথ্যে) ভগবান, ভগবান!

[সিংহ ব্যাঘ্রাদি গর্জ্জন করিতে লাগিল। সে গর্জ্জনে উম্‌নোর নিদ্রাভঙ্গ হইল।]

উম্‌নো। ও ঝুম্‌নো, ঝুম্‌নো, ও ঝুম্‌নো, ঝুম্‌নো; ও ঝুম্‌নো—ও ঝুম্‌নো—ওরে ঝুম্‌নো।

ঝুম্‌নো। এঁ্যা উঠ্‌ছি বাবা—যাচ্ছি—যাচ্ছি—ঠেল না, ঠেল না। কত রাত্ বাবা?

উম্‌নো। ওরে বাবা নেইরে, বাবা নেই—ওঠ্‌না ওঠ্‌না—দেখ্‌না, চারিদিকের সব নিশানা দেখ্‌না। বাবা কোথা' গেল ভাই?

[ঝুম্‌নো তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিল

ঝুম্‌নো। এঁ্যা এঁ্যা কি বল্‌ছিস্ দিদি? বাবা—বাবা!

উম্‌নো। ওরে আর বাবা নেইরে আর বাবা নেই। এই দ্যাখ্‌ রক্ত, এই দ্যাখ কাপড়, এই দ্যাখ্‌ হাড়, এই দ্যাখ্‌ নখের কুটী—বাবাকে বুঝি বাঘে খেয়েছেরে, বাবাকে বুঝি বাঘে খেয়েছে।

ঝুম্‌নো। আর আমাদের ছেড়ে দিয়ে গেছে, না? বাবাকে বাঘেও খায়নি, ভালুকেও খায়নি—বাবা বাড়ী চ'লে গেছেন।

উম্‌নো। এঁ্যা তুই কি বলিস্‌রে? ঐ শোন্‌না বাঘ সিংহির হুড়োহুড়ি—আর দ্যাখ্‌না হাড়ের গড়াগড়ি, রক্তের ছড়াছড়ি।

ঝুম্‌নো। দেখেছি। তুই রক্তটা চেকে দ্যাখ্‌না—তেতো হ'লেই আল্‌তা আর নোন্‌তা হ'লেই বুঝা যা'বে রক্ত।

উম্‌নো। (চাকিয়া) হঁ্যা ত রে, এ ত তেতই ত রে।

ঝুম্‌নো। এখন বোঝ্‌। সেই যে কাল রাত্তিরে মা আমাদের দুখানা পিটে দিয়েছিলেন, আর আমরা পোড়া পেটে খেয়েছিলুম, বাবা তাই আমাদের বনবাস দিয়ে গেলেন।

উম্‌নো। এঁ্যা বনবাস—দুখানা পিটে খেয়েছিলুম্‌ ব'লে বাবা আমাদের বাঘ ভালুকের মুখে দিয়ে গেলেন! এই কি আমাদের মাসী পিসির বাড়ী? বাবা বাবা—ফের, ফের—এমন কর্ম্ম কখনও কর্‌ব না। বাবা বাবা—ফের, ফের—বড় ভয় কর্‌ছে বাবা। বাবা—বাবা।

ঝুম্‌নো। বাবা কোথায়? চুপ্‌ কর্‌ দিদি, চুপ কর্‌; বাবা গেছেন, মধুসূদন আছেন। আয় তাঁকে ডাকি আয়।

[উম্‌নো কথা কহিল না, কাঁদিতে লাগিল, ঝুম্‌নো তাহাকে আর কিছু না বলিয়া আপনি গায়িতে লাগিল।]

বিপদ তারণ — শ্রীমধুসূদন

বিপদ সময় কোথা' দয়াময় ?
প্রলয়-ঝটিকা হানে বিভীষিকা
ও রাঙ্গা চরণে দাও হে আশ্রয়।
এ বিশ্ব মাঝারে তুমি বিশ্বপতি
আঁধারে আলোক দেয় তব জ্যোতি,
অগতির গতি করি পদে নতি
ভয়ে মরি নাথ দাও হে অভয় ;
অনাথে ফেলিয়া যেও না চলিয়া—
কর কৃপা দীনে ওহে কৃপাময়।

উম্‌নো। ও ঝুম্‌নো, ঝুম্‌নো, বাঘ ভালুকের ডাক্ যে ক্রমে এগিয়ে আস্‌ছে, সন্ধ্যের ঘনছায়া যে ঘনিয়ে আস্‌ছে—কি হ'বে ঝুম্‌নো, কি হ'বে ?

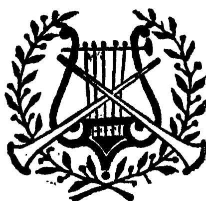
ঝুম্‌নো। মধুসূদন জানেন।

[বিপুলকায় বটবৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য করিয়া]

হে বৃক্ষ, তুমি যদি সত্যকালের বৃক্ষ হও, তুমি দু'ফাঁক হও—আমরা তোমার মধ্যে প্রবেশ করি। তুমি বিনা এ দুর্গম অরণ্যে আমাদের আশ্রয় দিতে আর কে আছে বৃক্ষ ? হও, হও, হও—বৃক্ষ দু'ফাঁক্ হও। অন্ধকার দেখে আমাদের প্রাণ কেঁপে উঠ্‌ছে ; তুমি যদি সত্যকালের বৃক্ষ হও, তুমি যদি সত্য

হও, মা যদি সতী হ'ন, আমরা যদি সতী কন্যে হই—তবে বৃক্ষ, দু'ফাঁক হও, দু'ফাঁক্ হও, দু'ফাঁক্ হও।

[বিকট শব্দে বটবৃক্ষ দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। উম্‌নোর হস্ত ধরিয়া ঝুম্‌নো তাহাতে প্রবেশ করিল। বটবৃক্ষ সহজ অবস্থা প্রাপ্ত হইল। বনস্থলী অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। পশুকুলের গর্জ্জনে বনস্থল প্রকম্পিত হইতে লাগিল]



দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

বন-প্রান্তে সরোবর তীর।

দেব-বালাগণ।

(গীত।)

আর গায়িব বল কি গান,
অশান্ত হ'ল যে শান্ত প্রাণ।
প্রভাত-কুসুমে স্মৃতি যে জাগায়,
কোথায় দ্যুলোক, ভুলোক কোথায়,
প্রাণ নাহি চায়, থাকিতে হেথায়,
ভাল ত লাগে না ধরার গান।
রামধনু আঁকা সেই বাঁকা পথে,
রোধিতে না পারি এই মনোরথে,
মেঘেতে চড়িব, তারকা ধরিব,
শশধর-সুধা করিব পান।
ঘন বায়ু ভার, সহিব না আর
তরল সমীরে তুলিব তান।

প্র দে বা। সত্য সখি!
প্রাণ নাহি চায় আর রহিতে ধরায়,—
হেথা' সমীরণ, উষ্ণ অনুক্ষণ,
ধূলি ক্লেদ, ভরা শিলাভার—
মনে হয়,
শ্বাস বুঝি যায় বদ্ধ হ'য়ে।
পাপ তাপ ভরা এ সংসার,
উঠে নিত্য হেথা' হাহাকার—
ধরার বাতাস আর সহিবারে নারি,
চল ব'ন, চল যাই ফিরি।
দ্বি দে বা। সুলোচনে, কহেছ উত্তম—
ধরা যেন কারাগৃহ, অশান্তি বেষ্টিত।
সত্য, ত্রেতা দ্বাপরের সেই পবিত্রতা—
উদারতা, সে মহাপ্রাণতা
যুগধর্ম্মে লুপ্ত বুঝি এবে;
হাহাকার ভিন্ন বল কি রহিবে আর?
তৃ দে বা। রঙ্গিনী সঙ্গিনী তোরা লো প্রিয়বাদিনি,
তর্কেতে তোদের বল্ কে আঁটিতে পারে?

তর্ক যুক্তি জাল,
চিরকাল ভ্রম ও প্রমাদে পূর্ণ।
ছেড়ে দাও বচন বিন্যাস,
অলীক তর্কের ছটা, যুক্তি-ভিত্তি ঘটা;

ভেবে দেখ, এসেছি কি কাজে !
পীড়িতে সেবিতে,
ভয়ার্ত্তে তারিতে,
ধর্ম্মভার, ব্রতকথা ভবে প্রচারিতে,
পুণ্য-মন্ত্র বিলাইতে জগৎ সংসারে
দেবাদেশে এসেছি হেথায় ;
যাতনা বেদনা যদি সহিবারে হয়,
সহিব নিশ্চয়,—
তা'হে কেন প্রকাশিব ঘৃণা অসন্তোষ ?

চ দে বা। ত'াই ব'লে সব কি গো অসহ্য যাতনা ?

তৃ দে বা। স'বে—সহিতেই—হ'বে—
মহতের ধর্ম্ম এই—ধর্ম্ম দেবতার ;
নতুবা প্রভেদ কিসে দেবতা ও নরে ?
ওই দেখ, হিমাচল—তুষার ধবল,
বজ্রাঘাত, ঝঞ্ঝাবাত সহি' অবিরত
ধ্যান-মগ্ন যোগী মত আছে দাঁড়াইয়া—
অনাদি অনন্তকাল সৃষ্টির প্রাঙ্গনে।
কেন জান ?—সৃষ্টি রক্ষা হেতু।
হিমাদ্রির পাদদেশ তন্তুলতা মত
আকর্ষিত ক'রে আছে সমগ্র বসুধা ;
কর্ত্তব্য না সাধে যদি সে হিম-শেখর
লহমায় ধরাতল সিন্ধুতলে যায়—
সৃষ্টিনাশ—সর্ব্বনাশ তা'য়।

থাক্ এবে তত্ত্বকথা—
দেখ চেয়ে কর হ'তে অর্ঘ্য সুমনস্
অলক্ষ্যে পড়িয়া গেল ভূতলে সহসা।
মনে হয়—এ বিজনে,
আসিয়াছে কেহ কোন অজ্ঞাত কারণে।
তত্ত্ব লহ তা'র—
নহে ব্রত হইবে বিফল।

প্র দে বা। আসিবে কে এ বিজন বনে—
দেব-বালা সাধে ব্রত যেথা' ?
তুমি সখি, চারু কল্পনায়
হের কত স্বপনের ছবি।
হিংস্র পশু সমাকুল এ বন বিজন—
কে আসিবে কোন্ কাজে বলত সুন্দরি ?

তৃ দে বা। সেও এক তত্ত্বকথা!
যা'ক, তত্ত্ব লহ তা'র—
নতুবা এ ব্রত সাঙ্গ কিছুতে না হ'বে।
দেবদূতে পাঠাও সত্বর,
অন্বেষণ কর তা'র বন বনান্তরে।—
কোথা দেব দূত,

[দেবদূতের প্রবেশ

যাও দূত, করহ সন্ধান—
বিজন বিপিনে কোথা' আছে কোন্ জন
কেন ব'সে—কোন্ অভিপ্রায়ে ?

মিলে যদি কাহার সন্ধান,
মিষ্ট বাক্যে তুষ্ট করি’ ল’য়ে এস সাথে।

দেব দূ। যথা আজ্ঞা দেবি—
মুহূর্ত্তেকে করিব সন্ধান।

ভূ দে বা। চল সই তুলি পুন ফুল—
রাঙ্গা ছবি রবি পদে অর্ঘ্য প্রদানিতে।

[সকলের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বনপথ।

(দূতের প্রবেশ)

দে দুত। ভ্যালা কাজেই পড়া গেছে যা’ হ’ক্। কেবল আদেশ, কেবল আদেশ—তা’র আর কামাই নেই; আর তাই আমায় পালন কর্‌তে হ’বে। ‘না’ বল্‌বার যোটী নেই, ঘাড়্‌টী নাড়্‌বার অধিকার নেই। পান্‌টী থেকে চূণটী খস্‌লেই প্রভুর অমনি চ’খ রাঙ্গানি, বক্‌বকানি, ঝন্‌ঝনানি। আঃ—অম্‌নি অভিসম্পাত আর অম্‌নি দেবলোক হ’তে মর্ত্ত্যলোকে পতন, তারপর হয় ঘাস কাটন, না হয় ধান ভানন, না হয় ঐ রকম গোছের যা হয় একটা কিছু করণ। ওঃ আমি যদি একবার

ইন্দ্রত্বটা অন্তত: একদিনের তরেও পেতেম্—তা'হ'লে—তা'হ'লে—নাঃ, ও সব কথা আর মুখ দিয়ে উচ্চারণ ক'রে কাজ নেই, আড়ালে আব্‌ডালে যদি কেউ থাকে, আর আমার বক্তৃতার ঘটা দেখে কিম্বা শোনে, তা'হ'লেই গেছি আর কি? ইন্দ্রের চর ত চারিদিকেই ঘুর্‌ছে।

তা'ত হ'ল—মুখে না হয় চাবি দিলেম্—কিন্তু বনের মাঝে ঝোঁপেঝাপে কে কোথায় ব'সে আছে—কেমন ক'রে সেটা এখন অন্বেষণ করি বল দেখি? কেবল দোহাই দেওয়া, ঐ দিব্য দৃষ্টিটুকুর উপর। আরে মশায়, কথায় কথায় যদি ঐ দৃষ্টিটুকু খরচই ক'রে ফেল্‌লেম্, তা'হ'লে ত ক্রমে জমার ঘর খালি হ'য়ে গেল। তারপর? অন্ধ হ'য়ে হাত্‌ড়ে বেড়াই আর কি!

ঐ যে—ঐ যে—কি একটা নড়্‌ছে না—হ্যাঁ তাই ত বটে! উঁহু ও ত হ'ল না—ওটা যে দেখ্‌ছি একটা সেওড়া গাছ। দাঁড়াও—দাঁড়াও একটা উপায় ঠাউরেছি। ঐ নারকেল গাছটা খুব লম্বা আছে—ও সব খবর রাখ্‌তে পারে। ওর শরণাপন্ন হ'য়ে দেখি—ও যদি কিছু উপায় ক'রে দেয়।

[দেবদূত, নারিকেল বৃক্ষের নিকটে গেল। অন্যান্য বৃক্ষ মস্তক নাড়িয়া বৃক্ষভাষায় আপনাপন মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল।]

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

নিবিড় বন।

বটবৃক্ষের ঝুরি ধরিয়া উম্‌নো ও ঝুম্‌নো বৃক্ষতলে বসিয়া আছে, পত্রের ফাঁক্ দিয়া রৌদ্রকিরণ তাহাদের মুখের উপর বস্ত্রভাগে পড়িয়াছে।

উম্‌নো। ব'ন!

ঝুম্‌নো। কেন দিদি?

উম্‌নো। আর কতকাল এমন ক'রে গাছের ফলে, নদীর জলে দিন কাটা'ব? বার বছর ত কেটে গেল, কই বন থেকে বা'র হবার ত কোন উপায় হ'ল না।

ঝুম্‌নো। উপায় হ'লেই কি হ'বে দিদি?

উম্‌নো। কেন, বাড়ী ফিরে যা'ব। আর কি বনের মাঝে থাক্‌তে পারি? দিনের বেলায় দুটী ব'নে—বনে বনে একটু ঘুরে-ঘুরে বেড়াই—রাত্তির বেলা ঐ গাছের কোটর সার। তা'তে না পারি বস্‌তে, আর না পারি শুতে। তা'র ওপর আবার বাঘ ভালুকের ডাক্—গাছের ওপর আঁচড় কামড়। আঃ—এমন ক'রে থাকি কেমন ক'রে ব'ন?

ঝুম্‌নো। দিদি, অনেক দিন হাসিনি—হাসি পায়নি ব'লে। কিন্তু তোমার কথা শুনে আজ হাস্‌তে ইচ্ছে কর্‌ছে। হ্যাঁ দিদি, বাড়ী ফিরে যা'বে কার কাছে?

উম্‌নো। কেন বাপ্—

ঝুম্‌নো। আমরা অভাগিনী—নইলে বাবা বনবাসে দেবেন্ কেন? তা' হক্‌গে। ভগবান যা' করেন, তা' ভালরই জন্যে। কিন্তু তুই এই কল্পতরুর নিন্দে কচ্ছিস্ কেমন ক'রে? এই কল্পতরু আমাদের আশ্রয় না দিলে যে এতদিনে আমরা বাঘ ভালুকের পেটে হজম্ হ'য়ে যেতুম্। দারুব্রহ্ম আমাদের রক্ষা ক'রেছেন—সেটা ভুলে যাচ্ছিস্ কেমন ক'রে দিদি?

উম্‌নো। তা' বটে, তা' বটে! আচ্ছা ঝুম্‌নো, তুই এমন সব বড় বড় পণ্ডিতি পণ্ডিতি কথা শিখ্‌লি কেমন ক'রে বল্ দেখি? তুইও যেখানে মানুষ, আমিও সেইখানে মানুষ। কৈ আমি ত এমন বল্‌তে পারি না—মনেও আন্‌তে পারি না।

ঝুম্‌নো। তা' জানি না—কোথা থেকে কি কথা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে যায় তা' আমি বুঝ্‌তে পারি না। তবে অনেক জিনিস মনে মনে ভাবি—ভাব্‌তে ভাব্‌তে যদি ভাবের ভাবা বেরিয়ে পড়ে, তা'র খবর আমি বল্‌তে পারি না।

উম্‌নো। হুঁ, কথাটাই বুঝ্‌লুম্ না। তা' নাই বুঝ্‌লুম্। আচ্ছা ঝুম্‌নো, সারা জীবনটা কি আমাদের এই বনে কাটা'তে হ'বে?

ঝুম্‌নো। মধুসূদনের ইচ্ছা। হ্যাঁ দিদি, বনবাসে তেমন কষ্ট কি আছে বল দেখি? বনবাসে এক দুঃখ, কিন্তু লোকালয়ে যে হাজার দুঃখ।

উম্‌নো। ওরে—ওরে ঝুম্‌নো পালাই আয়, পালাই আয়, গাছের ভেতর সেঁধুই আয়। ঐ দ্যাখ্, ঐ দ্যাখ্ কি একটা জানোয়ার আস্‌ছে। আয়—থপ্ ক'রে গাছের ভেতর সেঁধুই আয়।

[ঝুম্‌নোকে টানিয়া লইয়া—উম্‌নো বৃক্ষের মধ্যে প্রবেশ করিল। তৎপরে দেবদূতের প্রবেশ।]

দে দূত। বাঃ—এটা কি রকম হ'ল! নারিকেল কর্ত্তার কৃপায় মানুষের সন্ধান পেলেম্—আর সন্ধান কেন—চলন্ত, জীবন্ত দু' দুটো ছুঁড়ীকে পরোক্ষে নয়—প্রত্যক্ষ দর্শন কর্‌লেম্। তবে ছুঁড়ী দুটো স'র্‌ল কোথা'? এই বৃক্ষমূলে ব'সেছিল, এক লহমায় কোথায় হাওয়া হ'য়ে উড়ে গেল? এ্যাঁ—এরা যে দেখ্‌ছি দেব কন্যাদেরও হার মানালে? এ্যাঁ! আমি যে ধাঁধায় প'ড়ে গেলেম্।

[বৃক্ষ মধ্য হইতে সঙ্গীত রব আসিতে লাগিল

আজু বুঝি মঝু শুভদিন।
আঁধারে পেখনু আলোক ক্ষীণ॥

দে দূত। ওঃ—একেবারে বোকা হ'য়ে গেলেম্। মানুষ দেখ্‌লেম্—ফুস্ মন্ত্রে উড়ে গেল। মানুষ উড়্‌ল ত গীত আরম্ভ হ'ল। আমরা নেহাত্ দেবদাস, তাই আঁত্‌কে উঠ্‌লেম্ না; মানুষ হ'লে কিন্তু দাঁতে দাঁত্ লেগে চিৎপট্টাং হ'য়ে পড়্‌তেম্। তা'র আর বাকীই বা কতটুকু বল? এ্যাঁ—এ্যাঁ আবার গীত আরম্ভ হয় যে!

[গান গায়িতে গায়িতে উম্‌নো ও ঝুম্‌নো বৃক্ষ মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিল। দেবদূত সাশ্চর্য্যে তাহাদিগকে দেখিতে লাগিল।]

গীত।

আজু বুঝি মঝু শুভদিন।
আঁধারে পেখনু আলোক ক্ষীণ ॥
বেকত বেকত তুঁহু কোন দেব,
অগেয়ানী হাম সব নাহু কোন বোধ,
যো তুঁহু সো তুঁহু পাওল সঙ্গ
ছোড় না মোয় না কর রঙ্গ ॥

ঝুম্‌নো। আপনি কে মহাশয়? অভাগিনীদের পরিত্রাণের উপায় কর্‌তে এ বিজন বনে আপনি কে এলেন দেব?

দে দূত। (স্বগতঃ) দেখ—ব্যাপারটা একবার বোঝ! আমি কোথায় হাঁকা হোঁকা ক'রে জিজ্ঞাসা করব—বল্ তোরা কে—কেন এখানে ব'সে আছিস্; না ওরাই আমায় জিজ্ঞাসা ক'রে বস্‌ল। যা'ই হ'ক, কিন্তু হুম্‌কি ছাড়্‌ছিনি—তা' হ'লেই ঠ'কে যেতে হ'বে! (প্রকাশ্যে) হুঁ—বটে—হুম্—তোদের বুঝি প্রাণে একটু ভয় নেই? আমায় জিজ্ঞাসা ক'র্‌ছিস্—আমি কে? আরে ম'ল, আমার পোষাক দেখে বুঝ্‌ছিস্ না—আমি—আমি—আমিটা কে?

উম্‌নো। আমি ত ভেবেছিলুম্ একটা জানোয়ার—তাই গাছের ভেতর লুকিয়েছিলুম। গলার আওয়াজে বুঝ্‌লুম্ জানোয়ার নয়—তাই বেরিয়ে এলুম্। এখন বলুন—আপনি কে?

দে দূত। কি রহস্য—উপহাস—বিদ্রূপ? তোদের বুঝি ভয় টয় তেমন নেই! তোরা বুনো বটে?

ঝুম্‌নো। না দেব, আমরা সতী-কন্যে। দেবতা, মানুষকে আমাদের ভয় নেই, তবে পশুকে ভয় করি বটে। এ বনে থেকে বুঝি তা'ও নেই। অপরাধ নেবেন না প্রভু,—বলুন, আপনি কি আমাদের উদ্ধার কর্ত্তা ?

দে দূত। (স্বগতঃ) নাঃ—ঠ'কে গেলেম্—এখানে হুম্‌কি খাট্‌ল না। এ যাত্রাটাই ঠকার পালা দেখ্‌ছি। ভারী কু-যাত্রায় এবার পা বাড়িয়েছি। (প্রকাশ্যে) হাঁ—দেখ—আমি—আমি হ'লেম্ এই—এই—দেবতাদের দূত। সব খবরাখবর করি। বুঝ্‌লে কিনা—তোমাদের সন্ধানেই এখানে এসেছি। ওর নাম্‌টা কি—দেবকন্যাদের কাছে তোমাদের নে যা'ব ব'লেই—আমি এখানে পদধূলি দিয়েছি। বস্তুত কথা—বুঝ্‌লে কিনা—এখন চল।

ঝুম্‌নো। দেবকন্যা !—তাঁ'রা কোথায় ?

দে দূত। এই বন-প্রান্তে—সরোবর তীরে ইতুপূজা ক'র্‌তে এসেছেন। তাঁ'দের হাত্‌ থেকে অর্ঘ্যের ফুল প'ড়ে যেতে তাঁ'রা বুঝ্‌লেন, এখানে কোন আর্ত্ত সাহায্য ভিক্ষায় ব'সে আছে। তোমরাই সে আর্ত্ত। চল এখন দেবকন্যাদের কাছে—তোমাদের মঙ্গল হ'বে।

ঝুম্‌নো। ঠাকুর তোমার এত দয়া ? দিদি দেখ্‌লি ! চলুন দেব।—মধুসূদন, মধুসূদন, মধুসূদন।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

আরণ্য কানন।

(দেববালাগণ পুষ্প চয়নে রতা)

চতু দে বা। সই ;
আমি আর আমি নই
ফুল পরশনে,
আপনারে হারায়েছি
কুসুম-কাননে।
মনে হয় এ ভূলোক,
হয় বুঝি সে দ্যুলোক,
হেথায় মলয়া বহে উঠে গীত গান,
মানবের প্রেম প্রীতি মুগ্ধ করে প্রাণ।
জানিতাম, দেবতারা,
ভালবেসে আত্মহারা,
আর বুঝি ভালবাসা কেহ নাহি জানে ;
সে ভুল ভেঙ্গেছে মোর আসিয়া এখানে।

প্র দে বা। কি লো কুল খোয়ালি,
লোক হাসা'লি,
ভাস্‌লি প্রেমে কা'র ;
ওলো—মূল হারা'লি,
হার মানা'লি,
মুখ দেখান ভার।

এখন কেমন ক'রে,
ফির্‌ব ঘরে,
বল্‌ব কি সেথায় ;
তুই ধরায় নেমে,
তুচ্ছ প্রেমে,
ভুল্‌লি আপনায় ।
ছি ছি লাজের কথা,
পাই যে ব্যথা,
ডুক্‌রে উঠে প্রাণ ;
ও যে মান খোয়া'লি,
সব হারা'লি,
কাট্‌লি আপন কাণ ।
দ্বি দে বা। সত্য সই, রসময়ি,
মানবের প্রেমে,
মজিলে কি, ডুবিলে কি
এ ধরায় নেমে ?
মোরা সবে দেববালা,
দেবলোকে থাকি,
তুচ্ছ প্রেমে মজি যদি—
লাজের কি বাকী ?
চতু দে বা। মজি নাই, ডুবি নাই
প্রেমেতে কাহার ;
মজিয়াছি হেরি' শুধু

প্রকৃতি-ভাণ্ডার।
উজল হেথায় দিক্
হেথা' গীত গাহে পিক্,
হেথায় শ্যামল ক্ষেত্রে
তুলে নদী কলতান
বন-কুসুমের গন্ধে
আকুল ব্যাকুল প্রাণ।
দ্বি দে বা। তাই হারায়েছ জ্ঞান!
চ দে বা। হেথায় মলয় বায়—
বহিয়া বহিয়া যায়,
সোণার বরণ রবি,
রজত জোছনা ধার,
সসীমে অসীমে হেথা'
সব যেন একাকার।
মেঘে গুরু গরজন,
করে নৃত্য শিখীগণ,
বিজলি ছড়ায় হাসি,
উদার সিন্ধুর জল;
বনস্পতি সুশোভিত—
হেথা' পুণ্য হিমাচল।
দ্বি দে বা। আহা—প্রেম ক'রেছে বিকল!
চ দে বা। হেথা' আছে তপোবন,
আছে শাস্ত্র আলাপন,

কান্ত পদাবলী হেথা'
ফুটে কবি-কুঞ্জ মাঝ,
ধরার অনন্ত শোভা
ভুলোকে দ্যুলোক সাজ।
যত হেরি চারিধার,
মনে হয় ততবার,
কি ভুল ক'রেছি সখি
নিন্দি এই ধরাতল,
যেথা' পাপ পুণ্য ভেদে
শান্তি—শাস্তি—কর্ম্মফল!

ভূ দে বা। তোদের অন্ত পাওয়া ভার-
বল্‌লে পরে আসল কথা,
জাত্‌ থাকে না আর।
তোরা—জানিস্‌ বুঝিস্‌ সব,
তবু তুল্‌বি একটা রব;
ধরা কা'র ভাগ্যে কারা
স্বর্গ কা'র্‌ কপালে—
কেউ পশু বা কেউ দেবতা
যে যা'র কর্ম্ম ফলে।
স্বর্গ নরক এই খানেতে
এ ঠাঁই সহজ নয়;
মানুষ গুলো মানুষ হ'লে
দেবতা তা'রাই হয়।

[দেবদূতের পশ্চাতে উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

দে দূত। দেবি,
আনিয়াছি সন্ধানের বস্তু সঙ্গে ক'রে।
অনুমতি চাহি এবে
যেতে কার্য্যান্তরে।

তৃ দে বা। সাধু তুমি—লভহ বিশ্রাম।

দে দূত। (স্বগতঃ) আঃ বাঁচা গেল—ফুর্‌ফুরে হাওয়ায় গাটা একটু জুড়াই গে।

[প্রস্থান

তৃ দে বা। তোমরা কে গা বাছা ?

ঝুম্‌নো। আমরা সতি-কন্যে—বড় দারিদ্দির মা বড় দারিদ্দির।

উম্‌নো। বাবা আমাদের বনবাস দিয়ে গেছেন।

ঝুম্‌নো। ছি দিদি।

প্র দে বা। বাপে বনবাস দিয়ে গেল—সে আমার কেমন ?

দ্বি দে বা। তা'না হ'লে আর সংসার কি ? সই এখন বুঝ্‌ছ কি ?

তৃ দে বা। হুঁ ! হ্যাঁ গা তোমাদের নাম কি গা ?

উম্‌নো। এই আমার নাম উম্‌নো—আর এর নাম ঝুম্‌নো—এ আমার ছোট ব'ন। আমরা বার বছর এই বনে আছি—গাছের ফলে, নদীর জলে এই বার বছর কাটিয়েছি। দেবতা মানুষের মুখ দেখিনি এই ক বছর—আজ তোমাদের চরণ দেখে উদ্ধার হলুম্ মা।

প্র দে বা। ওঃ মেয়েটা একটানা কথার স্রোতে কতটা ভেসে গেল দেখেছ !

তৃ দে বা। হুঁ—অভাবই উপায়ের প্রসূতী। আচ্ছা—উম্‌নো ঝুম্‌নো তোরা এক কাজ কর্ দেখি। পুষ্করণীতে ডুব দিয়ে স্নান ক'রে আয়—আমরা তোদের সূর্য্য পূজার মন্ত্র দেব—পূজার পদ্ধতি শিখা'ব। সে ব্রত, সে পূজা ক'র্‌লে তোদের দুঃখ কষ্ট দূর হ'বে, অনন্ত সুখ, অনন্ত শান্তির অধিকারিণী হ'বি। যা' স্নান ক'রে আয়—তোদের দুঃখের দিন চ'লে গেছে, সুখের দিন এসে প'ড়েছে।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নো কৃতজ্ঞতা ব্যঞ্জক ভাব প্রদর্শন করিয়া প্রস্থান করিল

প্র দে বা। সই, এরা সবিতারাধনা ক'র্‌বে কি? এদের মুখে যে মন্ত্রই উচ্চারিত হ'বে না।

দ্বি দে বা। সে কথা বড় মিথ্যা নয়।

চ দে বা। তা'কি বলা যায়—দৈববলে পঙ্গুও ত গিরিলঙ্ঘন করে।

তৃ দে বা। নিশ্চয়! এই উম্‌নো ঝুম্‌নো যা'রা এখন জগতের চক্ষে ঘৃণ্য, তা'রাই হয়ত একদিন জগতে সবিতা পূজার প্রচারকারিণী হ'বে। এই ভারার্পণ কর্‌বার জন্যই হয়ত আমাদের এখানে আস্‌তে হ'য়েছে। চুপ্—ঐ তা'রা আস্‌ছে।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

ঝুম্‌নো। মা—মা—মাগো!

তৃ দে বা। কি মা?

ঝুম্‌নো। আমাদের চান্ করা হ'ল না মা। পুকুরে নাম্‌তেই পুকুরের জল শুকিয়ে গেল, মাছ গুলো সব ধড়্‌ফড় ক'র্‌তে লা'গ্‌ল,

জলে দাঁড়িয়ে যা'রা জপ্ তপ্ ক'রছিল, তা'রা সব কোষা-কুষি নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তাই দেখে আমরা পালিয়ে এসেছি।

উম্‌নো। মা গো আমাদের কি উপায় হ'বে মা?

তৃ দে বা। বুঝেছি, তোরা বড় অভাগিনী!

প্র দে বা। বিলক্ষণ—নইলে বাপ্ মা আবার সখ্ ক'রে কি কখনও এমন মেয়ে দুটীকে বনবাসে দেয়?

তৃ দে বা। উপহাস, বিদ্রূপ সকল সময়ে শোভনীয় নয় সখি। হ্যা দেখ্ উম্‌নো ঝুম্‌নো, তোরা এই আংটীটা নিয়ে শুক্‌নো সরোবরে ফেলে দিগে যা—তা' হ'লেই যেমন জল তেম্‌নি হ'বে।

[অঙ্গুরী লইয়া উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রস্থান

দ্বি দে বা। হ্যাঁ সখি?—

তৃ দে বা। থাম—যা' জিজ্ঞাসা করবে, তা' বুঝেছি। বিদ্রূপ-স্রোতে এখন ভাঁটা প'ড়ুক্। কর্ত্তব্য-পালন করতে এসেছি—কর্ত্তব্য-পালন করি এস।

চ দে বা। কি ক'র্‌তে হ'বে—বল সখি, আমি তা'ই কর্‌তে প্রস্তুত।

প্র দে বা। আর আমরাই অপ্রস্তুত নাকি?

তৃ দে বা। ভাল—আমাদের সমবেত চেষ্টায় সুফলই ফল্‌বে। এস আমাদের চুল কেটে চামর করি, জিহ্বা কেটে প্রদীপ করি, শিরা কেটে সল্‌তে করি, বুক চিরে ধূপ জ্বালি। ওড় ফুল, কাম্-সিন্দুর, রক্ত চন্দন, জবা, দূর্ব্বা, কাঁচা দুগ্ধ, হিংচা, কল্‌মি,

• সুস্‌নি শাক প্রভৃতি ও পঞ্চ শস্যের যোগাড় • ক'রে রাখি। তা'রা স্নান ক'রে এলেই তা'দের পূজায় বসা'ব।

[তথা করণ। উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

চ দে বা। কিগো স্নান ক'রে ফির্‌তে তোদের এত বিলম্ব হ'ল যে ?

ঝুম্‌নো। মা আমরা—আবার এক বিপদে পড়েছি। সে আংটী টা হারিয়ে ফেলেছি। তাই খুঁজ্‌তে খুঁজ্‌তে এত দেরী হ'ল। কিন্তু এত খুঁজেও আংটী পেলুম্ না।

তৃ দে বা। আমাদের আংটী আমাদের কাছে এসেছে—তোদের ভয় নেই। নে এখন পূজার আসনে ব'স—পূজার মন্ত্র তোদের কাণে কাণে ব'লে দি ;

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নো আসনে উপবিষ্টা হইল। দেববালাগণ তাহাদের ঘেরিয়া কর্ণে মন্ত্র দান করিতে লাগিলেন]

তৃ দে বা। কিরে উম্‌নো, কিরে ঝুম্‌নো—তোরা এখন কি দেখ্‌ছিস্ ?

উম্‌নো। দেখ্‌ছি, বেশ দেখ্‌ছি, খুব দেখ্‌ছি।

চতু দে বা। বল্ বল্ কি দেখ্‌ছিস্ !

ঝুম্‌নো। দেখ্‌ছি—সূর্য্যদেব তাম্র বর্ণে উদয় হ'য়ে আমার হাত্ থেকে হাতে হাতে পূজা নিচ্ছেন। "জবাকুসুমসঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিং—ধ্বন্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং"—ঐ যাঃ—ঠাকুর অদৃশ্য হ'লেন যে !

তৃ দে বা। ডাক্—ডাক্ আবার ডাক্—ব্যাকুল হ'য়ে ডাক্।

ঝুম্‌নো। হ'য়েছে—হ'য়েছে—ঠাকুর আবার এসেছেন।

চতু দে বা। বেশ হ'য়েছে—এইবার বর প্রার্থনা কর।

প্র দে বা। দূর্ ছুঁড়ীরা কেবল পূজাই করছিস্—বর চা'।

উম্‌নো। বর চাইব—আচ্ছা চাইছি। খোস্ পাঁচড়া দূর হ'ক্—

[দেববালাগণের হাস্য

প্র দে বা। দূর্ ছুঁড়ী—ভাল বর চা'।

ঝুম্‌নো। বাপ্ মার দুঃখ দূর হ'ক—তাঁদের ঐশ্বর্য্য হ'ক্—

দ্বি দে বা। বাপ্ মার জন্যই চাইছিস্—নিজেদের জন্য কিছু বর চা'।

ঝুম্‌নো। নিজেদের জন্যে ?—আচ্ছা চাইছি। দিদির যেন রাজ-পুত্তুরের সঙ্গে বিয়ে হয়; আর আমার বিয়ে পাত্তরের সঙ্গে হ'লেই হ'বে। হে ঠাকুর তাই হ'ক, তাই হ'ক, তাই হ'ক্—বেশী লোভ ভাল নয়।

তৃ দে বা। বর ত চাইলি—ঠাকুর কি বল্লেন রে ?

উম্‌নো, ঝুম্‌নো। ঠাকুর বল্লেন—"তথাস্তু"।

তৃ দে বা। বেশ হ'য়েছে—তোদের পূজা সার্থক হ'য়েছে। আজ আল আলন খেতে হয়, হবিষ্য কর্‌তে হয়—তা করিস্। আর এই ঘট কার্ত্তিকের সংক্রান্তির দিন থেকে আরম্ভ ক'রে অগ্রহায়ণ মাসটা গোটা প্রতি রবিবারে পূজা করিস্। তোদের দুঃখ দূর হ'বে, মনস্কামনা পূর্ণ হ'বে। এখন তোরা বিমুখ হ', আমরা স্বস্থানে ফিরে যাই—আমাদের কাজ শেষ হ'য়েছে।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। দেববালাগণ বায়ু-মণ্ডলে মিশিয়া গেলেন। ব্যোম-পথে অস্পষ্ট মধুর যন্ত্রধ্বনি হইতে লাগিল।]

উম্‌নো। ব'ন তাঁ'রা কোথায় লুকোলেন ?

ঝুম্‌নো। তাঁ'রা দেবকন্যা, দেবলোকে চ'লে গেলেন। চল্‌ আমরা আল আলনর যোগাড় দেখি।

উম্‌নো। আহা কেন মর্‌তে বিমুখ হলুম ? যদি বিমুখ না হতুম্‌, তা'হ'লে ত বেশ রথের চাকাখানা ধ'রে স্বর্গে যেতুম্‌। তুই বুদ্ধি দিলিনে কেন ব'ন ?

ঝুম্‌নো। তা'কি হয় দিদি ? তাঁরা হ'লেন দেবতা, আর আমরা হলুম্‌ মানুষ—আমরা তাঁ'দের সঙ্গে যেতে পা'র্‌ব কেন ? চল্‌, এখন হর্বিষ্যির উপায় করি।

[প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

কুমারশালার সম্মুখ।

কুম্ভকারগণ স্থানে স্থানে মৃত্তিকা খনন করিতেছে, স্থানে স্থানে বসিয়া মৃৎপাত্রাদি গড়িতেছে, এক স্থানে স্তুপাকারে হাঁড়ি প্রভৃতি পোড়াইতেছে।

প্র কু। হে সনাতন—হাঁড়ির পোড়্‌টা দ্যাখ্‌ত একবার। জ্বাল অল্প হ'চ্ছে নাকি ?

দ্বি কু। ও আর দ্যাখ্‌ব কি—ও ঠিক্‌ হ'তেছে। ঢিমা জ্বালেই পোড়্‌ ঠিক্‌ হয়। আরে দ্যাখ্‌ দ্যাখ্‌ একবার ওই দিক্‌টায় চায়ে

দ্যাখ্‌—কে দুটা মেয়া আস্‌তেছে। বলি, কোন্‌ খর্‌দের্‌ নাকি ?

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

কে গা—তোমরা কা'দের গা ?

ঝুম্‌নো। আমরা বড় দারিদ্দির গো। তা বাবা আমরা একটা বর্ত্ত ক'রেছি, সেই বর্ত্তের জন্যে আজ আমাদের আলআলন খেতে হ'বে। দারিদ্দির আমরা,আর কোথায় কি পাব বাবা ? চারটী কঁ্যাচরা কল্‌মী শাক পেয়েছি—তাই সিদ্ধ ক'রে দু' ব'নে খা'ব। তা'হ'লেই আমাদের বর্ত্তের নিয়ম পালন করা হ'বে।

প্র কু। তা' আমরা কি ক'র্‌ব বাছা ?

উম্‌নো। দয়া ক'রে তোমরা যদি একখানা খোলা খাও বাবা।

প্র কু। পাজি বেটী, নচ্ছার বেটী—

দ্বি কু। ছুঁচো বেটি, ছেঁচ্‌ড়ী বেটি—

প্র কু। সব্বনাশী বেটি, সব্বনাশ ক'র্‌তে এসেছে। দূর হ, দুর হ। আমার এক পুয়াম্‌ হাঁড়ি, একপঁইশাল হাঁড়ি—এখনও একটা নামা'তে পারিনি—আর তো বেটিরা কিনা ঐ অলুক্ষুণে নাম কর্‌লি ? বের হ বেটীরা দূর হ,—দে সনাতন বেটীদের বের ক'রে দে, ঢেকা ঢোকা দিয়ে বের ক'রে দে। সব্বনাশী বেটি, হাড়্‌হাবাতে বেটি ! দূর্‌—দূর্‌।

ঝুম্‌নো। যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি—মেরনা বাবা, গাল দিও না বাবা। ক্ষেপা ব'ন আমার, কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলেছে। যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রস্থান

দ্বি কু। ও সম্মন্দি, ও সম্মন্দি সব্বনাশ হ'ল, সব্বনাশ হ'ল। ঐ দ্যাখ্ ঐ দ্যাখ্ সোণা পোড়া হাঁড়ি সব কাঁচা পোড়া হ'য়ে গেল, পঁইশালকে পঁইশাল হাঁড়ি চড়বড়্ চড়বড়্ কর্‌তে লেগেছে।

প্র কু। বলিস্ কিরে, বলিস্ কিরে? ওরে তাইত রে—তাইত রে। ফেরা, ফেরা—তা'দের হাতে পায়ে ধ'রে ফেরা।

[দ্বিতীয় কুম্ভকারের প্রস্থান

ও বাবা, ওরা কা'রা গো? ওরা দ্যাবতা নাকি—ছল্‌তে এছল নাকি? নাকে কাণে খৎ বাবা—কেউ এলে আর কাকেও কিছু বল্‌ব না।

[উম্‌নো, ঝুম্‌নো ও দ্বিতীয় কুম্ভকারের প্রবেশ

এই যে মা সকল—এস মা, এস। আমরা ছেলে মানুষ, মরুখ্‌খু মানুষ—কি বল্‌তে কি ব'লে ফেলিছি মা, রাগ কোরোনি। ক্ষেমা দাও মা, ক্ষেমা কর মা। দয়াময়ী দয়া কর মা।

দ্বি কু। আপনকার যত হাঁড়ির আবিশ্যক থাকে, তা' বল মা—দাঁতে কুটা ক'রে তা' আপনকার বাড়ী পোঁছে দে আসি।

ঝুম্‌নো। না বাবা, রাগ কি বাবা! চ'লে যেতে ব'লেছিলে, তাই চ'লে গিছ্‌লুম; ডেকেছ আবার এসেছি।

প্র কু। বেশ ক'রেছ মা, বেশ ক'রেছ—এই ত দয়াময়ীর নোক্ষণ। তা' এখন বল মা, ক'টা হাঁড়ি চাই—আমরা তোমাদের বাড়ী পোঁছে দে আসি।

ঝুম্‌নো। বেশী হাঁড়ি নিয়ে আর কি ক'র্‌ব বল? শাক সিদ্ধ ক'রে খাব বৈ ত নয়। এই একটা নিলুম্।

[ঝুম্‌নো একটী হাঁড়ি তুলিয়া লইল। কুমারশালার ভাঙ্গা ফাটা হাঁড়িগুলি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইল]

কুম্ভকারগণ। মাগো দয়াময়ী—

[ভূমিষ্ঠ হইয়া উম্‌নো ও ঝুম্‌নোকে প্রণাম করিল। উম্‌নো ও ঝুম্‌নো চলিয়া গেলে তাহাদের উদ্দেশে তাহারা বারবার প্রণাম করিতে লাগিল]



তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ধনরাজের বাটীর দালান।

(ধনরাজ ও লক্ষ্মীমণির প্রবেশ)

ধন। ব্রাহ্মণী, ব্রাহ্মণী—আচ্ছা, তুমি অমন ক'রে ব'সে ব'সে রাত্ দিন কি ভাব বল দেখি? কেন, অত ভাবনা কিসের, চ'খে জল কিসের? আমার দারিদ্র্য ঘুচেছে, ঔরি চৌরি ঘর দুয়ার হ'য়েছে, ক্ষেত খামার হ'য়েছে—আমার এখন কিছুরই অভাব নেই। গোলায় ধান, সিন্দুকে কাপড়, তোমার গায়ে দু' পাঁচখানা অলঙ্কার—কিই বা আর হয়নি বল? এখন দাস দাসীতে তোমার পাট্ করে, পাচক বামুনে রসুই করে, দশ পাঁচ জনে আমায় মান্যিগণ্যি করে। তবু তুমি কি ভাব, তবু তুমি কেন কাঁদ—হ্যাঁ গো বল না ব্রাহ্মণী।

লক্ষ্মী। কি আর ভাব্ব,—শরীর তেমন ভাল নয়, তাই কিছু ভাল লাগে না।

ধন। ওকি! কথা বল্‌তে বল্‌তে আবার চ'ক্ষে জল এল যে! তোমার কি হ'য়েছে—বল না, ওগো বল না?

লক্ষ্মী না কিছু হয়নি। চ'খে একটা পোকা পড়্‌ল বুঝি কর্ কর্ ক'রে জল পড়ছে।

ধন। উঁহু—কথাটা মনে লাগ্‌ল না। একটা কিছু তোমার হ'য়েছে। যাই হোক্, চিকিচ্ছে করা'তে হ'ল। নইলে পাঁচজনে আমায় ভারী দুষ্‌বে। দেখি, একবার কণ্ঠাভরণ কবিরাজ ম'শায়ের সন্ধান করি। রোগ দেখে তিনি রোগিণীর যা' হয় ব্যবস্থা ক'র্‌বেন্।

লক্ষ্মী। না, না,—তোমায় কোথাও যেতে হ'বে না—আমার কোনো রোগ হয় নি।

ধন। বটে আর কি! তুমি রোগ পুষে রাখ, আর পাঁচজনে আমার হুষুক্ আর কি? বল্‌বে—পয়সা খরচের ভয়ে বামুণ বদ্যি ডাকে না। আমি সে পাঠ পড়িনি—হ্যাঁ।

[ধনরাজের প্রস্থান

লক্ষ্মী। আমার কি হ'য়েছে—কে বুঝ্‌বে, ভগবান্! তুমি নিষ্ঠুর, না করুণাময়? যদি মেয়ে দুটোই গেল, তবে আমায় বাঁচিয়ে রাখ্‌লে কেন? দারিদ্র্যের যাতনায় ব্রাহ্মণ তা'দের বনবাসে দিয়েছেন। এখন ত আমার দারিদ্র্য ঘুচেছে; কিন্তু তা'রা কোথায়? আমার হারানিধিরা কোথায়? আমার সুখে কি হ'বে, ঐশ্বর্য্যে কি হ'বে—আমার যে বুক ভেঙ্গে গেছে।

[কতিপয় বালক বালিকার প্রবেশ

প্র বা। মুড়ী দে খুড়ী মা, মোয়া দে খুড়ী মা। আজ তোকে একটা ভাল খবর শোনা'ব। দ্যাখ্ দ্যাখ্ কা'রা আস্‌ছে দ্যাখ্।

লক্ষ্মী। আয় সব আয়। এতক্ষণ তোরা আসিস্‌নি কেন রে?

দ্বি বা। আমরা একটা মজা দেখ্‌ছিলুম্।

প্র বা। খলিস্‌নি, বলিস্‌নি তা'হ'লে মজা হ'বে না।
দ্বি বা। দে খুড়ী মা, মুড়ী দে—তবে ব'ল্‌ব।
লক্ষ্মী। তোরা ব'সে খেলা কর্—আমি মুড়ী মোয়া আন্‌ছি।

[লক্ষ্মীমণির প্রস্থান

[বালক বালিকাগণ খেলিতে খেলিতে গায়িতে লাগিল]

(গীত)

আগ্‌ডুম্ বাগ্‌ডুম্ ঘোড়াডুম্ সাজে,
তাল মেঘর ঘাগর বাজে।
বাজ্‌তে বাজ্‌তে চল্‌লো ডুলি,
ডুলি গেল সেই কমলা পুলি।
কম্‌লা পুলির টিয়েটা—
সূয্যি মামার বিয়েটা।
হাড়্ মড়্ মড়্ কেলে জিরে,
রুসুম্ কুসুম পানের বিঁড়ে।
আয় রঙ্গ হাটে যাই,
এক খিলি পান কিনে খাই।
সেই খিলিটি ফোঁপ্‌রা,
মায়ে ঝিয়ে ঝগ্‌ড়া।
হলুদ্ বনে কলুদ্ ফুল,
তারার নামে টগর ফুল।

তৃ বা। ইকিড়্ মিকিড়্ খেল্‌বি ভাই?

প্র বা। না না—খুড়ীমা মুড়ী মোয়া আন্‌ছে। এইবার উম্‌নো ঝুম্‌নোর কথা খুড়ীমাকে বলি ভাই—খুড়ী মা খুসী হ'বে।

প্র বা। নাম্ ধ'রছিস্ যে—তা'রা খুড়ীমার মেয়ে, তা'দের দিদি বল্‌তে পারিস্‌নি। ব'ল্‌তে হয় উম্‌নো দিদি আর ঝুম্‌নো দিদি।

[লক্ষ্মীমণির বেগে প্রবেশ

লক্ষ্মী। তোরা কি বল্‌লি—কি বল্‌লি—উম্‌নো ঝুম্‌নো? তোরা এ নাম কোথায় শুন্‌লি?

[লক্ষ্মীমণি কাঁদিতে লাগিল

বল্—বল্—চুপ্ ক'রে রইলি কেন?

[লক্ষ্মীমণির হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্যাদি ভূমিতে পড়িয়া গেল

প্র বা। একি হ'ল ভাই—খুড়ী মা যে কাঁদ্‌তে লাগ্‌ল!

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবা কাঁদ্‌ছি, ও নাম অনেক দিন পরে শুন্‌লুম ব'লে কান্না আপনি আস্‌ছে। বল্—বাবা বল্, তোরা ও নাম কোথায় শুন্‌লি?

প্র বা। এই—এই——আমরা—

প্র বা। তুই থাম্, তুই থাম্—ঢোঁক্ গিলে গিলে তোকে আর বল্‌তে হ'বে না।

দ্বি বা। আচ্ছা ভাই আমি বল্‌ছি।

প্র বা। তুই ছেলে মানুষ, তুই বল্‌তে পার্‌বি কেন? দাঁড়া, আমি বল্‌ছি। জান—খুড়ী মা, আমরা পথের ধারে খেল্‌ছিলুন্,

দু'জন মেয়ে এসে আমাদের অনেক কথা জিগ্‌গেস্ ক'ল্লে। আমরা উত্তর দিতে না পেরে তা'দের পদ্ম পিসির কাছে নিয়ে গেলুম্।

প্র বা। আর পদ্ম পিসি তা'দের দেখে হাঁপা'তে হাঁপা'তে বল্‌লে ও উম্‌নো ও ঝুম্‌নো, তোরা কোথা থেকে রে!

দ্বি বা। পদ্ম পিসিই ত ব'ল্লে—উম্‌নো দিদি, ঝুম্‌নো দিদি তোমার মেয়ে।

প্র বা। তা'রা তপিস্তে ক'ত্তে গিছ্‌ল, না খুড়ী মা ?

দ্বি বা। হ্যাঁ খুড়ী মা, তা'রা তোমার মেয়ে খুড়ী মা ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ বাবা, হ্যাঁ বাবা, তা'রা কি বেঁচে আছে বাবা ? আমি রাক্ষসী মা, তা'দের বাঘ ভালুকের মুখে পাঠিয়েছিলুম। দু'খানা পিটে, একটু পরমান্নের জন্যে বাছারা আমার বনবাসে গেছে। সেই পিটে পরমান্ন আমার বাড়ীতে এখন গড়াগড়ি যাচ্ছে, দাস দাসীতে খাচ্ছে। আহা বাছারে,—

[লক্ষ্মীমণি কাঁদিতে লাগিল

প্র বা। কেঁদনা খুড়ী মা, কেঁদনা। উম্‌নো দিদি, ঝুম্‌নো দিদি সত্যি সত্যি বেঁচে আছে।

লক্ষ্মী। তোদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক্ বাবা। তোরা অমর হ'য়ে থাক্ বাবা।

প্র বা। খুড়ী মা, খুড়ী মা—ঐ ঐ—

দ্বি বা। ঐ উম্‌নো দিদি, ঝুম্‌নো দিদি আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। কৈ কৈ ?

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

উ ও ঝু। মা—মা—মা।

[মাতা ও কন্যাদ্বয় পরস্পরে প্রগাঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধা হইল ; বালকগণ আনন্দে করতালি দিল]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

ত্রিপান্তর মাঠ।

(বীরবাহু ও চিত্রসেনের প্রবেশ)

বীরবাহু শ্রম জল মুছিতেছেন, চিত্রসেন তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে উষ্ণীষ দ্বারা ব্যজন করিতেছেন।

বীর। সখা, প্রাণ যায়—তৃষ্ণায় আর প্রাণ বাঁচে না। বুক ফেটে গেল, গলা শুকিয়ে গেল। মৃগয়া ক'র্‌তে এসে প্রাণ খোয়ালেম্। উঃ কি করি—কি করি? জল জল—একবিন্দু জল। বিন্দুমাত্র জলের বিনিময়ে আমি আমার রাজ্য দেব। জল, জল—একবিন্দু জল।

চিত্র। স্থির হও সখা, স্থির হও। জলান্বেষণে আমি কিঙ্কর পাঠিয়েছি। একটু স্থির হও, উতলা হ'লে তৃষ্ণা আরও বাড়্‌বে—তখন আর উপায় থাক্‌বে না।

বীর। উপায়! উপায়! নিরুপায়। এই ত্রিপান্তর, মাঠেই বুঝি জল বিহনে আমাদের সকলকে প্রাণত্যাগ ক'র্‌তে হ'ল। হয়, হস্তী, লোকজন সব মারা প'ড়ল; চারিদিক ধূ ধূ ক'র্‌ছে— এখানে জল কোথায়? সখা, ভগবান্‌কে স্মরণ কর, আজ আমাদের শেষ দিন। ডাক—ডাক, সকলকে ডাক। সকলে একস্থানে ব'সে ভগবান্‌কে ডাকি এস—সকলে একস্থানে ব'সে মরি এস। ডাক, ডাক—সকলকে একস্থানে সমবেত কর।

চিত্র। ঐ এসেছে, ঐ এসেছে। স্বর্ণ ও রৌপ্য ভৃঙ্গার পূর্ণ ক'রে ঐ কিঙ্কর জল আন্‌ছে। স্থির হও সখা, স্থির হও।

বীর। জল—জল—কৈ—কৈ?

চিত্র। ঐ—ঐ—

[দুইজন কিঙ্কর স্বর্ণ ও রৌপ্য ভৃঙ্গার পরিপূর্ণ জল আনয়ন করিল। স্বর্ণ ভৃঙ্গারের জল বীরবাহু পান করিলেন, রৌপ্য ভৃঙ্গারের জল চিত্রসেন পান করিলেন।]

বীর। ধন্য ভগবান্, ধন্য ভগবান্!

চিত্র। যাও কিঙ্কর, অবশিষ্ট জল তোমরা পান করগে।

[কিঙ্করদ্বয়ের প্রস্থান

সখা, ভগবানের দয়াটা একবার দেখ্‌লে? ব্যাকুল হ'য়ে তাঁ'কে ডাক্‌লে, তাঁ'র দয়া থেকে বঞ্চিত হ'তে হয় না।

বীর। সত্য সখা—ব্যাকুল হ'য়ে তাঁ'কে ডাক্‌লে তিনি কি আর থাক্‌তে পারেন!

[একজন কিঙ্করের প্রবেশ

কিঙ্কর। মহারাজ একটা কথা বলতে এসেছি—ভয়ে বলব, না নির্ভয়ে বলব ?

বীর। ভয় ছেড়ে নির্ভয়ে বল।

কিঙ্কর। মহারাজ, মাত্র দুই গাড়ু জল এনেছিলুম্। তা' মহারাজ খেয়েছেন, পাত্তর ম'শায় খেয়েছেন, লোকজন খেয়েছে, হাতী, ঘোড়া সব সে প্রসাদী জল খেয়েছে ; তবু যেমন গাড়ু ভরা জল তেম্নি আছে। এই দেখুন না ?

[ভৃঙ্গার প্রদর্শন

বীর। কি আশ্চর্য্য—সত্যই ত ! এ ভৃঙ্গারের গুণ, না জলের গুণ ! তোরা এ জল কোথা' থেকে আন্লি ?

কিঙ্কর। এক ব্রাহ্মণের বাড়ী থেকে। একটা গাছে উঠে আমরা বাড়ীটা ঠিক্ ক'রে, বাড়ীর রাস্তা ঠিক্ ক'রে তবে সে বাড়ী গিছলুম্। ব্রাহ্মণের দুটী কন্যা—দুই গাড়ু জল দিলেন।

বীর। ব্রাহ্মণ কন্যা—তাঁ'রা কি তাপস কন্যা ?

কিঙ্কর। তাঁ'রা গৃহস্থ—কন্যা দুটী কুমারী !

বীর। আশ্চর্য্য কন্যা।

কিঙ্কর। মহারাজ দুই গাড়ু জলে এই দুই গাছি কেশ ছিল।

বীর। দেখি—দেখি। ওঃ কি দীর্ঘ কেশ ! আচ্ছা যাও কিঙ্কর।

[কিঙ্করের প্রস্থান

সখা ! এ কন্যাদ্বয়ের সন্ধান করা ত আমাদের উচিত। এরা আমাদের জীবন রক্ষা ক'রেছে।

চিত্র। তা' খুব উচিত।

বীর। চল তবে ছদ্মবেশে তা'দের দেখে আসি। তা'রপর তা'দের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যা'বে।

চিত্র। যেমন অভিরুচি তোমার।

[উভয়ের প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

ধনরাজের বাটীর কক্ষ।

ধনরাজ ও লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মী। দেখ্‌লে ত, দেখ্‌লে ত! আর মেয়েদের কিছু ব'ল না। তুমি ওদের বনবাসে দিলে—ওরা বনে থেকে, দেবতাকে তুষ্ট ক'রে তোমার দুর্দ্দিন ঘুচিয়ে দিলে। তা'রপর সোণার ঘাড়মোড়া নিয়ে যখন বাছারা বাড়ী ফিরে এল, তখনও তুমি চোর ব'লে তা'দের বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে চাইলে। শাকের ক্ষেত্রে বাছারা সোণার তাল কুড়িয়ে পেলে, আর তুমি কিনা বল—ওরা রাজা পাত্তর মেরে সোণার ঘাড়্‌মোড়া চুরী ক'রে এনেছে?

ধন। আরে ছাই—তখন আমি কি তা' জানি?

লক্ষ্মী। তখন না জেনে থাক, এখন জান। ঘাড়্‌মোড়া পেয়েও বাছারা নিতে চায়নি। তবে দেবতার দেওয়া জিনিস ব'লেই

বাছারা নিয়েছে। আর নিয়েছে যে তোমারই জন্যে। তা'রপর, রাজারা মৃগয়া ক'র্‌তে এসে, খেতে জল পায় না, তেষ্টায় তা'দের ছাতি ফেটে যাচ্ছে, তা'দের লোক জন এখানে জল নিতে এল, তখন তুমি একবারে বেঁউরে উঠ্‌লে—ব'ল্‌লে রাজার লোক তোমায় ধ'র্‌তে আস্‌ছে।

ধন। আর ধ'র্‌লেই বা কি কর্‌তুম্‌ বল?

লক্ষ্মী। কেন ধ'র্‌বে? দোষে থাকি, তবে ত ধ'র্‌বে—নইলে কে ধরে—কে এক কথা বলে? তুমি সতীর পতি, মেয়েরা আমার সতী-কন্যে—দেবতার আশীর্ব্বাদে কে আমাদের এক কথা বলে? তবে আপন দোষে আপনি দোষী হও, তা'র ওপর আর কথা নেই।

ধন। ইস্‌—আজ যে খুব লম্বা লম্বা কথা শুন্‌ছি, ব্যাপার কি?

লক্ষ্মী। আজ বল্‌বার দিন পেয়েছি—তাই বল্‌ছি। তুমি মেয়ে দুটোকে বনবাসে দিলে, তা'ও সয়েছি; মেয়েরা ঘরে এল—নাপিত্‌ ডাকিয়ে তা'দের ন'খ কাটালুম্‌, কাপুড়ে ডেকে কাপড় দিলুম্‌, স্যাক্‌রা ডেকে গয়না দিলুম্‌—তোমায় লুকিয়ে লুকিয়ে আমায় সব ক'র্‌তে হ'ল, আমি তা'ও সয়েছি। কিন্তু বাছাদের চোর অপবাদ আমি সহ্যি ক'র্‌তে পারিনি, পারবও না। যা' হোক্‌, সে অপবাদ তা'দের ঘুচেছে। তাই আমার এ আনন্দ—সেই আনন্দে আমার মুখে এত কথা শুন্‌তে পেলে—বুঝেছ?

[প্রস্থান

ধন। তাই ত ব্রাহ্মণী হ'ল কি—এ যে একবারে পণ্ডিত হ'য়ে পড়্‌ল

দেখ্‌ছি। তা' হ'বে, তা' হ'বে—সময়ে অমন হয়। সময়ের গুণে আমিও যেমন আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ—ব্রাহ্মণীও তেমনি সরস্বতী ঠাকুরুণ। তা' বেশ হ'য়েছে, তা' বেশ হ'য়েছে।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

উম্‌নো। বাবা।

ধন। কি মা?

উম্‌নো। রাজবাড়ী থেকে তোমায় ডাক্‌তে এসেছে। যাও, যাও চট্‌পট্‌ যাও।

ধন। এঃ—ভ্যালা রাজার পাল্লায় পড়া গেল ত? একবার ত জল নিয়ে গেল, এবার আবার কি?

ঝুম্‌নো। না বাবা, ইনি মৃগয়া করা রাজা ন'ন—ইনি দেশের রাজা।

ধন। দেশের রাজা—কি সর্ব্বনাশ! রাজ বাড়ীতে আমার ত কখন' ডাক্ পড়েনি—আজ এ ফ্যাঁসাদ কেন? একটা চুরী ঝুরির দাবী নয় ত? তোদের ঐ সোণার ঘাড়্‌মোড়ার জন্যেই ত আমার সদাই ভয়।

ঝুম্‌নো। বাবা, এখনও তোমার অবিশ্বাস! দেখ বাবা, দেবতার দেওয়া জিনিসে অবিশ্বাস ক'র্‌তে নেই—তা' হ'লে অমঙ্গল হয়।

উম্‌নো। হ্যাঁ বাবা, আমরা কি তোমার শত্তুর? আমরা বিদেয় হ'লে কি তুমি খুসী হও বাবা?

ধন। রাম বল, রাম বল। বলি তা' নয়, তা' নয়। ভাব্‌ছি, এমন সময়ে রাজবাড়ী থেকে ডাক্ এল কেন? সেই ভাব্‌নাতেই ত এমন কাহিল হ'য়ে পড়েছি।

উম্‌নো। ভাবনা কি বাবা? রাজার মাতৃশ্রাদ্ধ, তোমায় গিয়ে শ্রাদ্ধ কর্ম্ম করা'তে হ'বে। তা'তে আর ভাবনা কি বাবা? যাও, যাও—রাজ বাড়ী যাও বাবা।

ধন। বলিস্ কিরে—রাজ বাড়ীতে আমি শ্রাদ্ধ করা'ব কিরে? আমি না জানি মন্তর, না জানি তন্তর। মূর্খ ব্রাহ্মণ আমি, শাস্তর ফাস্তর জানি না, আমি রাজার বাড়ী শ্রাদ্ধ করা'ব কিরে? এই দ্যাখ্—কি একটা বিপদ ঘ'ট্‌ল আবার!

ঝুম্‌নো। কোন বিপদের ভয় নেই বাবা। তুমি স্বচ্ছন্দে যাও। দেশে ব্রাহ্মণ না পেয়ে রাজা তোমায় পুরোহিত পদে বরণ কর্‌বেন! তুমি যাও, কোঁটা কেটে জোড় প'রে তুমি স্বচ্ছন্দে যাও, কোন বিঘ্ন হ'বে না। আমরা বর্ত্ত ক'র্‌তে ব'স্‌লুম। দেবতার নামে, দেবতার বরে তুমি এক বাক্য ব'ল্‌তে দশ বাক্য ব'ল্‌বে। সরস্বতী তোমার কণ্ঠে ব'স্‌বেন। রাশি রাশি শ্লোক তুমি ব'ল্‌তে পার্‌বে। যাও বাবা যাও, রাজার মাতৃ-শ্রাদ্ধ করিয়ে তুমি ঐশ্বর্য্য নিয়ে ঘরে ফিরে এস।

ধন। তোরা যখন বল্‌ছিস্, তখন না হয় যাই। এখন, তোদের কথা শোনাই মঙ্গল।

ঝুনুনো। হ্যাঁ, যাও বাবা। চল, ঠাকুরের আশীর্ব্বাদী ফুল তোমার উত্তরীতে বেঁধে দিইগে।

[সকলের প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

শিবির।

বীরবাহু ও চিত্রসেন।

বীর। সখা, কি বল, কুমারীদ্বয় সুন্দরী বটে!

চিত্র। হ'বে।

বীর। হ'বে কিহে—তোমার চ'খ ছিল কোথায়?

চিত্র। কাছেই। তবে লুকিয়ে সুন্দরী দেখায় আমার চ'খ তেমন অভ্যস্ত নয়। এই জন্যে হয় ত একটু গোলমাল হ'য়ে গেছে। তা' দেখ সখা, তুমি যখন ব'লছ, তা'রা সুন্দরী, তখন তা'রা নিশ্চয়ই সুন্দরী, কুৎসিতা হ'লেও সুন্দরী। তৃষ্ণার জল যা'রা মুখে তুলে দিয়েছে, তা'রা কি কখন অসুন্দরী হ'তে পারে? কি বল সখা, কি বল?

বীর। সখা কি রহস্য ক'র্‌ছ?

চিত্র। সাধ্য কি? তবে কি জান সখা, রাজা রাজড়ার ভাব স্বতন্ত্র। এই তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে—ধাঁ ক'রে বৈরাগ্য এসে প'ড়ল, তা'রপর জল মিলে গেল, তৃষ্ণা মিটে গেল, তখন খোঁজ্—কে সুন্দরী জল দিলে? সুন্দরীও দেখা, আর প্রেম-সাগরেও ঝাঁপিয়ে পড়া। খেয়াল না থাক্‌লে রাজা হওয়া যায় না, রাজা হওয়া চলে না—কি বল সখা, কি বল?

বীর। ভৎর্সনা ক'র্‌ছ সখা?

চিত্র। তাই কি বুঝ্‌লে? তা' বুঝে থাক বুঝেছ—বেশ ক'রেছ।

কিন্তু সখা হঠাৎ এমন হ'য়ে পড়্লে কেন বল দেখি? বেশ দেখে, না কেশ দেখে? কেশ ত নয়, যেন আড়াই হেতে কাল চামর? কিন্তু একটা কথা—তুমি একটীকে আবার আমার স্কন্ধে চাপাবার যোগাড় ক'র্‌ছ কেন? দুটীকেই রাজান্তঃপুরে স্থান দিলেই ত বেশ শোভন হ'ত!

বীর: এক যাত্রায় কি পৃথক্ ফল হওয়া উচিত সখা?

চিত্র। হুঁ, সেটা একটা নীতি বটে!

বীর। আচ্ছা সখা, ব্রাহ্মণ এখনও আস্‌ছে না কেন? আমার অনুরোধ ঠিক্ তা'র কাছে পৌঁছেছে ত?

চিত্র। উঃ—সখা ভয়ঙ্কর অধীর হ'য়ে প'ড়্‌ছ যে! কিন্তু অধীরতায় আপনাকে আপনি ভুলে যেও না। কথাটা ইঙ্গীতে বুঝে নিও।

বীর। হ্যাঁ—হ্যাঁ আমি রাজা, আমার এতটা অধীর হওয়া উচিত নয়—এই কথা ব'ল্‌ছ ত সখা? তা' তা' তা'র যে আর উপায় নেই। প্রেম বাধা মানে না—সে যে এক বিপদ সখা।

চিত্র। তা'ত বটেই। সে কথা ত আমি বলেইছি। তা' অধীর হ'বার আবশ্যক নেই। ব্রাহ্মণ দেশওয়ালী রাজার বাড়ী শ্রাদ্ধ করা'তে গেছেন। কার্য্য শেষ হ'লেই তিনি এখানে আস্‌বেন্। ততক্ষণ না হয় এস সখা, ঐ কেশেরই গুণ বর্ণনা করা যা'ক।

কাদম্বিনী লাজ পায় হেরিয়া সে কেশ—

বীর। 'খুব এক হাত নিচ্ছ সখা। ভাল দেখা যা'বে—ঘরণী এলে, সোণার বরণ দেখে কেমন তাঁ'র চরণের পোকা না হও।

চিত্র। ততটা হ'বার আমার আশঙ্কা নাই। কারণ, আমি পর্ব্বতের আড়ালে আছি। যা'ক্ সখা, তোমার অধীরতার আর কারণ নাই—ব্রাহ্মণ ঐ এসে প'ড়েছেন।

[ধনরাজের প্রবেশ

ধন। জয় হ'ক্, জয় হ'ক্।

বীর। আসুন, আসুন।

চিত্র। বসুন, বসুন।

ধণ। (স্বগতঃ) ওঃ এ ক'দিন কা'র মুখ দেখেই সকালে ওটা যাচ্ছে—কেবল রাজা রাজড়া নিয়েই কাণ্ড চল্‌ছে! রাজ-বাড়ীতে শ্রাদ্ধ করা'তে গেলুম, তা' বেশী যে কিছু পেলুম্ তা' নয়। মাত্র দু কপ্‌টে চাল ডাল। তা'ত বাড়ীর পিছনে ফেলেই দিয়েছিলুম। ব্রাহ্মণী তা কুড়িয়ে এনে দেখে দু কপ্‌টে সোণা। তা'রপর আবার রাজসভায় গেলুম্। রাজা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে, কি পেলে ব্রাহ্মণ? দিলুম এক শোলোক ঝেড়ে। বল্‌লুম্ রাজশ্রী যা'র তরুচ্ছায়া, তার আবার অভাব কিসের? মহারাণীর সঙ্গে কথা ক'য়ে রাজা আমায় হাতী দিলেন, ঘোড়া দিলেন আর ধন রত্ন ত দিলেনই। এক রাজা ছেড়ে আবার আর এক রাজার ডাক্; দেখি এখানে আবার কি হয়।

বীর। আপনাকে একটু অন্যমনস্ক দেখ্‌ছি—পথশ্রমে কাতর হ'য়েছেন কি?

ধন। কিছু না, কিছু না। গৃহস্থ মানুষের আবার শ্রমাশ্রম কি? আপনি বলুন্, বলুন্—কি অভিপ্রায়ে আমাকে আহ্বান ক'রেছেন? আপনার কার্য্য আমি প্রাণ দিয়ে ক'র্‌ব।

চিত্র। খুব কথাই ত আপনি বল্‌লেন্! বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের প্রাণ নিয়ে একটা বিপদে পড়া যা'ক্ আর কি! তা'র চেয়ে আপনি এক কাজ করুন। শুনেছি, আপনার অবিবাহিতা কন্যা আছে—তা'—তা' আপনি রাজ-শ্বশুর হ'ন না কেন।

[ধনরাজ বসিয়া পড়িল

বীর। বসুন্, বসুন্—স্থির হ'ন—স্থির হ'ন।

[বীরবাহু একখানা পাখা আনিয়া ধনরাজকে বাতাস করিতে লাগিলেন]

ধন। আপনি ব্যস্ত হ'বেন না—আমার তেমন কিছুই হয় নি।

চিত্র। তথাপি আপনি অতিথি।

বীর। কন্যার বিবাহের কথা যদি আপনার মনকষ্টের কারণ হয়, তা' হ'লে সে প্রস্তাব আমরা পরিহার কর্‌ছি। আপনি সুস্থ হ'ন, সুস্থ হ'ন।

ধন। আমি অসুস্থ হ'য়েছি, মহারাজ, পীড়ায় নয়—আনন্দে। দীন হীন ব্রাহ্মণ আমি, আমার কন্যা রাজরাণী হ'বে শুনে আনন্দে আমি আত্মহারা হ'য়ে প'ড়েছি। যা' স্বপ্নের অগোচর, যা' কখনও মনেও ভাব্‌তে পারিনি, তাই আজ অযাচিতভাবে পা'বার আশা পেয়ে আর কি স্থির থাকৃতে পারি মহারাজ? তা'ই আমার মাথা ট'লে গেছে—আমি অস্থির হ'য়ে প'ড়েছি, অশান্ত হ'য়ে প'ড়েছি।

চিত্র। তা' হ'লে আপনি সম্মত?

ধন। সম্মত! অমৃতে অসাধ কা'র?

চিত্র। তবে আপনি যান্, দিন ক্ষণ স্থির করুন্। অথবা দিন ক্ষণেরই বা প্রয়োজন কি? ভগবানের নাম স্মরণ ক'রে অদ্য রজনীতেই বিবাহ কার্য্য সমাধা হ'ক্ না কেন?

বীর। সখা, অধীরতাটা এখন কা'র অধিক?

চিত্র। তোমারই জন্য সখা।

ধন। আজ রাত্রেই!—ভাল তা'ই হ'ক্। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি।

বীর। হাঁ—হাঁ—তাই করুন। আপনি যা'ন, উদ্যোগ করুন। আপনার দুই কন্যা। জ্যেষ্ঠা, রাজরাণী হ'বে, কনিষ্ঠা, আমার অভিন্ন-হৃদয় সখা চিত্রসেনের জীবন-সঙ্গিনী হ'বে। যা'ন, যা'ন—আপনি বিবাহের ব্যবস্থা করুন গে। বেলাও ত প্রায় প'ড়ে এল।

ধন। এই যাই। ধন্য ভগবান, তুমি যা'র প্রতি সদয় হও, তখন তা'র এমনিই হয়।

[প্রস্থান

চিত্র। বলি, সখা, মৃগয়াটা হ'ল কেমন?

বীর। ভয়ঙ্কর! এখন যাও, কন্যা আ'ন্‌বার্ ব্যবস্থা কর গে। কুলপ্রথা মত বিবাহ ত করা চাই।

চিত্র। নিশ্চয়—কিন্তু ঘটক বিদায়ের ব্যবস্থা কি?

বীর। কাণা কড়ি,—তাই তোমার পক্ষে যথেষ্ট।

চিত্র। কেন—তোমায় দু' কথা শুনিয়ে দিয়েছিলুম্ ব'লে? তা' সখা তোমার মুখের ভাব দেখে, মন বুঝে ত সব সাম্‌লে নিয়ে নিজেকেও তোমার পথের পথিক ক'র্‌লুম। কিন্তু জেন সখা, এ পথের পথিক হ'য়েছি—স্বেচ্ছায় নয়—সহানুভূতিতে।

বীর। তুমি খেলোয়াড়—কাণা কড়িতেও খেল্‌তে পার বটে!

চিত্র। তা' না হ'লে রাজরাজেশ্বর আমার সখা হয়!

[উভয়ে হাস্য করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

বৃক্ষতল।

সময়—প্রাতঃকাল। বালক বালিকাগণ ছুটোছুটি করিতেছে।

১ম বা। আর ছুটোছুটি খে'ল্‌ব না ভাই। ব'সে ব'সে ইকিড়্ মিকিড়্ খেলি আয়।

২য় বালক। আচ্ছা ভাই তাই, আচ্ছা ভাই।

[সকলে উপবেশন করিল ও ইকিড়্ মিকিড়্ খেলিতে লাগিল]

(

ইকিড়্ মিকিড়্ চাম্ চিকিড়্-
চামের কোটা মজুম্‌দার;
ধেয়ে এল দামোদর।

দামুদারের হাঁড়ি কুঁড়ি,—
গোয়ালে ব'সে চাল্ কাঁড়ি,
চাল কাঁড়্তে হ'ল বেলা,
ভাত্ খাওসে বোনাই শালা।
ভাতে প'ড়্ল মাছি,
কোদাল দিয়ে চাঁচি।
কোদাল হ'ল ভোঁতা,
খাও কামারের মাথা।

প্র বা। না ভাই এ খেলা ভাল লাগ্ছে না। এ কেমন মেয়েলি মেয়েলি খেলা। তা'র চেয়ে "খোস্তা খানা দেনা" খেলি আয়।

দ্বি বা। তবে "নুন কোট" খ্যাল্ ভাই।

দ্বি বা। না ভাই, মেয়ে ছেলে বুঝি অত দৌড়ুতে পারে?

প্র বা। চল্ ভাই আমরা তবে বাড়ী যাই। না হয় উম্নো ঝুম্নো দিদির বরেদের কাছে যাই চল্। সেখানে বেশ দশ পঁচিশ—খেল্ব। যদি জিতি, তা' হ'লে উম্নো দিদির বর মুক্তো দেবে আর যদি হারি, তা' হ'লে ঝুম্নো দিদির বর মাণিক দেবে।

দ্বি বা। তাই চল্, তাই চল্। সেখানে জিত্লেও—জিত্, হা'র্লেও জিত্।

প্র বা। আচ্ছা ভাই, আজ ক'দিনই বা—উম্নো ঝুম্নো দিদিদের বে' হ'য়েছে, আর তা'দের বর আমাদের কত কি জিনিস দিলে বল্ দেখি ভাই?

দ্বি বা। তা' দেবে না—ত'ারা যে সব রাজা লোক। রাজারাই ত ঐ সব দেয়।

প্র বা। হ্যাঁ দেয়—সবাই বুঝি দেয়—তোর যেমন বুদ্ধি! ওরা আমাদের ভালবাসে, তাই আমাদের দেয়—বুঝ্লি?

প্র বা। শুধু দিদিদের বরই বুঝি আমাদের ভালবাসে? আর খুড়ী মা ভালবাসে না বুঝি? আচ্ছা, আচ্ছা, খুড়ীমাকে গিয়ে আমি সব কথা ব'লে দিচ্ছি।

প্র বা। না ভাই, অমি কি তা' বল্‌ছি, আমি কি তা' বল্‌ছি?

তৃ বা। আচ্ছা য'াক্ ভাই, কা'র কিছু বলাবলিতে আর কাজ নেই। তা' হ'লে আপনাআপনি ঝগড়া হ'য়ে যা'বে।

চতু বা। তা'র চেয়ে এক কাজ করি আয়। দিদিদের বরেদের ব'লে এই গুরু মশায়ের পাঠশালাটা বন্ধ ক'রে দেবার চেষ্টা করি আয়। তা' হ'লে বে'শ মজা হ'বে। আর পাঠশালে যেতে হ'বে না।

তৃ বা। হারাধনের আচ্ছা বুদ্ধি ত? আচ্ছা ভাই, তাই করি আয়।

প্র বা। হুঁ, ভারী বুদ্ধি কিনা? লেখা পড়া না কর্‌লে বুঝি বেটা ছেলেদের মান্যি গণ্যি হয়? কথায় বলে—

লেখা পড়া করে যেই,
হাতী ঘোড়া চড়ে সেই।

চতু বা। দূর্ দূর্ দূর্—তা'র চেয়ে বল্—

লেখা পড়া যেই করে,
খেটে খেটে সেই মরে।

প্র বা। তুই ভারী জানিস্ কিনা। চল্ দেখি দিদিদের বরের কাছে—তা'রা যা' ব'লবে, তা'ই হ'বে।

বা গণ। আচ্ছা তাই চল্, তাই চল্।

[সকলের প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

ধনরাজের কক্ষ।

ধনরাজ ও লক্ষ্মীমণি।

লক্ষ্মী। কেমন, আমি ব'লেছিলুম্, আমার মেয়েরা বড় সহজ ভাগ্যবতী নয়! তা' এখন মিলিয়ে পেলে?

ধন। কতক কতক বটে।

লক্ষ্মী। কতক, কতক! তোমায় কি আর বল্ব! তোমার ঘর ছিল না, ঘর হ'ল, দোর ছিল না, দোর হ'ল; অন্ন, বস্ত্র যা' কিছু—সবই মেয়ে দুটোর ইতুপূজোর ফলে। এখন রাজার ঐশ্বয্যি, রাজা জামাই, খ্যাতি, প্রতিপত্তি কি না হ'য়েছে? আবার বল "কতক"! দেখ্ছি তোমার আশা অফুরন্ত।

ধন। আরে দাঁড়াও গিন্নি দাঁড়াও—ধোপে টেঁকুক্ আগে। মেয়ে দুটো ভুতুড়ে বিদ্যে শিখে এসে এ সব কীর্ত্তি ক'রছে কি না—

তাই বা কে জানে! ভুতুড়ে বিয়ে হয়, ত দিন কত পরেই এই ঘর দোর টাকা কড়ি সব কাক-বিষ্ঠে হ'য়ে যা'বে, হাঁ। পূজো, ফুজো, মন্তর টন্তর আমি ও সব মানি না। মেয়েদের দেখাদেখি তুমিও ঐ সব আরম্ভ ক'রেছ দেখ্‌ছি। তোমাদের এখন সময় ভাল, ধূলোমুটো ধ'চ্ছ, সোণা মুটো হ'চ্ছে—তাই কিছু বল্‌ছি না। একটু এদিক ওদিক হ'লেই হেঁতাল ঘুরিয়ে তোমাদের মাথা ভাংব—তা'ও যেন মনে থাকে।

লক্ষ্মী। তা' ভাঙ্গ, ভাংবে। কিন্তু ইতুপূজোর কথা তুমি অমন তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ক'র না। তা' হ'লে আমাদের সর্ব্বনাশ হ'য়ে যা'বে।

ধন। আচ্ছা, দেখা যা'বে। ভাল কথা মনে প'ড়েছে। হ্যাঁগা গিন্নি, তোমার জামাইরা নাকি এখন তোমার মেয়েদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বন্ধ ক'রেছে। মেয়ে দুটোর সাধ্য সাধনাতেও নাকি তাঁ'রা কথা ক'ন্ না, খান্ না দান্ না—রাত্ দিন "গোঁসা ঘরে" প'ড়ে আছেন! ব্যাপারখানা কি?

লক্ষ্মী। ব্যাপার যাই হ'ক—তোমার সে কথায় কথা কইবার দরকার নেই। মেয়ে জামাই যেমন বুঝ্‌বে, তেমনি ক'র্‌বে। তা'তে আমরা কথা কইলে তা'দের মনান্তর আরও বা'ড়্‌বে—বুঝ্‌লে? তবে তুমি সেখানে গিয়ে একবার তা'দের খবরটা নিয়ে এস।

ধন। আমি আর সেখানে গিয়ে কি ক'র্‌ব বল? তা'রা হ'ল রাজা রাজড়া জামাই—আমি হলুম্ গরীব শশুর। আমি কি সেখানে পাত্তা পাই?

লক্ষ্মী। • তা' আমি যা'ব নাকি? জামাই বাড়ীতে যাওয়া, জামায়ের সঙ্গে কথা কওয়ার পদ্ধতি ত এখনও আমি শিখিনি। তা' হ'লে না হয় যেতুম্।

ধন। বলি, জামাই দুটো বিগ্‌ড়ল নাকি?

লক্ষ্মী। তোমার বুদ্ধি আর কি? তুমি যাও, যাও।

ধন। আচ্ছা যাই।

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। তাইত, জামাইদের হ'ল কি? এতদিন তা'রা বেশ হাস্‌ত, বেশ কথা কইত। আজ কদিন ধ'রে তা'রা এমন কচ্ছে কেন? বিবাদ বিসম্বাদ হ'ল নাকি? নাঃ—আমার মেয়েরা ত ঝগড়াটে আদৌ নয়। ভাবনার কথা বটে। ভগবানের মনে কি আছে, কে জানে!

[প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

শিবির মধ্যস্থ কোষাগার।

বীরবাহু পালঙ্কের উপর শয়ন করিয়া আছেন। উম্নো তাঁহার পদতলে বসিয়া পদসেবা করিতেছে।

উম্নো। দাসী কি অপরাধ করেছে নাথ, যে তা'র প্রতি তুমি এত নির্দয়! অপরাধ ক'রে থাকি, দণ্ড দাও, ঘাড় পেতে ল'ব।

কিন্তু হৃদয়বল্লভ, তোমার বিমর্ষভাব দেখ্‌তে পা'র্‌ব না। ওঠ, ওঠ। কথা কও।

[বীরবাহু উঠিয়া বসিলেন

বল নাথ, বল, কি অপরাধে অপরাধিনা আমি ? মৌন কেন জীবিতনাথ ?

বীর। অপরাধ তোমার নয়—অপরাধ আমার। তাই আত্মবিহ্বল হয়েছি, তাই মৌনাবলম্বন ক'রেছি। দেখ্‌লেম্‌ নদীর এক পারে গাভী, অন্য পারে বৎসতরী হাম্বারবে নদীকূল আলোড়িত ক'রে তুলেছে। মধ্যে নদী। গাভী বৎসের কাছে আস্‌তে পা'র্‌ছে না, বৎসও গাভীর নিকটে আস্‌তে পা'র্‌ছে না। তা'দের পরস্পরের কি করুণ আহ্বান! আমরাও ত আমাদের জননী ছেড়ে, জন্মভূমি ছেড়ে সুদূর প্রবাসে প'ড়ে রয়েছি। আমাদের জননী ত এইরূপ ব্যাকুলা হ'য়ে আমাদের স্মরণ ক'র্‌ছেন!

উন্মনো। এই কথা! আঃ বুক থেকে পাষাণ নেমে গেল! প্রবাস আর ভাল লাগ্‌ছে না—এখন আবাসে ফিরে যেতে চাও নাথ? একথা না বল্‌লে আমি কেমন ক'রে বুঝ্‌ব, স্বামিন?

বীর। লজ্জার অনুরোধে সে কথা আর বল্‌তে পারিনি।

উন্মনো। তাই ব'লে অধিনীকে পায়ে ঠেলে দেবে!

বীর। না—না—তা' নয়—তা' নয়। দেশে ফিরে যা'বার প্রবল ইচ্ছা হয়েছে—তাই মনটা এমন ধারা নীরস হ'য়ে প'ড়েছে। সেই মৃগয়া ক'র্‌তে বা'র হ'য়েছি—তা'রপর বিবাহ ক'রে তোমাদের নিয়েই সুখে স্বচ্ছন্দে আছি। কৈ মা'র কথাত

এতদিন মনে পড়েনি! মা যে কি অবস্থায় আছেন, তা'ত একবার ভাব্‌বারও অবসর পাইনি! আমিও কুসন্তান, আমার সখাও কুসন্তান। সুখোন্মত্ত হ'য়ে যা'রা গর্ভধারিণীকে ভুলে থাকৃতে পারে—তা'রা কুসন্তান নয় ত কি? এখন দেশে ফিরে যেতে চাই—মার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠ্‌ছে।

উম্‌নো। সে ত খুব ভাল কথা। আমরাও আমাদের শাশুড়ী ঠাকুরাণীদের দেখিনি, আমাদেরও ত তাঁ'দের দেখ্‌বার সাধ হয়। তাই চল স্বামিন, তাই চল। আমাদের সংসার আমরা ক'র্‌ব, আমরাই বা এখানে চিরদিন প'ড়ে থাকৃব কেন?

বীর। বেশ—তোমার কথা শুনে অতিশয় সন্তুষ্ট হ'লেম্। স্বামী-গৃহের প্রতি স্ত্রীলোকের এম্‌নি মায়া, এমনি টানই ত কুল-বতীর লক্ষণ!

উম্‌নো। এখন ওঠ, স্নান কর পূজাহ্নিক কর, খাও, দাও, তা'রপর যাত্রার ব্যবস্থা কর। এর জন্যে আর আহার নিদ্রা ত্যাগ করা কেন?

বীর। (হাসিতে হাসিতে) রোগে—না হ'লে স্ত্রীলোক বশ হয় না যে।

[প্রস্থান

উম্‌নো। আমি রাজরাণী—স্বামী সোহাগিনী—

[ঝুম্‌নোর প্রবেশ

ঝুম্‌নো। দিদি! বাবা এসেছেন?

উম্‌নো। এসেছেন—বেশ হ'য়েছে। হ্যাঁরে হাস্‌ছিস্ যে!

ঝুম্‌নো। রাজা যে উঠে বড় স্নানে গেলেন? তোমাদের মিট্‌মাট্‌ হ'য়ে গেছে বুঝি?

উম্‌নো। আর তোদের এখনও ঝগড়া চল্‌ছে নাকি? তা' আর হ'তে হয় না। তা' হ'লে হাস্‌তে হাস্‌তে তোকে আর এখানে আস্‌তে হয় না। ব্যাপারটা কি বল্‌ দেখি?

ঝুম্‌নো। ব্যাপার আর কি—অতি তুচ্ছ। কর্ত্তার দেশে ফিরে যা'বার ইচ্ছা হ'য়েছে—তাই অভিমান ক'রে শয্যা নিয়েছিলেন।

উম্‌নো। বলিস্‌ কিরে—এঁরও যে তাই! এঁরা তবে যা' করেন—দু'জনে পরামর্শ ক'রে করেন বটে!

ঝুম্‌নো। তা' আর একবার বল্‌তে। তা' না হ'লে আর বন্ধুত্ব কি?

উম্‌নো। আর আমরা মরি ভেবে।

ঝুম্‌নো। স্ত্রীলোককে ত ভাব্‌তেই হয়—আমরা যে গৃহিণী। আবার আমরা যে দাসানুদাসী।

উম্‌নো। কবে যা'বার দিন স্থির হ'য়েছে, শুনেছিস্‌?

ঝুম্‌নো। রাজা সেই কথাই ওঁকে বল্‌ছেন—আর আমি তোমার কাছে এসেছি। এখন চল, বাবা ব'সে আছেন।

উম্‌নো। চল্‌—যা'বার কথা বাবাকেও একবার বল্‌তে হ'বে ত?

ঝুম্‌নো। বাবা শুনেছেন।

উম্‌নো। ভালই হয়েছে—কাজ হাল্‌কা ক'রে রেখেছিস্‌। চল্‌ তবে। মা'র কাছে কখন যাবি?

ঝুম্‌নো। এঁদের খাওয়া হ'লে?

উম্‌নো। সেই বেশ—তবে চল্‌।

[উভয়ের প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

ধনরাজের বাটির প্রাঙ্গণ।

ধনরাজ লক্ষ্মীমণির সহিত কথা কহিতে কহিতে প্রবেশ করিল।

ধন। তাইত মেয়ে দুটো শশুর ঘরে চ'ল্‌ল। এতদিন কাছে কাছে ছিল—সে এক রকম থাকা গিছ্‌ল।

লক্ষ্মী। তোমায় আর ন্যাকামীর নাকিস্থর তুল্‌তে হ'বে না। বনবাসে দিতে পেরেছিলে, আর শশুর ঘরে পাঠাতে পার না!

ধন। ওগো ঠাকৃরুণ সে একদিন, আর এ একদিন।

লক্ষ্মী। প্রাণ কাঁ'দ্‌ছে আমার, তোমার কি বল? তবু আমি চ'খের জল ফেলিনি—ফেল্‌বও না—পাছে বাছাদের অকল্যাণ হয়।

ধন। চুপ্ কর, চুপ্ কর—ঐ উম্‌নো ঝুম্‌নো আস্‌ছে।

লক্ষ্মী। আস্‌ছে আস্‌ছে—এস মা, এস।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

ধন। এস মা, এস।

[উম্‌নো ও ঝুম্‌নো মাতা পিতাকে প্রণাম করিল। ধনরাজ ও লক্ষ্মীমণি তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিল]

উম্‌নো। মা, আমরা আসি তবে?

লক্ষ্মী। এখনই মা এখনই? একটু বস্‌বিনি মা?

[ঝুম্‌নো চক্ষে হস্ত দিল

এই মায়াটে বেটি ঝুম্‌নো। কাঁদিস্ কেন মা! জন্ম জন্ম ঐ শশুর ঘরই কর্ মা। কাঁদ্‌তে আছে কি মা? তোরা কাঁদ্‌লে, আমি কেমন ক'রে চুপ্ ক'রে থাক্‌ব!

ধন। তোরা ত শ্বশুর ঘরে ঘর কর্‌তে চল্‌লি। আমাদের মাঝে মাঝে মনে কর্‌বি ত মা?

উম্‌নো। বাপ মাকে আবার কে কবে ভুলে থাকে বাবা?

ধন। আহা!—মাগো! হ্যাঁ মা তোর সঙ্গে কি দিব মা?

উম্‌নো। ঝুম্‌নো কি নিবি রে?

ঝুম্‌নো। আমি আর কি নেব। ইতু পূজোর ভাঁড় ক'টা আমায় দিও বাবা, আমি তাই কাঁকালে ক'রে নিয়ে যা'ব। তুমিও ত তাই নেবে দিদি?

উম্‌নো। দূর্—আমি কি এখন তা' পারি? আমি এখন রাজরাণী—ইতু পূজোর ভাঁড়্ কি আমি কাঁকালে নিতে পারি? তা' হ'লে লোকে বল্‌বে কি? ইতুপূজোর মন্তর বল্‌তে গেলে লোকে বল্‌বে—রাণী বুঝি ডাইনি—তাই বিড়ির্ বিড়ির্ ক'রে কি মন্তর আওড়াচ্ছে।

ধন। তবে তুই কি নিবি মা?

উম্‌নো। ভাল খাবার দাবার পাও ত সঙ্গে দিও—আবার কি দেবে!

ধন। আচ্ছা।

[প্রস্থান

ঝুম্‌নো। দিদি, তুই ইতু পূজোর ভাঁড় নিবি না?

উম্‌নো। দূর দূর দূর! আমি রাজরাণী—পান চিব'ব মচর্ মচর্, ছিপ্

ফে'লব পচর্ পচর্, দোলায় যা'ব হচর্ হচর্, আমার কি ভাঁড় কাঁকালে নেওয়া সাজে!

ঝুম্নো। তুই বলিস্ কি দিদি! ইতুঠাকুর যে আমাদের সর্ব্বস্ব।

উম্নো। তা'—তুই যেমন বুঝিস্ তেম্নি কর্, আমি যেমন বুঝি তেম্নি করি।

[ধনরাজ আসিয়া ইতুপূজার ভাঁড় ঝুম্নোর হস্তে দিল। ঝুম্নো ভক্তিভাবে তাহা গ্রহণ করিল]

ধন। তোর খাবার দাবার সব দোলায় তুলে দিয়ে এসেছি উম্নো। রাজা এসে প'ড়েছেন—বাইরে অপেক্ষা ক'র্ছেন। চল্, আর বিলম্ব ক'রে কাজ নেই। চিত্র ভারী তাড়া দিচ্ছে। হ্যাঁ—ওগো ব্রাহ্মণী, জামাইরা তোমায় প্রণাম ক'রেছে।

লক্ষ্মী। দীর্ঘায়ু হ'ক্ তা'রা, মনের সুখে থাকুক্ তা'রা।

[নেপথ্যে ভেরীধ্বনি হইল

উম্নো। ঐ যাত্রার সঙ্কেত। তবে আসি মা, আসি।

[প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ

ঝুম্নো। মা, বাবা আসি তবে।

[প্রণাম ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণ

লক্ষ্মী। মাঝে মাঝে সংবাদ দিস্ মা, সংবাদ নিস্ মা।

[একখানা দোলা ও একখানি পাল্‌কী প্রাঙ্গণে আসিল। উম্‌নো দোলায় উঠিল, ঝুম্‌নো পালকীতে বসিল]

ধন ও লক্ষ্মী। দুর্গা—দুর্গা।—



চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন উদ্যান-বাটিকা।

সময় অপরাহ্ণ—বীরবাহু পরিক্রমণ করিতেছেন। উন্মনো আসিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইল।

উন্মনো। মনটা এত ভার ভার কেন মহারাজ ?

বীর। মনের গতি সকল সময়ে কি এক রকম থাকে ? তুমি এখানে ?

উন্মনো। তোমার সন্ধানে নাথ।

বীর। তুমি যাও, তুমি যাও—আমি এখনই আসছি।

উন্মনো। (গীত।)

আসি আসি ব'লে যেও না।
আস ব'লে তুমি আস না॥
আশা-পথে চেয়ে রই,
মরমে যাতনা সই,
বারেকের তরে তবু তুমি আস না।
অধিনী যে পাগলিনী তা'ত ভাব না॥

বীর। থাক্—সেই চির-পুরাতন কথা, সেই চির-পুরাতন ক্রন্দনের সুর, সেই চির-পুরাতন কাব্য। ও গান আর ভাল লাগে না। তুমি গীত গান ভুলে গেছ, অথবা গীত গান শোনবার আমার আর প্রাণ নেই, হৃদয় নেই। আমি বুঝি অবসাদে অবসন্ন, বুক বুঝি ভেঙ্গে গেছে। যাও, যাও তুমি যাও। রাজরাণী অন্তঃপুরে যাও।

উম্নো। প্রাণেশ, আজ একি ভাবান্তর! দাসী কি কোন গুরুতর অপরাধ ক'রেছে? তোমার সে স্নেহ, সে প্রেম, সে সোহাগ এক লহমায় কোন্ অতীতের শূন্য-গর্ভে বিলীন হ'ল জীবিতেশ্বর? আমি এত সাধ, এত আশা ল'য়ে তোমার চরণ সেবা ক'র্তে তোমার দ্বারে ভিখারিণীর মত এলেম্, আর তুমি প্রভু, আমায় দীনাহীনা দেখে আশা থেকে বঞ্চিতা ক'র্ছ? আমি কি অপরাধ ক'রেছি দেবতা?

বীর। না—না—তুমি আমার কথা ঠিক্ বুঝ্তে পারনি। তোমায় আমি কোন রূঢ় কথা বলিনি—বল্তে পারি না। তুমি আমার আদরিণী-জীবন-সঙ্গিনী। যাও, যাও তুমি অন্তঃপুরে যাও। আমি এখন চিন্তাভারে প্রপীড়িত—একটু নিরালায় থাক্তে চাই, একটু নির্জ্জনে নীরবে থাক্তে দাও।

উম্নো। যদি যেতে বল্লে তবে আর থাক্ব কেমন ক'রে? কিন্তু দারুণ ব্যথিত হৃদয়ে চল্লেম্ নাথ!

[প্রস্থান

বীর। নিরাশার অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছি। কেন এমন হ'ল! কিসে এমন হ'ল! রাজৈশ্বর্য্যের মাঝখানে এসে কি দরিদ্রা সহধর্ম্মিণীকে

ভুলে যাচ্ছি ? না, তা'ত নয় ! আমার সেই প্রেম, সেই স্নেহ, সেই হৃদয় সব আছে ; কিন্তু কি যেন কি একটা নাই— সেটা যেন বিস্মৃতি-সাগরে ডুবে গেছে। কে জানে সেটা কি !

[চিত্রসেনের প্রবেশ

বীর। এস সখা, এস—তোমারই প্রতীক্ষায় হেথায় অপেক্ষা ক'র্‌ছি।

চিত্র। তোমার আহ্বানে আমিও ছুটে আস্‌ছি সখা ?

বীর। এসেছ, ভাল ক'রেছ। আচ্ছা সখা, তুমি আমায় বুঝিয়ে দিতে পার, কেন এমন হয়, কেন এমন হ'ল ?

চিত্র। কি সখা কি ?

বীর। এই—রাজরাণীর চতুর্দ্দোল যে দিক দিয়ে এল, সে দিকে মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রক্তবৃষ্টি হ'ল, গৃহে গৃহে অগ্নিশিখা উঠ্‌ল, গৃহদাহ হ'ল, গৃহে গৃহে ক্রন্দনধ্বনি উঠ্‌ল। আর তোমার পতিব্রতা পত্নী যে দিক দিয়ে এল, সে দিকে গৃহে গৃহে দোল দুর্গোৎসব, বিবাহ, উপবীত, চূড়াকরণ প্রভৃতি হ'ল, পুষ্পবৃষ্টি হ'তে লাগ্‌ল, বসুধা শস্যশ্যামলা হ'ল, গৃহে গৃহে আনন্দ ধ্বনি উঠ্‌ল। একদিকের লোক রাজরাণীকে অলক্ষ্মী ব'লে অভিশপ্তা ক'র্‌লে, অন্য দিকের লোক তোমার সহধর্ম্মিণীকে— রাজরাণীর সখীকে লক্ষ্মী ব'লে অভিভাষণ ক'র্‌লে। সখা, ব'ল্‌তে পার, কেন এমন হয়, কেন এমন হ'ল ?

চিত্র। ও সকল কথা মনেই আন্‌তে নেই সখা ! ও সব চ'খের ভুল, কাণের ভুল !

বীর। সাস্ত্বনা ক'র্‌ছ সখা—তা'র আবশ্যকতা নেই। শোন, আরও শোন। বিবাহিতা পত্নী নিয়ে বাড়ী ফির্‌লেম্; রাজ-মাতা রাজ-বধূকে বরণ ক'র্‌তে এলেন—বধূর দৃষ্টিতে স্বর্ণ রৌপ্য সব লৌহ হ'য়ে গেল। আর তোমার জননী যখন তাঁ'র গৃহলক্ষ্মীকে বরণ ক'রে ঘরে তুল্লেন, তখন কাংস্য, লৌহ, স্বর্ণ হ'য়ে গেল। তুমি আমায় কেমন ক'রে শান্ত কর্‌বে সখা, কি সান্ত্বনা দিতে পার সখা ? আমি রাজরাজেশ্বর হ'য়েও ভাগ্যহীন—কেন না অলক্ষ্মী আমার সংসারে প্রবেশ ক'রেছে ; আর তুমি ভাগ্যবান্, কারণ ভাগ্যবতী রমণী তোমার গৃহ আলোকিত ক'রেছে। সত্য বল সখা, আমার কথা সত্য কিনা ?

চিত্র। সে কথা পরে বিবেচনা ক'রে না হয় বলা যা'বে। এখন, তুমি স্থির হও। উদ্বিগ্ন হ'লে, ধৈর্য্য হারা'লে কার্য্যহানি হ'বে। ভগবান্ তোমায় পরীক্ষা ক'র্‌ছেন—সাবধান সখা বিচলিত হ'য়ো না। প্রাজ্ঞ তুমি—অবশ্যই পরীক্ষোত্তীর্ণ হ'বে।

বীর। বন্ধুর সেই প্রিয় স্তোক-বাক্য। ভাল, বন্ধুত্বের অনুরোধে, ভালবাসার অত্যাচারে সেই স্তোক-বাক্য আপাততঃ গ্রাহ্য ক'র্‌তে হ'ল। কিন্তু সখা, ধৈর্য্যেরও সীমা আছে। সে সীমা অতিক্রম ক'র্‌লে অনুরোধ উপেক্ষিত হ'বে। রাজশক্তি, অত্যাচারের প্রতিবিধান ক'র্‌বে।

[উভয়ের প্রস্থান

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কক্ষ।

[গীত গায়িতে গায়িতে ঝুম্‌নোর প্রবেশ]

(গীত)

আমি চলি ফিরি ব'লে সে যেমন,
আমার সার যে সেই চরণ।
সে কাঁদালে আমি কাঁদি,
হাসা'লে সে আমি হাসি,
আমার কিছু নয়ক আমার,
সব করেছি সমর্পণ।
সে—থাক্‌না কেন যেথায় থাকে,
আসে ছুটে আমার ডাকে,
দীন দুখিনী আমি ব'লে
সে করে গো যতন।

[চিত্রসেনের প্রবেশ

(সলাজে) তুমি এর মধ্যে এলে ?

চিত্র। ডাকের চোটে! আঃ—এমন গোলযোগেও মানুষে পড়ে গা! বাড়ী থেকে বার হ'তে না হ'তেই চেঁচাচেঁচি, ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকি! চরণ ফরণ যা' তা' ব'লে গাল

মন্দ। আমি এইবার চ'লে যা'ব ; যে দিকে দু' চক্ষু নিয়ে যা'বে, সেই দিকে চ'লে যা'ব। দেখি তোমার ডাকাডাকিতে আর কে আসে !

[লজ্জাবতী ঝুম্‌নো মৃদু হাস্য করিয়া চিত্রসেনের হস্ত ধরিল। চিত্রসেন সস্নেহে তাহাকে বামপার্শ্বে স্থান দিলেন]

ঝুম্‌নো। তুমিই আস্‌বে।

চিত্র। আমিই আসব—আমার হার, তোমার জিত্‌!

ঝুম্‌নো। মহারাজ ডেকেছিলেন কেন ?

চিত্র। মণ্ডা খেতে—তুমি খা'বে ?

ঝুম্‌নো। বল না, বল না।

চিত্র। তোমার দিদির কথা ব'ল্‌তে। সে কথা তোমার শুনে কাজ নেই।

ঝুম্‌নো। তুমি না বল্‌লেও আমি বুঝেছি। যে দিন দিদি ইতুভাঁড় ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, সেই দিনই আমি বুঝেছিলেম্‌, দিদির কপালে দারুণ দুঃখ আছে। আমি ভেবে আকুল হ'য়েছি— দিদির কি হ'বে, কি হ'বে !

চিত্র। তুমি আবার তা'কে ইতুপূজা করাও না কেন ?

ঝুম্‌নো। সে কি তা' শোনে ? বল্‌লে হাসে—আর বলে, রাজরাণী কি ডাইনির মত বিড়ির্‌ বিড়ির্‌ ক'রে মন্তর পড়ে ?

চিত্র। বটে ! তবে ত রোগ বড় কঠিন ! সখা, তাই এমন ক্ষেপে উঠেছে, বটে ! আচ্ছা, ঝুম্‌, তুমি একবার ইতুভাঁড় ফেলে দিয়ে দেখ দেখি, আমি ঐ রকম ক্ষেপে উঠি কি না ?

ঝুম্‌নো। শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। অমন কথা ব'ল না, অমন কথা মুখে এন না।

চিত্র। বাপ্‌রে—যেন পণ্ডিতের টোল্ ব'সে গেল। তোমার সাত্ রাজার ধন এক মাণিক যেন কেউ কেড়ে নিলে, যেন হারিয়ে গেল, যেন আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। যেন—যেন—

[ঝুম্‌নো চিত্রসেনের মুখ চাপিয়া ধরিল

(অস্পষ্টভাবে) হুঁম্ হুঁম্ আর বল্‌ব না, আর বল্‌ব না। ছাড় ছাড়, দম বন্ধ হ'য়ে গেল।

[ঝুম্‌নো হস্ত সরাইয়া লইল

আঃ—বাঁচ্‌লেম, প্রাণ বেরিয়ে গেছল' আর কি!

ঝুম্‌নো। আবার!

চিত্র। এঁ্যা—তুমি আমায় চ'খ রাঙ্গাচ্ছ? তবে আমি এই চল্লুম্।

[প্রস্থানোদ্যত। ঝুম্‌নো তাহাতে বাধা দিল

ঝুম্‌নো। তুমি আমায় কাঁদাও কেন?

চিত্র। তুমি কাঁদ কেন—হাস্‌লেই ত হাস্‌তে পার।

ঝুম্‌নো। তুমি না হাসা'লে, তুমি না হাস্‌লে আমি হাসি কেমন ক'রে?

চিত্র। ঐ করুণ কোমল দৃষ্টিতে, ঐ শান্তোজ্জ্বল রূপ মাধুরীতে, ঐ শান্তি-তটিনী বিধৌত বচন-বেলাভূমে আমি আপনাকে হারিয়ে ফেলি। তুমি উষা-দীপ্তা, নবীন রাগে রঞ্জিতা প্রেমোদ্ভাসিতা ফুল্লকমলিনী; আর আমি কোমলতা শূন্য, কাঠিন্যপূর্ণ স্বার্থপর শিলীমুখ। তুমি আমার গৃহে, আমার সংসারে কি শান্তিলাভ ক'র্‌বে ললনে?

ঝুম্‌নো। অনন্ত শান্তি, অনন্ত সুখ, অনন্ত প্রেম। আর কি চাই প্রিয়তম? তোমার চরণে আমি স্থান পেয়েছি, তোমার চরণ-সেবায় আমি সেবাধিকারিণী হ'য়েছি, তুমি আমার ইহলোক ও পরলোকের দেবতা; তুমি স্বামী, তুমি গুরু; আমি দাসী, অনুগতা শিষ্যা; ইহা অপেক্ষা সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য স্ত্রীলোকের আর কি আছে প্রভো?

চিত্র। তুমি নারীরত্ন।

ঝুম্‌নো। আমি তোমার দাসী—চরণ-সেবিকা।

[প্রস্থান

চিত্র। অদ্ভুত প্রেম, অদ্ভুত ভক্তি, অদ্ভুত সরলতা আর অদ্ভুত চরিত্র। কিন্তু সখা-পত্নী ত এই নারীরত্নের সহোদরা! সে এমন নয় কেন? সে যেন একটু দাম্ভিকা। কিন্তু স্বামী ভক্তিতে তা'র ত কার্পণ্য নাই। তবে সখা তা'র প্রতি এমন বিরূপ কেন? অথবা এই অদৃষ্ট ফল। যাই হ'ক, সখা যা'তে সুখী হয়, রাজরাণী যা'তে সখার সুদৃষ্টিতে পড়ে' তা'র চেষ্টা আমায় ক'র্‌তেই হ'বে। দেখি কতদূর কি ক'র্‌তে পারি।

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পথ।

(নাগরিকগণ)

প্র না। বলি, হ্যাঁরে জীব্‌নে, তুই হ'লি কি? রাত্‌দিন তুই যে বায়ে বায়ে নেশা ভাং খেয়ে বেড়াস্, তোর সংসার চালায় কে বল্ দেখি? তোর মা আমার কাছে কত কান্নাই কান্‌ছিল।

দ্বি না। দাদা, ও সব কথা ছেড়ে দাও, ও সব কথা ছেড়ে দাও। মেয়ে মানুষে কি না বলে—তা'তে কি আর কাণ দিতে হয়?

তৃ না। তা' না হয় নাই দেওয়া গেল। কিন্তু তোর ছোট ছেলেটা সে দিন যে ম'ল, তুই তা'রে একবার দেখ্‌লি না পর্য্যন্ত। বাবা বাবা ক'রে তা'র আত্মাপাখী খাঁচা ছাড়া হ'ল, তুই একবার ঘরে উঁকিটী মার্‌লিনি! হ্যাঁরে নচ্ছার, আমরা সে রাতে যদি বাড়ী না থাক্‌তেম্, তা' হ'লে কি হ'ত বল্ দেখি? ছেলেটা যে বা'স্ মড়া হ'ত! তুই বাপ্‌ না শত্তুর্?

দ্বি না। যেতে দাও দাদা, যেতে দাও। যা' হ'বার তা' হ'য়ে গেছে। এবার দেখ' দাদা—বড় ছেলেটার যদি কিছু ভাল মন্দ হয়, তা' হ'লে ঘরে থাকি কি না। মাইরি বল্‌ছি ভাই, আর বাড়ী থেকে বেরুব না। নেশা ভাংএর দর আগুন হ'য়ে গেছে—আর বাড়ী ছাড়া হ'য়ে লাভ কি বল?

তৃ না। থাম্ বেহায়া থাম্। কথার ছিরি দেখ। হাঁ হে, রামলোচন দেশের দশা হ'ল কি? ধান চাল ত এবার জন্মালই না,

তার ওপর ঘরে আগুন, মড়ক। হ্যাঁ হে ভায়া, দেশের দশা হ'বে কি ?

চ না। শুধু কি তাই। একবার রাজবাড়ীর দিকে চেয়ে দেখ না। হাতীশালে হাতী ম'র্‌ছে, ঘোড়াশালে ঘোড়া ম'র্‌ছে, ধন দৌলত ডাকাতে লুটে নে যাচ্ছে। রাজা যেন হতভম্ব হ'য়ে ব'সে আছে। রাজা নিজের দিকেও চায় না, প্রজার দিকেও চেয়ে দেখে না। চল্ ভাই চল্, এ রাজ্য ছেড়ে রাজ্যান্তরে চ'লে যাই। এত কষ্ট সহ্য ক'রে, প্রাণটা হাতে ক'রে কেমন ক'রে আর এখানে বাস করি বল ?

দ্বি না। এই বোঝ বাবা। আমিই না হয় নেশা ভাং করি, ঘর দোর দেখি না—আমি না হয় লক্ষ্মীছাড়া, কিন্তু রাজা রাজড়ার বেলা কি ব'ল্‌বে চাঁদ।

চ না। মিছে নয়—রাজাও উচ্ছন্ন গেছে, রাজ্যও উচ্ছন্ন গেছে। ঐ আলক্ষ্মী রাজরাণী রাজ্যে পা দিতে না দিতেই রাজ্যের এমন সর্ব্বনাশ হ'ল।

তৃ না। কিন্তু দেখ দেখি, পাত্তর মশায়ের সংসারের দিকে চেয়ে। সংসার যেন উথ্‌লে উঠ্‌ছে। মা আমাদের লক্ষ্মী ঠাকৃরুণ। দু' হাতে ধন বিলুচ্ছেন, ধান বিলুচ্ছেন—সেই জন্যে এখনও রাজ্যিটা বজায় আছে, প্রজা বেঁচে আছে। নইলে এতদিনে সব নিঝাড় হ'য়ে যে'ত।

প্র না। যা'ক, যা'ক্ ভাই—আমরা গরীব প্রজা—রাজা রাজড়ার কথায় থেকে আবার কি শূলে যা'ব ভাই! ও সব কথায় কাজ নেই। তা'র চেয়ে আমাদের দুখ্‌খু কষ্ট রাজা মশাইকে

জানাইগে চল্। আমাদের দুখ্‌খু কষ্ট শুন্‌লে তিনি কি আর চুপ্‌ ক'রে থাক্‌বেন্‌?

তৃ না। সেই ভাল, সেই ভাল, চল।

দ্বি না। যেতে চাচ্ছ চল—মোদ্দাৎ সেখানে কিছু হ'বে না—তা' আমি গোড়া থেকেই ব'লে দিচ্ছি। রাজা মশায়ের প্রায় আমারই দশা। তফাৎ এই—আমি নেশা ক'রে উচ্ছন্নে গেছি, আর তিনি বিয়ে ক'রে গোল্লায় গেছেন।

সকলে। এই—এই—চুপ্‌—চুপ্‌।

[সকলের প্রস্থান

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ধনরাজের জীর্ণ কুটীর।

লক্ষ্মীমণি শতগ্রন্থি বিশিষ্টা বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়িতা। ধনরাজ রুক্ষকেশে, মলিনবেশে লক্ষ্মীমণির পার্শ্বে দণ্ডায়মান।

ধন। ওগো শুন্‌ছ গা—বলি শুন্‌ছ। কিছু গুঁড়োগাঁড়া থাকে ত দাও্‌না। বাজার হাট্‌ ক'রে নে আসি। বাকড়ের জ্বালায় যে জ্বলে মলুম্‌ গো।

[লক্ষ্মীমণি উঠিয়া বসিল

শুন্‌ছ গা শুন্‌ছ? কথা কওনা যে!

লক্ষ্মী। কি আর শু'ন্‌ব, কি আর কথা কইব? তুমি সর্ব্বনাশ ক'রে ব'সে আছ। ইতুঠাকুরের কোপে প'ড়ে তুমি গোল্লায় গেলে একেবারে। ব্রতের ফলে পাওয়া ছেলে তোমার বংশ দুলাল-দুলালের মুখও চাইলে না তুমি। নিজ বুদ্ধি দোষে, নিজ কর্ম্ম দোষে তুমি দীনের দীন হ'য়েছে, আর ছেলেটাকেও হীনের হীন ক'রেছ। তোমায় আর কি বল্‌ব, তোমায় কিছু ব'ল্‌তে হ'লে আমার মরা ভিন্ন আর উপায় থাকে না। মরার বিলম্বও আর বড় বেশী নেই।

ধন। বা—আমার কি অপরাধ? তোমার ইতুঠাকুরই ত তোমার সর্ব্বনাশ কর্‌লে।

[লক্ষ্মীমণি উঠিয়া দাঁড়াইল

রাত্‌ বিরেতে সেই ত এসে মারধর ক'রে, হাঁড়ী কুঁড়ি ভেঙ্গে দেয়। আমার কি দোষ? টাকা কড়ি সবই ত তোমার ইতুঠাকুর কেড়ে নিলে। আবার বল, আমার দোষ?

লক্ষ্মী। না, দোষ তোমার নয়—দোষ আমার অদৃষ্টের। ছেলেটার যে দিন বে, সে দিন তোমরা বর নিয়ে বেরিয়ে গেলে; আর আমি ইতুপূজা কর্‌তে বস্‌লুম্। গেরোর ফের, ছেলে আমার ঝাঁতি নে যেতে ভুলে গেছ্‌ল। তুমি ঝাঁতি নিতে ঘরে এলে—তখন আমি পূজা কচ্চি, তোমার ডাকাডাকি, হাঁকাহাঁকিতে আমি কথা কইলুম্ না!

ধন। তাই আমি রেগে হ্যাঁতাল্‌ মেরে তোমার ইতুভাঁড় ভেঙ্গে দিলুম্। তা'তে কি হ'ল—মানুষের শরীর—কাজের সময় কাজ না পেলে রাগ হ'বে না। তা'তে আর হ'য়েছে কি?

লক্ষ্মী। • বিশেষ আর হ'বে কি—সেইদিন থেকে। আমরা ঠাকুরের কোপে প'ড়েছি ; যে দারিদ্দির, সেই দারিদ্দির হ'য়েছি। আর হ'বে কি ?

ধন। ওঃ—তবে ত তিনি ভারী ঠাকুর। মানুষেরও যেমন রাগ, ঠাকুরেরও যদি তেম্‌নি রাগ হয়, ঠাকুরও যদি প্রতিহিংসা নেয়, তবে সে আবার ঠাকুর কিসের ? ঠাকুর—ঠাকুর—চাল কলা খাবার যম্। অমন ঠাকুর আমি ঢের দেখেছি। চাল্ কলা খেতে পেলে, মাখম মিছ্‌রি, সর মালাই খেতে পেলে আমিও অমন ঠাকুর হ'তে পারি। ওঃ—উনি ঠাকুর দেখাচ্ছেন !

লক্ষ্মী। এখনও তোমার চেতনা হয় নি ?

ধন। চেত্‌ব আবার কিসে ? ঠাকুর যদি আমাদের দুখ্‌খু কষ্ট দেখে একটু "আহা উহুও" ক'র্‌ত, তবে বুঝ্‌তুম্ ঠাকুর। ঠাকুরের দয়া কৈ, ঠাকুরের ক্ষমা কৈ, যে আমি ঠাকুর মা'ন্‌ব ? যে খেতে দেবে, যে আদর ক'র্‌বে, যে বিপদ থেকে বাঁচা'বে, সে মানুষ হ'লেও আমি তা'কে বরং ঠাকুর বল্‌ব, কিন্তু এমন চাল কলা খেকো গোঁয়ার গোবিন্দকে আর ঠাকুর বল্‌ছি না—তা' যত কষ্টই পাই না কেন—হাঁ।

লক্ষ্মী। ওগো দেবলীলা তুমি বোঝ না।

ধন। বুঝেও আর কাজ নেই। গল্ গল্ ক'রে বকিয়ে ত ক্ষিদে বাড়িয়ে দিলে। মাটীতে পোঁতা টোঁতা কোথাও কিছু থাকে ত ছাড় না এখন—পেট্‌টাকে ঠাণ্ডা করি। পেটের আমার বড় জ্বালা গো বড় জ্বালা। বলি, হ্যাঁগা তোমার কি

ও সব জ্বালা টালা নেই ? তুমি চুপ্ ক'রে আছ কেমন করে গো ?

লক্ষ্মী। থাকলেই আর কি ক'র্‌ব বল ? হাতে যখন কড়ি নেই, তখন দাঁতে দাঁত্ দিয়ে পড়ে থাকা ভিন্ন আর উপায় কি ? তা' তুমি এক কাজ কর না। মেয়েদের কাছে একবার যাওনা। আমাদের দুর্দ্দশার কথা শুন্‌লে তা'রা কি আর চুপ্ ক'রে থাক্‌বে ? যাও না, যাও না, সেখানে একবার যাও না। সংসার যে অচল হ'য়ে পড়্‌ল !

ধন। তা' বটেই ত—অচল হ'লই ত। কিন্তু আমিও যে অচল হ'য়ে প'ড়েছি—ক্ষুধার জ্বালায়। আগে বরং ভিক্ষে শিক্ষে ক'রে এক রকম চালা'তে পার্‌তুম্। কিন্তু দুদিন সুখের মুখ দেখে সে পথেও কাঁটা পড়েছে। তাই ত—এ যে একুল ওকুল দুকুল গেল !

লক্ষ্মী। তুমি যাও না, যাও না—মেয়েদের কাছে যাও না। তা'রা একটা যা' হয় উপায় ক'রে দেবে অখন ?

ধন। আরে তুমি ত ব'ল্‌লে যেতে—আমি যাই কেমন ক'রে—যাই কি খেয়ে। ক্ষিদে নিয়ে কি আর নড়্‌তে পারি ?

লক্ষ্মী। গাছের ফল মূল খেয়ে যাও। এখানে প'ড়ে প'ড়ে শুকিয়ে শুকিয়ে শুধু শুধু প্রাণটা যা'বে কেন ?

ধন। এ্যাঁ—প্রাণটা যা'বে—ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণটা যা'বে !—তবে না হয় বেরিয়ে পড়ি, তবে না হয় বেরিয়ে পড়ি। তুমি সাবধানে থেক, তুমি সাবধানে থেক। ছেলেটা কোথায় গেল আবার। হাঁ, তা'কেও একটু দে'খো শুনো। আমি

তবে একবার ঘুরে আসি, আমি তবে একবার মেয়ে দুটোর কাছে থেকে ঘুরে আসি। কি বল—এ্যা ?

লক্ষ্মী। হ্যাঁ—হ্যাঁ—তাই এস।

[ধনরাজের প্রস্থান

বাঁচ্‌লেম্। মেয়েদের কাছে গেলে তবু ওঁর প্রাণটা ত বাঁচ্‌বে। ছেলেটাকেও সঙ্গে পাঠিয়ে দিলে হ'ত। আমি মরি ক্ষতি নেই—কিন্তু স্বামী পুত্রের গায়ে আঁচ্ না লাগে।

[ভূ-শয্যায় শয়ন

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

বীরবাহু সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট। সভাসদ্‌গণ স্থিরভাবে বসিয়া আছেন।

বীর। বৈতালিকের স্তুতিগান বন্ধ ক'রে দিয়েছি—ভাল লাগে না ব'লে। আর সভাসদ্‌গণ তোমাদেরও বিদায় দিচ্ছি—একটু নির্জ্জনে চিন্তা ক'রব ব'লে। রাজ্যময় অশান্তি তাণ্ডব নৃত্য কর্‌ছে—সে নৃত্য প্রতিরোধের আমি কোন উপায় স্থির ক'র্‌তে পার্‌ছি না, দুর্ভিক্ষের প্রতীকার ক'র্‌তে পার্‌ছি না, দস্যু তস্করের প্রতি উপযুক্ত দণ্ডবিধানের ব্যবস্থা কর্‌তে

পারছি না। রাজ্যে বড় দুঃসময় এসেছে। প্রজারা বলছে রাণীই তা'র মূল কারণ। প্রজারঞ্জনার্থে সে কারণের মূলোচ্ছেদ ক'রতে আমি কৃতসঙ্কল্প। আমায় নির্জ্জনে থাকতে দাও, নির্জ্জনে ভাবতে দাও। তোমরা বিদায় গ্রহণ কর।

[রাজাকে অভিবাদন করিতে করিতে সভাসদ্‌গণের প্রস্থান

এই ত সংসার—এই ত রাজ্য-সুখ! একজন সামান্য প্রজা যে সুখের, যে শান্তির অধিকারী, আমার তা'তেও অধিকার নেই। এমনই ভাগ্যহীন আমি—রাজোচিত কর্ত্তব্য পালনের এমনই কঠিন বিধান। এখন ইচ্ছা হয়, একজন দীনহীন প্রজার সুখশান্তির সঙ্গে আমার রাজপদের বিনিময় করি। হায় অদৃষ্ট!

[চিত্রসেনের গম্ভীরভাবে প্রবেশ

চিত্র। রাজন্!

বীর। কে—চিত্রসেন—এস। তুমি সমস্তই শুনেছ?

চিত্র। শুনেছি।

বীর। কোন উপায় স্থির ক'রেছ? মৌন কেন, উত্তর দাও।

চিত্র। কি উপায় স্থির ক'রতে পারি রাজন্?

বীর। উত্তম!—আমি উপায় স্থির ক'রেছি। না ক'রে আর থাকতে পারা গেল না। তুমি সমস্ত কথা শোননি বোধ হয়। তাই এখনও স্থির হ'য়ে আছ। রাজ্যে অশান্তির কথা ছেড়ে দাও—এখন—

চিত্র। আমি সমস্ত অবগত।

বীর। না—না—তুমি সমস্ত অবগত নও। শোন। আমার পরমান্ন খেতে ইচ্ছা হ'য়েছিল। মাকে প্রস্তুত ক'র্‌তে ব'ল্‌লেম্। মা বল্‌লেন সুসময়ে যা' পেটে সয়নি, অসময়ে কি তা সইবে বাছা? যা' হ'ক্ তিনি পরমান্ন প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রে রেখে তোমার বাড়ী চ'লে গেলেন—ফুলবড়ি দিতে। আমি ও রাণী পাশা খে'ল্‌তে বস্‌লেম্। আকাশে এক ঝল্‌কা রক্ত বৃষ্টি হ'য়ে গেল, আগুনের হল্‌কা ছুটল। তথাপি আমি স্থির হ'য়ে ব'সে পাশা খেল্‌তে লাগ্‌লেম্। শুন্‌ছ, শুন্‌ছ—কাঁপ্‌ছ যে!

চিত্র। না—কাঁপিনি ত।

বীর। আচ্ছা!—তা'রপর রাণী হাই তুল্লেন—আমার গোঁফ, দাড়ি জ্বলে গেল। এই দেখনা—সত্য কি রহস্য—এই দেখনা। দর্পণে মুখ দেখে আমি দুঃখিত হ'লেম্—লজ্জিত হলেম্। খেলা বন্ধ হ'য়ে গেল। রাণীকে পরমান্ন আন্‌তে বল্লেম্। আবরণ খুলে দেখি—পাত্র রক্ত পূর্ণ—ভস্মাবশেষে কলুষিত।

চিত্র। তুমি কি বল্‌ছ সখা?

বীর। সত্য বল্‌ছি, স্বরূপ বল্‌ছি। তা'রপর মা এলেন। মা এসে পাত্র স্পর্শ করতেই যেমন পরমান্ন, তেমনি হ'ল। এখন বল দেখি, এমন পিশাচিনীর সঙ্গে আর একত্রে বাস করি কেমন ক'রে? এই হতভাগিনীর জন্য আমার রাজ্য নষ্ট হ'তে ব'সেছে—আমি স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হ'বার আশঙ্কা করছি। বল তুমি, এর প্রতিবিধান করা উচিত কিনা?

চিত্র। আমি কিছুই স্থির কর্‌তে পার্‌ছি না।

বীর। তুমি পার নি—পার্‌বেও না। কিন্তু আমি স্থির ক’রেছি। তুমি কেবল আমায় একটু সাহায্য কর—বল সেটাও পার্‌বে কি না?

চিত্র। আমায় কি ক’র্‌তে হ’বে?

বীর। বল্‌ছি। কিন্তু তা’র পূর্ব্বে বল দেখি—এ ব্যাপারটা কি? তুমিও মৃগয়া করতে গিয়ে একটা বনবাসিনীকে বিবাহ ক’রে আন্‌লে আর আমিও সেই বনে সেইরূপ একটা বনবাসিনী বিবাহ ক’রে আন্‌লেম্। তা’রা দুইজনেই সহোদরা। কিন্তু তোমার ভাগ্যে এত সুখ, এত সম্পদ, আর আমার ভাগ্যে এত দুঃখ, এত যন্ত্রণা, এত অশান্তি কেন?

চিত্র। শুনেছি সখা—

বীর। যা’ক্ আর কোন কথা শুন্‌তে ইচ্ছা নেই, কোন কথা শুন্‌তে চাইও না। এইমাত্র বুঝেছি—রাণী অলক্ষ্মী।

চিত্র। না সখা—তা নয়—

বীর। কোন অনুরোধ ক’র না—কর্‌লে তা’ উপেক্ষিত হ’বে। আমার স্ত্রীপুত্রকে বধ কর, বধ কর—তুমি স্বহস্তে তা’দের বধ কর। তোমার উপর আমার এই আদেশ। যাও, তাদের তপ্তশোণিত এনে আমাকে দেখাও—তবে আমি তৃপ্ত হ’ব, স্থির হ’ব।

[চিত্রসেন কম্পিত কলেবরে বসিয়া পড়িল

যাও, যাও কাপুরুষ হ’য়ো না, কার্য্য হন্তা হ’য়ো না।

চিত্র। সখা!—

বীর। কোন কথা শুন্‌তে প্রস্তুত নই। নারীবধে, শিশুবধে পাতক বিবেচনা ক'র্‌ছ—কিন্তু এ নারী নয়, পিশাচিনী। আর সে পিশাচিনী পুত্র। প্রজারঞ্জনার্থে শ্রীরামচন্দ্র, সতীশিরোমণি নিরপরাধিনী সীতাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসে দিতে পেরেছিলেন, আর আমি পিশাচিনী, পিশাচিনী-পুত্রের রক্ত দর্শন ক'র্‌তে পারি না? পিশাচিনী জগতে থাক্‌লে জগতের প্রভূত অনিষ্ট হ'বে। যাও, যাও, তা'দের বধ ক'রে আমার রাজ্য রক্ষা কর, আমায় রক্ষা কর, জগৎ সংসারের মঙ্গল-বিধান কর।

চিত্র। এক অনুরোধ—

বীর। কোন অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। বহু অনুরোধ রক্ষা ক'রেছি। কিন্তু এখন, ধৈর্য্য আমার সীমা অতিক্রম ক'রেছে। আর কা'র অনুরোধ রক্ষা ক'র্‌তে পা'র্‌ব না। তুমি যাও, কর্ত্তব্য-পালনে বিমুখ হ'য়ো না। তা' হ'লে আমায় অন্য জনের উপর এ কার্য্যের ভারার্পণ ক'র্‌তে হ'বে। কিন্তু তা'তে তোমারও মঙ্গল হ'বে না। আমি কর্ত্তব্য-পালনে দৃঢ় সঙ্কল্প।

চিত্র। তোমার কথায় আমি কখনও অবজ্ঞা প্রদর্শন ক'র্‌তে পারি নে—আজও পার্‌লেম্ না। কিন্তু সেই কারণে কি আমার প্রতি এই অত্যাচারটা বন্ধুত্বের নিদর্শন? চ'ল্লেম্ সখা, চ'ল্লেম্—ঘাতক হ'তে চ'ল্লেম্।

[প্রস্থান

বীর। উঁদার—কোমল-হৃদয় সখা আমায় তিরস্কার ক'রে গেল। যা'ক্। কিন্তু রাজমহিষীর, রাজকুমারের বধভার সখা ভিন্ন আর কা'র উপরে ন্যস্ত করা যেতে পারে!

[প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

দুর্ভিক্ষ পীড়িত প্রজাবৃন্দ আর্ত্তনাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। কয়েকজন লোক কয়েকটা শবদেহ টানিয়া আনিয়া একটা গহ্বরের মধ্যে ফেলিয়া দিল। কয়েকজন নাগরিক আপনাপন দ্রব্যসম্ভার লইয়া ভীত ত্রস্ত ভাবে ছুটিয়া পলাইল। দস্যু তস্করেরা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিল।

(ভিক্ষাজীবিগণের প্রবেশ ও গীত)

ইতুপূজায় ক'রে হেলা,
এ দেশ এখন অন্নহীন ;
অন্ন বিনা ছন্নছাড়া
সবাই এখন দীনের দীন।
পাপের তাপের শুকিয়েছে জল,

গাছে গাছে নাইক সে ফল,
হাটে বাটে উঠে কেবল
দীনের রোদন ক্ষীণ ;
কে মুছা'বে কাহার আঁখি
এখন যে কুদিন।
ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল গেছে,
পুণ্যদেশে আর কি আছে,
কি সুখে আর বাঁ'চব বল
আমরা যে গো দীন,
মরণ হ'লে বাঁচ্‌ব প্রভু
শুধ্‌ব তোমার ঋণ।

[গায়িতে গায়িতে প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

চিত্রসেনের কক্ষ।

চিত্রসেন পালঙ্কোপরি শয়িত। ঝুম্‌নো পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে।

ঝুম্‌নো। অধীর হ'য়ো না, শান্ত হও। আমি তা'র উপায় স্থির ক'রেছি। তুমি ওঠ, ওঠ।

চিত্র। না, আর আমি উঠ্‌ব না। এই শয্যাই যেন আমার মৃত্যু-শয্যা হয়—এ শয্যা থেকে যেন আর আমাকে উঠ্‌তে না হয়।

ঝুম্‌নো। ছি, তুমি কি বল্‌ছ?

চিত্র। প্রাণের জ্বালায় বল্‌ছি, নারীবধ ক'র্‌তে হ'বে, শিশুবধ ক'র্‌তে হ'বে ব'লে বল্‌ছি, তোমার ভগিনীকে ভগিনীপুত্রকে হত্যা ক'র্‌তে হ'বে ব'লে বল্‌ছি, বন্ধুপত্নীর বন্ধুপুত্রের ছিন্ন মস্তক দর্শন ক'র্‌তে হ'বে ব'লে বল্‌ছি, ছিন্ন মস্তকের তপ্ত শোণিত রাজসমীপে—সখা সমীপে নিয়ে যেতে হ'বে ব'লে বল্‌ছি। এখন বুঝেছ, আমার অবস্থা কি? হয় আমাকে ম'র্‌তে হ'বে, না হয় আমায় উন্মাদ হ'তে হ'বে। বুঝেছ, আমার অবস্থা বুঝেছ?

ঝুম্‌নো। বুঝেছি—বুঝেছি ব'লেই তা'র উপায় স্থির ক'রেছি, তুমি ওঠ, আমার কথা শোন, স্থির হও, শান্ত হও।

[চিত্রসেন উঠিয়া বসিল

চিত্র। স্থির হ'ব, শান্ত হ'ব—আচ্ছা, না হয় হ'লেম্। কিন্তু তুমি কি উপায় ক'র্‌বে? রাজাদেশ, বন্ধুর অনুরোধ। তুমি কি উপায় ক'র্‌বে, তুমি কি উপায় ক'র্‌বে?

ঝুম্‌নো। উপায় ক'রেছি। দেখ্‌ছ না, ভগিনীর, ভগিনী পুত্রের হত্যার কথা শুনে, আমি একটুও বিচলিত হইনি, স্বামীর কাতরতা দেখেও স্থির হ'য়ে আছি। যাঁদের রক্ত চাই—তাদের রক্ত এনে দিচ্ছি—দাঁড়াও।

[বেগে প্রস্থান

চিত্র। ঝুম্—ঝুম্! একি,—ঝুম্ কি উন্মাদিনী হ'ল? কি হ'ল, কি হ'ল। ঐ যে রক্তাক্ত দেহে ছুটে আস্ছে। কি ভীষণ! —কি বিভীষিকা।

[রক্তাক্ত দেহে ও রক্তপূর্ণ পাত্র হস্তে ঝুম্নোর প্রবেশ

ঝুম্নো। এই নাও—এই নাও। যাও, রাজসমীপে নিয়ে যাও। বিলম্ব কোরো না, যাও, যাও রক্ত শীতল হ'য়ে যা'বে।

চিত্র। ওঃ—আর সহ্য ক'র্‌তে পারি না। তুমি হত্যাকারিণী, তুমি হত্যাকারিণী! হায়, হায় আমি কেন রাজরাণীকে রাজপুত্রকে সঙ্গে ক'রে এখানে নিয়ে এসেছিলেম।

ঝুম্নো। যাও, যাও—কথা বল্‌বার অবসর নেই। ফিরে এস, তারপর সমস্ত কথা শুন্‌বে। ভয় নেই. আমি হত্যাকারিণী নই, আমি উন্মাদিনী নই।

চিত্র। তুমি হত্যাকারিণী নও—আঃ শান্তি পেলেম্। কিন্তু কি ভীষণ বেশ তোমার, কি ভীষণ মূর্ত্তি তোমার?

ঝুম্নো। কথা বল্‌বার অবকাশ নেই। ফিরে এস, তারপর সব শুন্‌বে। আমায় বিশ্বাস কর—আমি তোমার সেই ঝুম্।

চিত্র। নিশ্চিন্ত হ'লেম—দাও, পাত্র দাও।

[রক্তপূর্ণ পাত্র লইয়া বেগে প্রস্থান

ঝুম্নো। একটা দুঃসাহসিকতার কাজ ক'রে ফেল্‌লেম্। ঘাতককে দিয়ে কুক্কুরের প্রাণ বধ ক'রে শোণিত সংগ্রহ ক'রেছি। রাজা কি তা' জান্‌তে পার্‌বেন—বোধ হয় নয়। এখন দিদিকে লুকিয়ে রাখি কোথায়? না, এখানে লুকিয়ে রেখে

আর কাজ নেই। দিদিকে আবার বনবাসে পাঠাই। সেখানে কুটীর বেঁধে থাকুক্ গিয়ে। বিজয়ও সঙ্গে যা'ক্। প্রাণে বেঁচে থাকে, সুদিন ফিরে আসে ত আবার তা'রা রাজ্যে ফিরে আস্‌বে। নতুবা এই শেষ বিদায়। তিনি রাজবাড়ী থেকে ফিরে আসুন। তা'রপর পরামর্শ ক'রে যা' হয় করা যা'বে। হে ভগবান্ মরীচিমালি, ভক্তের—সেবিকার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ ক'র।

[প্রস্থান



পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

নগর-প্রান্তে বনপথ।

উম্‌নো, বিজয়ের হস্ত ধরিয়া বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া আছে।
সময়—সন্ধ্যা।

বিজয়। মা, আর দাঁড়া'তে পার্‌ছি না। মাথা ঘুর্‌ছে, চ'খে আর দে'খ্‌তে পাচ্ছি না, হাত্‌ পা থর্‌ থর্‌ ক'র্‌ছে। ক্ষিদের জ্বালায় প্রাণ গেল মা।

উম্‌নো। মাগো—কপালে এতও ছিল। সম্মুখে ক্ষুধাতুর সন্তান ক্ষুধার তাড়নায় মৃত প্রায়, আর আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অনায়াসে তাই দেখছি! রাজমহিষী আমি—অন্নাভাবে প্রাণ যায়—রাজকুমার ক্ষুধা তৃষ্ণায় মুমূর্ষু! হায় বিধাতা তুমি কি নিষ্ঠুর, তোমার জগৎ কি নিষ্ঠুর! এক মুষ্টি গলিত অন্নও কি আমার ভাগ্যে নেই? আমি এত কি মহাপাপ ক'রেছি!

বিজয়। কি ভাব্‌ছিস্‌ মা—তোর চ'খ দিয়ে জল প'ড়্‌ছে কেন মা? তুই চুপ্‌ কর—আমার আর ক্ষিদে নেই। ক্ষিদে ভাল হ'য়ে গেছে। আয় তুই এই গাছ্‌তলায় ব'স্‌—আমি তোর কোলে মাথা দিয়ে শুই। তা' হ'লেই আমার সব ভাল হ'য়ে যা'বে।

উম্‌নো। দেখি—কত সয়! আয় বাবা আয়—তাই কর; আমার কোলে মাথা দিয়ে তুই শো। আমার ব্যাকুলতা তোকে ঘিরে থাকুক্। দুখিনী জননীর এ ভিন্ন আর কি আছে বাবা? হ্যাঁ বাবা, তুই যে তোর মাসীর কাছে গেলি, সে কি তোকে ক্ষুধার অন্নও দিলে না? আমার দুঃসময় দেখে, সে কি এত নিষ্ঠুর, এমন পাষাণী হ'ল? আমি কাঁদ্‌ছি—সে হাস্‌ছে—হাসুক্। কিন্তু এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর ভার্‌টাও কি সে নিতে পার্‌লে না? এই কি সংসার, এই কি সহোদরার উচিত কাজ? যা' বাবা, তুই নগরে ফিরে যা'—কা'র বাড়ী দাসত্ব ক'রে বেঁচে থাকিস্; আমি এই গহন বনে প্রবেশ করি—হিংস্র পশুকুলের আহার হই।

বিজয়। অমন ক'চ্ছিস্ কেন মা? মাসীর ত কোন অপরাধ নেই। মাসী আমাকে কত যত্ন ক'র্‌তেন, কত কি খেতে দিতেন। নিজের ছেলেকেও মাসী অত যত্ন কর্‌তেন না। কিন্তু এক জনের জ্বালায় আমায় পালিয়ে আস্‌তে হ'ল।

উম্‌নো। সে কে তোর মেসো বুঝি?

বিজয়। না—না—তা' কেন? মেসো কি জান্‌ত, আমি মাসীর কাছে আছি! তা' নয়—তা' নয়—সে একটা বুড়ো—বুড়ো বামুণ। বামুণটা রোজ রাত্তির বেলায় আমায় ডাঙ্গসের বাড়ী মার্‌ত আর বল্‌ত, "ইতুনন্দিনীর পুত, তুই আমার ঝুম্‌নোর ঐশ্বয্যিতে ভাগ বসা'তে এসেছিস্?"

উম্‌নো। বলিস্ কি, তা'র্‌পর?

বিজয়। তা'র পর মাসী ব'ল্লে—বুঝেছি বাবা, এ ঠাকুরের কোপ্। তুই যা' বাবা, মা'র ছেলে তুই মা'র কাছে যা'।

উম্‌নো। এ্যাঁ—তোকে বিদেয় ক'রে দিলে?

বিজয়। না মা, আগে শোন্ না, তা'র পর না হয় রাগ করিস্? বিস্তর ধনদৌলত্ লোকজন সঙ্গে দিয়ে মাসী আমার তোর কাছে পাঠিয়ে দিলে। হাঁ মা, বাবা আমাদের ওপর এত রাগ ক'রেছেন কেন মা?

উম্‌নো। ব'ল্‌ব অখন। তুই বল্; তা'র পর কি হ'ল? তোর ধন-দৌলত্ কোথা' গেল?

বিজয়। সে কথা আর বল্‌ব কি মা?—বল্‌তে ভয়ও হয়, কষ্টও হয়।

উম্‌নো। তুই বল্—আমার কাছে আবার ভয় কি, কষ্ট কি?

বিজয়। তবে শোন্ মা। লোকজন সঙ্গে নিয়ে সমস্ত রাস্তা বেশ এলুম্। কাছাকাছি এসে ভাব্‌লুম—আমার মা গরীব, মাসী বড়লোক। মাসীর লোকগুলোকে মা'র সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে দিয়ে কাজ নেই।

উম্‌নো। কেন?

বিজয়। আমরা গরীব যে মা! তাই মাসীর লোকজনকে বল্লুম, তোমরা এইখান থেকে যাও ভাই। ঐ আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে। আমাদের লোকজন এসে সব বই ক'রে নিয়ে যা'বে। তা'রা চ'লে গেল! আর অম্‌নি বুড়ো বামুণটা এসে জিনিস পত্তর সব আমার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে, আমায় ডাঙ্গস্ মেরে, কাদায় ফে'লে দিয়ে চ'লে গেল। সেখান থেকে অতি কষ্টে উঠে' আমি তোমার কাছে এলুম্।

উমনো। কে সে বুড়োটা—তোর মাসীর ভাঁড়ারী বুঝি? আচ্ছা, কখনো যদি দিন পাই, তখন বু'ঝ্‌ব? তা' হ'লে দেখ্‌ছি, তোর মাসীর কোন দোষ নেই?

বিজয়। একটুও না।

[কয়েকজন স্ত্রীলোকের প্রবেশ

প্র স্ত্রী। ওরে বাছা, ওরে বাছা—আয় তুই ফিরে আয়; আহা তোরা গরীব, তোদের তাড়িয়ে দিয়ে ভাল করি নে। গেরস্থ আমরা, সহজে কি ভিকিরী তাড়াই? তুই বড় বাড়াবাড়ি কর্‌লি, তাই দুটো কথা বলেছিলুম্ বাছা। তা' যাক্ গে বাছা, এখন তোরা আয়—তোদের খুঁজে খুঁজে—আজ সমস্ত দিনটা গেছে।

দ্বি স্ত্রী। ছাখ্ দেখি বাছা, তোর কি অন্যায়! বউ ঝি খেতে ব'সেছে, আর তুই তা'দের খাওয়ায় দিষ্টি দিস্!—তাই ত তোকে দুটো কথা বল্‌তে হ'ল।

উমনো। আমাদেরও সুকাল ছিল মা।

[ক্রন্দন

তৃ স্ত্রী। আর চ'খের জল ফেলিস্‌নি বাছা, আর দীর্ঘ নিশ্বেস্ ফেলিস্‌নি, যা'দের এতদিন খেলি, তা'দের কি অকল্যাণ ক'র্‌তে আছে গা? তোর ছেলে তা'র মাসীর ঘর থেকে ফি'র্‌ল কবে? আহা বাছারে মুখখানি শুকিয়ে গ্যাছে।

চতু স্ত্রী। আবাগী বড় মানুষ মাসী বুঝি, ছেলেটাকে খেতেও দেয় নি? কই সঙ্গেও ত' কিছু দেখ্‌ছিনি। এমনই সংসার রে!

ছেলেটা এতটা পথ গেল, এতদিন সেখানে রইল, আর আস্‌বার সময় বুঝি হাতে দশগণ্ডা কড়িও দিতে নেই, রেক্‌ পাঁচেক ধানও দিতে নেই, থান দুয়েক পুরোন কাপড়ও দিতে নেই? আহা বাছারে!

প্র স্ত্রী। আমি ত' ব'লেছিলুম্‌ বাছা, ও চ্যাংনাটাকে পাঠিয়ে কাজ নেই, তা' হ'লে কাজ হ'বে না। তুই আপনি যা' কিছু আ'ন্‌লেও আন্‌তে পার্‌বি। তা' শুন্‌লি কৈ? তা' না দিয়েছে, নেই দিয়েছে—তোরা আয়—তোদের অন্নের যোগাড় আমাদের কাছে হ'বে অখন।

উম্‌নো। চল।

(বিজয়ের গীত)

য'ারা দিনে রেতে ভেবে মরে
অন্ন কোথায় পাওয়া যায়;
কে জানে কে কোথায় ব'সে
ত'াদের মুখে অন্ন দেয়।
ভাব্‌ব না আর অত শত
ডা'ক্‌ব ত'ারে পার্‌ব যত,
কান্না দেখে আস্‌বে ছুটে
যা'র কাছে গো অন্ন চাই;
যা'বে ক্ষুধা, পা'ব সুধা—
শঙ্কা আমার আর ত নাই।

প্র স্ত্রী। আহা বাছারে !

[বালকের হস্ত ধরিয়া প্রথম স্ত্রীলোক চলিয়া গেল তাহাদের পশ্চাতে সকলের প্রস্থান]

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

চিত্রসেনের কক্ষ।

চিত্রসেন ও বীরবাহু।

বীর। দেখ সখা, কেবল ভাবি, ব'সে ব'সে কেবল ভাবি। রাজ্যে বিশৃঙ্খল হ'ল, ধন ধান্যে আগুন লাগ্‌ল; প্রজার কাতর ক্রন্দন আমায় ব্যথিত ক'রে তুল্লে। কোন উপায় স্থির না ক'র্‌তে পেরে, তোমার কথায় কর্ণপাত না ক'রে আমি রাজ মহিষীকে ও রাজকুমারকে—উহুহু সে কথা মনে ক'র্‌লেও ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নি আমার মাথায় জ্বলে উঠে। স্ত্রী হত্যা ক'রেছি, পুত্র হত্যা করেছি, কা'র কথা শুনিনি, কা'র পরামর্শ গ্রহণ করিনি—আপনার চিতা আপনি সাজিয়েছি—এখন সে চিতাগ্নি নির্ব্বাপিত করে কে? শ্রান্ত হৃদয় শান্তি হারা। কি করি, কি করি—সখা কি করি ?

চিত্র। এখন ধৈর্য্য ধ'র্‌তে হ'বে, ধৈর্য্য হারা'লে এখন চ'লবে না।

বীর। ধৈর্য্য! ধৈর্য্যহারা হয়েছিলেম্, তাই বুঝি শান্তি হারিয়েছি। কি পরিতাপ! রাজরাণী অপরাধ ক'রে থাকে, সে তা'র প্রায়শ্চিত্ত ক'রেছে। কিন্তু দুগ্ধপোষ্য শিশুর অপরাধ কি? তা'র প্রতিও কৃপাবিন্দু ত' দান ক'রলেম্ না। সন্তান হত্যার পাপে পাপী হ'য়েছি। ওঃ হো—হো—হো।

চিত্র। হৃদয়স্থিত হৃষীকেশ যা' আমাদের করান্, তাই আমরা করি। আমাদের আর পাপ পুণ্য কি? খেলার পুতুল আমরা আমাদের আর অপরাধ কি?

বীর। যথার্থ ব'লেছ, যথার্থ ব'লেছ—আমার অপরাধ কিসের—আমি কে?—আমি কে? হৃষীকেশই সব জানে। শান্তি পেতে তোমার কাছে এসেছিলেম্, সে শান্তি পেয়েছি। ডাক, ডাক, ঝুমু'কে ডাক। তা'কে আমি ব'লে যাই আমার কোন অপরাধ নাই। হৃষীকেশ যা' করিয়েছেন্, তা'ই করেছি। আমার কোন অপরাধ নেই। উঁহু, উঁহু, হ'ল না, হ'ল না, শান্তি পেলেম্ না। ভুল, ভুল, মনের ভুল। তা' কি হয়, তা' কি কখনও হয়?

চিত্র। কি হয় সখা, কি হয়?

বীর। এই হৃষীকেশের কথা! যখন পাপ ক'র্‌ব, তখন বল্‌ব, হৃষীকেশ তুমি করাচ্ছ, তাই কর্‌ছি; আর সময়ান্তরে হৃষীকেশকে ভুলে যা'ব, আপনার কৃতিত্ব আপনি বিচার কর্‌ব। তা' হয় না। হ'ল না—আমার ভাগ্যে শান্তি লাভ করা ঘ'টে উঠ্‌ল না। তোমার সাজান সংসার নিয়ে

তুমি সুখে থাক ভাই, আমি দুঃখের আবর্ত্তে প'ড়ে দুঃখ ভোগ করি। যাই দেখি, যদি কিছু উপায় কর্‌তে পারি!

[বেগে প্রস্থান

চিত্র। তাই ত'! রাজার মানসিক অবস্থা ত' মন্দ হ'তে মন্দতর হ'চ্ছে। কি উপায় করি? ভগাবান্, ভগবান্!

[চিত্রসেন ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। তৎপরে পরিচারিকা সঙ্গে ঝুম্‌নোর প্রবেশ]

ঝুম্‌নো। তা'র পর?

পরি। তা'র পর মা ঠাউরোন্, রোজই তেনি বলেন, হ্যাগো, তুমার মা ঠাউরুণকে জিগাস্ কর্‌ছিলে—তানার বুন্, বুন্‌পো আছেক কি না? আমি সে কথাটি মা ঠাউরুণকে জিগাস্‌তে ভুইলে গে'ছি। তা'র আর উত্তর দেই কি? বল্‌লেম্— ভুইলে গে'ছি।

ঝুম্‌নো। আ—আবাগী এমন ভুলও কর্‌তে হয়! তা'র পর?

পরি। তা'র পর মা ঠাউরুণ, তেনি একটা আঙ্গুঠী গাগ্‌রীতে ফেইলে দেলে। আপনি মা ঠাউরুণ, চ্যান্ কর্‌তে লাগ্‌লেন, আর আংঠাটা গাগ্‌রীতে খ'সে গেল, আর ঠক্ ঠকানিতে আপনকার মাথায় বাজ্‌ল।

ঝুম্‌নো। বেশ, তোর খুব বুদ্ধি। এখন যা', তা'রা যেখানে ব'সে আছে, সেইখান থেকে তা'দের নিয়ে আয়। খিড়্‌কীর দোর দিয়ে তা'দের আন্‌বি—দেখিস্ পাক পক্ষীও না এ কথা টের পায়। বুঝ্‌লি—হাবি?

পরি। এজ্ঞে।

ঝুম্‌নো। মরণ আর কি—"আজ্ঞে" কি তোর্ মুখ দিয়ে বেরোয় না ?

পরি। এজ্ঞে।

ঝুম্‌নো। দূর্—আবাগী, হাবি, নেকি। এখন যা' তা'দের নিয়ে আয়। আর গ্যাখ্, আস্‌বার্ সময় স্যাক্‌রাকে ডেকে আস্‌বি, কাপুড়েকে ডেকে আন্‌বি, নারায়ণ তেল নিশ্চয় আন্‌বি—বুঝ্‌লি ত ?

পরি। এজ্ঞে। হ্যাঁ, মা ঠাউরুণ, স্যাক্‌রা, কাপুড়িয়া কর্‌বা কি ? আমাদের গহনা কাপুড় দেবান্ বুঝি ?

ঝুম্‌নো। আচ্ছা—তোর্ কপালেও কিছু হ'বে—তুই যা' এখন।

পরি। এজ্ঞে যাই। খুব ঠায় ঠায় যাব, না, ছুট্ মেরে মেরে, ছুট্ মেরে মেরে যা'ব।

ঝুম্‌নো। আঃ—হাবি, তুই বড় জ্বালালি। যা' তুই যেমন ক'রে পারিস্, তেমনি ক'রে যা'।

[অঙ্গভঙ্গী করতঃ পরিচারিকার প্রস্থান

আহা দিদি, বড় কষ্টে, নিদারুণ যাতনা, বেদনা দীনতার কসাঘাতে জর্জ্জরিত হ'য়ে দিদি আস্‌তে চেয়েছে। এস দিদি এস—তোমাদের সকলের দুঃখ কষ্ট দূর কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ব। সুখ কি একলার, না সুখ পাঁচজনকে নিয়ে !

[প্রস্থান

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

অন্ধকার গৃহ।

(গৃহ কোণে বসিয়া লক্ষ্মীমণি—আপন মনে বকিতেছে)

ইস্—তাই ত তেমন কাপড়্খানা কেড়ে নিয়ে আমায় ন্যাক্ড়া পরিয়ে দিলে কে র্যা! ঝুম্নো আমায় কত দেয়, কিন্তু সব যেন কপ্পূরের মত উপে যায়। সেই বুড়ো বামুণটা কেবল বলে, ইতুনিন্দুনী তুই, ঝুম্নোর ঐশ্বয্যি কেন ভোগ কর্বি? ভ্যালা জ্বালাতেই পড়া গেছে রে বাপু। আমার মেয়ের ধন, আমি ভোগ্ ক'রব, তা'তে তুই কথা কইবার কে বামুণ?

যাক্গে আর ও সব ভাব্ব না। তা'ই ত, আমার বামুণ এখন কোথায়? খেতে পাচ্ছে—কি না—কে জানে? ছেলেটাই বা কচ্ছে কি? যাক্গে, ভেবে আর কর্ব কি? ভাব্লে ত আর কিছু উপায় ক'র্তে পার্ব না। তা'র চেয়ে ব'সে ব'সে এই কলার চোবাটা চিবুই। বড় ক্ষিদে—আমার বড় ক্ষিদে। ঝুম্নোর ছেলে কলা খেয়ে চ'লে গেল। ভাগ্যে চোবাটা ফেলে দিয়েছিল, তাই পিত্তি রক্ষে হ'ল।

[লক্ষ্মীমণি কলার চোবা চিবাইতে লাগিল

পায়ের শব্দ হচ্ছে, কেউ আসূছে না কি? এঁ্যা তাই ত

তাই ত কলার চোবা ফেলে দোব নাকি? উঁহু গিলে ফেলি, গিলে ফেলি।

[তথাকরণ ও ঝুম্‌নোর প্রবেশ

কে গা—ঝুম্‌নো? আয় মা, আয়; বড় ক্ষিদে মা, বড় ক্ষিদে।

ঝুম্। কেবল ক্ষিদে ক্ষিদে ক'রেই গেলে। আচ্ছা মা, তুমি কি হ'লে বল দেখি?

লক্ষ্মী। কি আর হ'ব মা—সর্ব্বশরীরটা রাত্‌দিন কুকুরে চিবুচ্ছে। বড় কষ্ট মা, বড় কষ্ট।

ঝুম্। কোন কষ্ট থাক্‌বে না। আজ রবিবার—তুমি আমার সঙ্গে ইতুপূজো কর দেখি—সব কষ্ট দূর হ'য়ে যা'বে।

লক্ষ্মী। আর মা ইতুপূজো। পেটের জ্বালায় এইমাত্র একটা কলার চোবা হজম্ করে ফেল্‌লুম্।

ঝুম্। মা!

লক্ষ্মী। আর বকিস্‌নি বাছা, বকিস্‌নি। দুর্ব্বুদ্ধিবশে একটা ছেলে মানুষী ক'রে ফেলেছি, তা'র আর কি হ'বে বাছা?

ঝুম্। না, মা—তোমায় বকিনি। তুমি জননী আমার,—স্বর্গের চেয়েও বড় জিনিস্। কিন্তু আমি ভাব্‌ছি, দেবতার কি কোপ্! দেবতা তোমায়, দেবতার পূজো কিছুতেই ক'র্‌তে দেবে না, দেখ্‌ছি। সেদিন ছেলেদের হাত থেকে প'ড়ে যাওয়া মোণ্ডার কোণ ভাঙ্গা খেয়ে ব্রতটা নষ্ট ক'র্‌লে—আজ আবার কলার চোবা, এ দেবতার খেলা বই ত আর কিছুই নয়।

লক্ষ্মী। কে জানে মা কিসে কি হয়। আমি ক্ষিদেতেই মরে আছি—ত আর বুঝ্‌ব কি বল?

ঝুম্‌। (স্বগতঃ) ওঃ—দেবতার কি কোপ্‌—মাকে আমার মায়ায় ঘেরে রেখেছে। দিদিরও ঐ দশা! যা'ক, কাকেও এখন কিছু ব'লে কাজ নেই। দিদিও খাই, খাই ক'রে গেল, আর মা'রও ঐ বোল্‌। বল্‌লুম—দিদি, বর্ত্ত কর না। উত্তর দিলে—ঘোড়ার ছোলা চিবিয়েছি, পাতের ক্ষীর খেয়েছি। এই সব ব্যাপার। কি গ্রহ বৈগুণ্য! আচ্ছা ঠাকুর, তুমি থাক, দেখি—ভক্ত বড়, কি ভগবান বড়।

লক্ষ্মী। ও ঝুম্‌নো, তুই কি ভাব্‌ছিস্‌ মা?

ঝুম্‌। ভাব্‌ছি!—দেখ মা, আর রবিবারে তোমায় বর্ত্ত ক'র্‌তেই হ'বে। আমি তোমায় কাছে নিয়ে শোব। দেখি, তোমায় বর্ত্ত করা'তে পারি কি না?

লক্ষ্মী। আর বর্ত্ত ফর্ত্ত ক'রে কি হ'বে বল্‌ মা?

ঝুম্‌। শ্রীসূর্য্যায় নমঃ—! শ্রীসূর্য্যায় নমঃ!

[ঝুম্‌নো আপন কর্ণ ও নাসিকা মর্দ্দন করিল

ছি মা—ও কথা মুখে আন্‌তে নেই। (স্বগতঃ) আগে মাকে বর্ত্ত করাই, তারপর দিদিকে করা'ব। দিদিকেও কাছে নিয়ে—আঁচলে আঁচলে চুলে চুলে বেঁধে শুতে হ'বে। দে'খ দেবতা, দে'খ ভগবান্‌, ভক্তের মনোবাঞ্ছা যেন পূর্ণ হয়।

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। ওরে ঝুম্‌নো গেলি—আমার ক্ষিদের উপায় কি কর্‌লি?

[শয়ন

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

পথ।

ধনরাজ।

ধন। কোথায় যাই, কোথা গেলে চার্‌টী অন্ন পাই! একে ক্ষিদের জ্বালা, তা'র ওপর সেই বুড়ো বামুণের মার ধোর! কখনো কাদায় পড়্‌ছি, কখনো পাঁশ গাদায় পড়্‌ছি, কখনো ডাঙ্গস্‌ খাচ্ছি আর কখনো অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা। ব্রাহ্মণী ত মজা ক'রে, মেয়ের বাড়ী ব'সে ভাতের থালা পার্‌ ক'র্‌ছে; আর এখানে আমি বেটা খাচ্ছি প্রহার। দেখ একবার সংসারের গতিক। ভাল, আমার খবর নিলি, না নিলি, ব'য়ে গেল, কিন্তু ছেলেটার খবরটাও ত নিতে হয়। আচ্ছা বামুণী থাক্‌ তুই, হাতে প'ড়্‌লে তোর্‌ নাক ছেঁটে দোব।

[জনৈক লোকের প্রবেশ

ওগো ওগো কত্তা হন্‌হনিয়ে যাচ্ছ কোথা? বলি একটু দাঁড়াও না। বলি, একটা কথা শোন না—একটু দুঃখের কাহিনী আমার শোন না। আমি ক্ষুধার্ত্ত ব্রাহ্মণ—আজ তিন দিন অনাহারে আছি। চার্‌টী ভাতের যোগাড় ক'রে দিতে পার? ওগো, ওগো, কথা কচ্ছ না যে। বল্লি, হাঁ, কি না, যা' হয় একটা কিছু বল না?

লোক। ব্রাহ্মণ, তুমি, তিন দিন অনাহারে! আর দেশের ধনীগুলো

অন্নছত্র খোলার ভান ক'রে দিব্যি নাম বাজিয়ে বেড়াচ্ছে। ভাল, ব্রাহ্মণ, তুমি কা'রও স্মরণাপন্ন হ'য়েছিলে ?

ধন। ওগো ঢের গো ঢের। তেতলা চৌতলা বাড়ী—দ্বারে মোটা দ্বারী। তা'রা সব খেদিয়ে দিলে গো সব খেদিয়ে দিলে।

লোক। তা'রা তা'দের স্বাভাবিক ধর্ম্মই পালন ক'রেছে। এস ব্রাহ্মণ এস, আমার দীন কুটীরে এস। আমিও দীন, তুমিও দীন। তোমার ব্যথা বেদনা আমি বুঝি, আর তুমিও আমার কথা বুঝ। ধনী, নির্ধনের মর্ম্ম ব্যাথা বুঝ্‌বে কেন, অথবা সে অভিযোগ শুন্‌বে কেন? বিলাসীর বিলাস-শয্যার পার্শ্বে আর্ত্তের আর্ত্তনাদ ওঠা উচিত নয়। তা'তে যে তা'দের বিলাস-সুখে বাধা পড়্‌বে। তুমি এস ব্রাহ্মণ এস—দীনের কুটীরে এস—অনুভবির অনুভূতি, সমবেদনা, সহানুভূতি তোমার যন্ত্রণার লাঘব ক'রবে।

[মিহিরের বেগে প্রবেশ

মিহির। বাবা, বাবা, ভারী মজা, ভারী মজা। চট্ ক'রে এস বাবা, চট্ ক'রে ঘরে এস। আমাদের ভাঙ্গা চাল আবার কোটা হ'য়ে গেছে। আগে সব যেমন ছিল, তেম্‌নি হ'য়েছে। সেই বুড়ো বামুণটা সব ফিরে দিয়ে গেল বাবা, সব ফিরে দিয়ে গেল। ভারী মজা বাবা, ভারী মজা।

ধন। বলিস্ কিরে, বলিস্ কিরে—চল্—চল্—চল্ বেটা চল্। কিন্তু এ ব্রাহ্মণ গেল কোথা। ত্যাখ্, ত্যাখ্।

[ধনরাজ ও মিহিরের বেগে প্রস্থান

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

চিত্রসেনের কক্ষ।

উম্‌নো ও ঝুম্‌নো।

(ঝুম্‌নোর গীত)

ঝুম্‌নো। ওগো নয় ত মিছে
সে ডাক্‌লে কথা কয়।
দেব্‌তা আমার দ্বারে বাঁধা
আর কা'রে মোর ভয় ?
যদি আমার আঁখি ঝরে,
সে কত গো আদর করে
হেরি তা'রে পুলক ভ'রে
আমি তখন আমার নয়।
হাসি কাঁদি তা'র ঈসারায়
আমি যে গো "তিনি ময়"।

উম্‌নো। ঝুম্‌নো, এখন তুই হাস্‌তে বস্‌লি, গান গাইতে বস্‌লি ? তো'র্ বিপদ শিয়রে, আমাকে আশ্রয় দিয়ে তুই বিপদ ডেকে এনেছিস্—তুই এখনো হাস্‌ছিস্ ?

ঝুম্‌নো। কেন দিদি হা'স্‌ব না, কেন দিদি গাইব না—হাস্‌বার দিন পেয়েছি যে, গাইবার দিন পেয়েছি যে। যতদিন সে দিন

ছিল না, ততদিন হাসিনি, ততদিন কণ্ঠস্বর কেউ শুন্‌তে পায়নি। আজ সে দিন পেয়েছি—মা'র চ'খের জল মুছা'তে পেরেছি, তোমায় বাঁচা'তে পেরেছি—বর্ত্ত ক'রে সঙ্গে সঙ্গে তা'র ফল পেয়েছ তোমরা—আর আজ হাস্‌ব না। আজ আনন্দের দিন—আজ আনন্দ বিলা'ব, আনন্দ কুড়া'ব।

উম্‌নো। এঁ্যা—তুই বলিস্‌ কিরে—রাজা তোদের সবংশে কাট্‌তে চেয়েছে; আর আজ তোর্‌ হাস্‌বার দিন হ'ল। মর্ম্ম-বেদনায় তুই ক্ষেপে গেলি নাকি?

ঝুম্‌নো। কাটে কে—কাটাই ত আছি—অথবা কাটা যেতে পারি না।

উম্‌নো। তুই কি বল্‌ছিস্‌?

ঝুম্‌নো। আত্মবিহ্বল হ'য়েছিলেম্‌। যা'ক, আসল কথা বলি শোন্‌, তা' হ'লেই সব বুঝ্‌তে পার্‌বে। তুমি ত ইতুপূজা ক'র্‌লে। আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি—হাতে হাতে ফল। রাজা তোমার বুদ্ধিমান ভগিনীপতিকে ডেকে পাঠালেন্‌—ব'ল্লেন্‌ কি জান?

উম্‌নো। জানি—আমাদের তোমরা আশ্রয় দিয়েছ ব'লে তিনি তোমাদের সগোষ্ঠীকে কেটে ফেল্‌বেন্‌ ব'লেছেন্‌। মাগো—কি রাগ!

ঝুম্‌নো। দূর—তা' কেন। তোমরা যে এখানে আছ, তা' তোমার ভগিনীপতিও জান্‌তেন্‌ না, আর রাজাও জান্‌তেন্‌ না। তা' হ'লে আর ইতু প্রজার ফল হ'ল কি? রাজা ওঁকে ব'ল্লেন্‌, তুমি ত বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর সংসার ক'র্‌ছ—কিন্তু আমার স্ত্রী পুত্র কোথা'? উনি বল্লেন—সে কি! তা'রা কি আর

এ সংসারে আছে? রাজাদেশে তা'দের সঙ্গে সংসারের সম্পর্ক ত বহুকাল উঠে গেছে!

উ। সে কি আমরা ত বেঁচে রয়েছি—বেশ খাচ্ছি, দাচ্ছি—চ'লে ব'লে বেড়াচ্ছি। আমরা—

ঋ। হাঁ—হাঁ—তা'ত রয়েছ; কিন্তু তা'র মধ্যে অনেক কথা আছে যে!

উ। এর মধ্যে আবার কথা কি? এঁ্যা তবে কি আমরা বেঁচে নেই নাকি!

[আপনার শরীর নিরীক্ষণ করিতে লাগিল

ঋ। (হাসিয়া) খুব আছ—তা'র জন্যে চিন্তা নেই। যা'ক, রাজা বল্লেন—তা' আমি শুন্‌তে চাই না, যেখান থেকে পার, আমার স্ত্রী পুত্র এনে দাও; না হ'লে তোমায় সবংশে এক গাড়ে কাট্‌ব। তোমার ভগিনীপতি কথা শুনেই চ'খ কপালে তুল্লেন। কাঁপ্‌তে কাঁপতে বাড়ী এসে শয্যা নিলেন। আমি যত জিজ্ঞাসা করি; কি হ'য়েছে, ততই তিনি ব্যাকুল হ'য়ে পড়েন। অনেক সাধ্য সাধনার পর বল্লেন—"তোমায় ব'লে আর কি হ'বে?"

উ। বুদ্ধি আর কি!

ঋ। বিপদে পড়্‌লে সকলের বুদ্ধিই ঐ রকম হয় গো। আমি বল্লেম—আচ্ছা বলই না, বল্‌তে আর দোষ কি? ক্ষুদ্রের দ্বারাও ত মহতের কোন না কোন সময়ে একটু উপকার হয়। অনেক অনুনয় বিনয় করায় তিনি ব্যাপারটা খুলে বল্লেন। শুনে আমি খুব হেসে উঠ্‌লেম্।

উ। তোর হাসি দেখে বুদ্ধির ঢেঁকি খুব রেগে গেল?

ঝু। সে আর বল্‌তে। আমি বল্লেম—রাজা রাজড়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব ক'র্‌লে তা'র ফল ঐ রকম একটা বিদ্‌কুটে রকমেরই হ'য়ে থাকে।

উ। মিছে নয়—তা'রপর?

ঝু। তা'রপর তাঁ'কে সব কথা খুলে বল্লেম্। সব শুনে তবে উঠে কর্ত্তা স্নানাহার ক'রেন—তা'রপর এইমাত্র রাজবাড়ী গেছেন—রাজাকে নিমন্ত্রণ ক'র্‌তে। রাজার আজ এখানে নিমন্ত্রণ—খেয়ে দেয়ে স্ত্রী পুত্র নিয়ে ঘরে যা'বেন।

উ। তুই আমায় অবাক্ কর্‌লি। এত বুদ্ধি তোর পেটে! ধন্যি মেয়ে তুই!

ঝু। তোমাদের মিলনটা হ'ক আগে—তা'রপর ধন্যি ধন্যি ক'র। চল এখন, নেমুন্তন্নে এসে প'ড়্‌ল ব'লে। আমাদেরও প্রস্তুত হ'য়ে থাক্‌তে হ'বে ত?

উ। তোর ঋণ কখনো শুধ্‌তে পার্‌ব না।

ঝু। যখন অধঃপাতে যেতে ব'সেছিলে, তখন এত কথা ছিল কোথা'? মা'র পেটের ব'ন তুমি, তুমি এসেছ আমার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'র্‌তে? রাজরাণী হ'য়ে, রাজার বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ক'র—অনেক কাজ হ'বে। আমি তোমার সেই ঝুম্‌নো, আর তুমি আমার সেই ব'ন—সেই দিদি। চল, এখন—আসল কাজ বাকী।

[উম্‌নোকে টানিয়া লইয়া ঝুম্‌নোর প্রস্থান

ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক।

চিত্রসেনের সজ্জিত গৃহ।

বীরবাহু ও চিত্রসেন।

চিত্র। কি সখা, মৌনী হ'য়ে ব'সে রইলে যে! তুমি দেশের রাজা হ'লেও আমার সখা, আমার অতিথি। আমার বাড়ীতে এসে তুমি অমন ক'রে মন ভার ক'রে ব'সে থাক্‌লে যে আমার দারুণ কষ্ট হয় সখা!

বীর। আমি ভাব্‌ছি তুমি কি—আর আমিই বা কি? তোমাকে ও তোমার বংশকে বিনষ্ট ক'রবার জন্য আমি উদ্যত; আর তুমি বেস হাস্‌তে হাস্‌তে বেস আমোদ ক'রে তুমি আমায় নিমন্ত্রণ ক'রে এলে,—আর আমিও সে নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'র্‌তে এসেছি।

চিত্র। তা'ত বেসই হ'য়েছে—কর্ত্তব্যই করা হ'য়েছে।

বীর। তুমি জান, আমার স্ত্রী পুত্র না পেলে আজ তোমায় সবংশে ঘাতক হস্তে নিহত হ'তে হ'বে?

চিত্র। বটে! তুমি এমন বীরবাহুই বটে! ভাল আজ দেখা যা'বে এ ক্ষেত্রে তুমি বীর কি আমি বীর!

বীর। তুমি কি বল্‌ছ চিত্রসেন? তোমার কোন কু-অভিসন্ধি আছে নাকি? সেইজন্যই কি নিমন্ত্রণ, সেইজন্যই কি এত আদর অভ্যর্থনা! উঃ এত ছলনা!

চিত্র। না—তা' আর হ'তে পার্‌বে কেন? তুমি অব্যবস্থিত-চিত্ত,

তোমার সহস্র খেয়াল, সহস্র আব্দার, তোমার খর করবাল বড় মোলায়েম—তুমি বল্‌তে জান, ছল্‌তে জান, সেটা তোমার খেয়ালের দাবী। আর আমি দরিদ্র, অর্থ সামর্থ্যহীন—কাজেই আমার বুদ্ধি নেই, প্রাণ নেই, মনুষ্যত্ব নেই ; কেমন ?

বীর। আমায় ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও। বীরের মত যুদ্ধ কর, তা'তে আমি প্রস্তুত আছি। কিন্তু কুক্কুরের মত আমাকে হত্যা ক'র না, এই আমার অনুরোধ। আমার সৈন্য সামন্তকে কৌশলে স্থানান্তরিত ক'রে, আমায় একাকী পেয়ে তুমি আমার উপর পশুর অধম অত্যাচার ক'র না। আমায় বীরের মত মর্‌তে দাও। আমায় বীরের মত মর্‌তে দাও।

চিত্র। ভয় নেই তোমায় হত্যা ক'র্‌ব না—তবে তোমায় শৃঙ্খল পরা'ব।

বীর। কালসর্প, তুমি এত দুরাকাঙ্ক্ষ। আমায় শৃঙ্খলিত ক'রে তুমি আমার পদে প্রতিষ্ঠিত হ'তে চাও। ভগবান্—ভগবান্।

চিত্র। যখন তুমি আমায় বধ কর্‌বার্ জন্য উদ্যত হ'য়েছিলে, তখন ঐ নাম কোথায় ছিল। এখন ভগবান্‌কে স্মরণ করা হ'চ্ছে, তখন ভগবান্‌কে, ভগবানের জীবকে বিস্মৃত হয়েছিলে কেন ?

বীর। প্রবঞ্চনা, প্রবঞ্চনা। প্রবঞ্চিত হ'য়েছি। পদলেহী কুক্কুরের নিকট প্রাণ ভিক্ষা চাই না। এস, এই উন্মুক্ত বক্ষে তুমি ছুরিকাঘাত কর। এস এস, ঘাতক, আমি প্রাণত্যাগে প্রস্তুত !

চিত্র। সখা !

বীর। কি এখনও সেই মধুর সম্ভাষণ ? তুমি কি মায়াবী ?

চিত্র। আমি তদপেক্ষাও হীনতর। কিন্তু সখা, ঐ আসনে স্থির হ'য়ে ব'স। অবাধ্যাচরণ ক'র না। আমার আদেশ পালন না ক'রলে—অনুরোধ নয়, আদেশ না শুন্‌লে তুমি তোমার স্ত্রী পুত্রের দর্শন পাবে না।

বীর। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছি না। এ কি রহস্য—কি সমস্যা!

[বীরবাহু নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন। বিজয় আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিল। অজয় আসিয়া চিত্রসেনের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল। মুখাবৃতা উম্‌নো ও ঝুম্‌নো আসিয়া পরিবেশন করিতে লাগিল।

চিত্র। খাও, খাও সখা—উন্মাদের মত লক্ষ্যহীন দৃষ্টিতে কি দেখ্‌ছ। খেয়ে নাও, খেয়ে নাও—তা'রপর শৃঙ্খল পরা'ব। কি দেখ্‌ছ, উদাসের মত কি দেখ্‌ছ?

বীর। দেখ্‌ছি, দেখ্‌ছি। মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি তোমার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন ক'রেছি। কিন্তু এর পরিণাম কি তাই ভাব্‌ছি। সে যা হয়, তাই হ'বে। কিন্তু তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। আমার পুত্র, আমার স্ত্রী—রাজরাণীকে এনে দেবে ব'লেছিলে; প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর। তা'দের দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমি মৃত্যুকে আলিঙ্গন করি। সেটা এখন আমার পক্ষে গৌরবময় মৃত্যু হ'বে।

চিত্র। পূর্ব্বে আহারাদি সমাপন কর, তা'রপর স্ত্রী পুত্রের মুখ দেখ্‌বে। মিষ্টি মুখ না করিয়ে কি মিষ্টি মুখ দেখা'তে পারি!

বীর। এখনও রহস্য—কৃতঘ্ন!

চিত্র। রাজভক্ত চিত্রসেন রহস্য জানে না, রাজদ্রোহী হ'তে পারে না।

ও'র প্রকৃতিতে, কৃতঘ্নতার বীজাণুও থাকৃতে পারে না। চিত্রসেন তোমায় সখা পেয়ে, তোমার সখা হ'য়ে ধন্য হ'য়েছে। চিত্রসেন বন্ধুত্বের গৌরব রক্ষা করে—রাজভক্ত প্রজা হওয়ার গৌরব করে—তুমি না বোঝ, সখা,—প্রভু, আমি কি ক'রব বল!

বীর। এ কি—এ ত' উদার ভৎর্সনা—মহত্বের বিকাশ, মধুরতার প্রতিকৃতি! একি—একি! আমি কিছুই বুঝ্‌তে পারৃছি না।

চিত্র। এইবার বুঝ্‌তে পারৃবে। ঐ তোমার দক্ষিণ পার্শ্বে তোমার বংশ তুলাল, আর তোমায় পরিবেশন কচ্ছেন স্বয়ং রাজরাণী। আমার পার্শ্বে আমার পুত্র, আমায় পরিবেশন ক'চ্ছে আমার দরিদ্রা, স্নেহময়ী সহধর্ম্মিণী, আমার মাধুর্য্যময়ী দেবী, আমার সর্ব্বস্ব। এখন বল মহারাজ, বল দণ্ডমুণ্ড বিধাতা, বল সখা, কৃতঘ্নতার বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত হ'বার আমি উপযুক্ত পাত্র কি না?

বীর। সখা, সখা, সখা।

[বীরবাহু সবেগে উঠিয়া চিত্রসেনকে দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিল।]

চিত্র। আমার দেশে রাজা—দেবতা। দেবতার আলিঙ্গনে, ভক্ত আমি, প্রজা আমি, সখা আমি—ধন্য হ'লেম্‌।

বীর। আজ আমার নূতন জীবন। কিন্তু একি স্বপ্নরাজ্য না বাস্তব সত্য?

উন্মনো। মহারাজ, স্বামীন, প্রভো—

[উন্মনো কাঁদিয়া ফেলিল

বিজয়। বাবা—তুমি আমাকে ভুলেছিলে কেমন ক'রে বাবা ?

[বীরবাহু বিজয়কে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া চুম্বন করিলেন। উম্‌নোর মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন]

বীর। বাক্যোচ্চারণের শক্তি হারা'তে ব'সেছি সখা। রাজকুমারকে নিয়ে আমি চ'ল্লেম্। কৃতঘ্ন তুমি নয়, কৃতঘ্ন আমি।

[বিজয়কে লইয়া বীরবাহুর প্রস্থান

চিত্র। বটে—আর আমি বুঝি এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এঁদের গায়ের মশা তাড়া'ব !

[প্রস্থান

ঝুম্‌নো। দিদি ?

উম্‌নো। কেন, বল' ?

ঝুম্‌নো। আজ কি আনন্দের দিন। তোর হারানিধি তুই ফিরিয়ে পেলি, আর তা'র হারানিধি সে ফিরিয়ে পেলে। কেমন আনন্দের দিন দিদি ?

উম্‌নো। তুইই ত আনন্দদায়িনী।

ঝুম্‌নো। মা'র মুখে হাসি দেখেছি, বাবার মুখে হাসি দেখেছি, ভাইটীকে হাস্‌তে দেখেছি, আর তোদের যুগল মিলন চক্ষে দেখেছি। আর কি। আমার সকল সাধ পূর্ণ হ'য়েছে।

উম্‌নো। তবে আর কি—এইবার সন্ন্যাসিনী হ'।

ঝুম্‌নো। বালাই। আমার এমন রসরাজ দিবানিশি কাছে থাকৃতে আমি সন্ন্যাসিনী হ'তে যা'ব কেন ? সে কথা থাক্ গে। এইবার ত তুই ব'ন ঘরের চল্‌লি—রাজরাণী ছিলি, রাজরাণী

হ'বি। কিন্তু দেখিস্ দিদি, ঐশ্বর্য্যের ক্রোড়ে স্থান পেয়ে, বিলাসের স্রোতে গা ভাসিয়ে আবার যেন ঠাকুরকে ভুলে যাস্‌নি। তোর স্বামীর দিব্য, তোর ছেলের দিব্য, তুই যদি আমার কথা না রাখিস্।

উম্‌নো। ভুল্‌ব আবার! নমো নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ। এখন আসি ব'ন। ঐ দোলা এসেছে, লোক জনও সব এসেছে।

ঝুম্‌নো। এখন ব্যস্ত হ'বি বৈ কি দিদি। চল্ তোকে দোলায় তুলে দিয়ে আসি। নমো নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

উম্‌নো। নমো নমঃ শ্রীসূর্য্যায় নমঃ।

[উভয়ের প্রস্থান

সপ্তম গর্ভাঙ্ক।

ধনরাজের বাটীর অলিন্দ।

(ধনরাজের পশ্চাতে লক্ষ্মীমণি ও মিহিরের প্রবেশ।)

ধন। কেমন ব্রাহ্মণী, আবার দিন পেয়েছি? এইবার যা'রা আমার দুঃখে হেসেছিল, আমি তা'দের দুঃখে হাসি?

লক্ষ্মী। ছি! দিননাথের কৃপায় দিন পেয়েছ, এখন দীনের দীন হ'য়ে থাক। দীননাথ মঙ্গল ক'র্‌বেন।

মিহির। বাবা, যা'রা আমাদের দুঃখে হেসেছিল, তা'রা অবোধ, তাই ব'লে কি আমরাও অবোধ হ'ব।

লক্ষী। আহা, বাছার আমার কথা শোন গো একবার।

ধন। শুনেছি, শুনেছি। ছেলে-জ্যাঠামী, মেয়ে-জ্যাঠামী বহুকাল থেকেই শুনে আসা যাচ্ছে। এখন, আমার উপর আদেশটা কি ?

লক্ষী। যা' বাবা মিহির, তুই ত্থাখ্‌ত ক্ষেতের ধানগুলো খামারে উঠ্‌ল কিনা ? আপনাদের জিনিস আপনারা না দেখ্‌লে আর কিছুতেই তা'র সুব্যবস্থা হয় না।

[মিহিরের প্রস্থান

তুমি কি কর বল দেখি ? অতবড় ছেলে, তা'র সাম্‌নে অমন বেহায়ার মত কথা কইতে তোমার লজ্জা বোধ হয় না ?

ধন। ভুল হ'য়ে গিছ্‌ল ব্রাহ্মণী, ভুল হ'য়ে গিছ্‌ল। অভ্যাসের দোষ কি না ? হ্যাঁ, কি বল্‌ছিলে তখন ?

লক্ষী। ব'ল্‌ছিলেম্‌ আর আমরা সংসারের মায়াঘোরে প'ড়ে কষ্ট পাই কেন ? দুঃখও পেলুম্‌, সুখও ভোগ ক'র্‌লুম্‌—এইবার ভালয় ভালয় আলোয় আলোয় সংসারের ভার ছেলে বৌএর ওপর দিয়ে নির্জ্জনে গিয়ে একটু ডাকি চল। সংসারে প'ড়ে আর মার খাই কেন ?

ধন। আরে নাও কথা ! এত দুখ্‌খু পাবার পর এই সবে মাত্র সুখের উষা ফুটে উঠেছে, এরই মধ্যে সংসার থেকে ছুটী নেব ? তাও কি কখন হয় ? আর ত্থাখ, ভগবানকে ডাক্‌তে হয় ত ঘরে ব'সে ডাকি এস না। বনবাদাড়ে যা'বার দরকার কি ? জটা রেখে, বনে বনে ঘুরে চ'খ বুজিয়ে ব'সে থাক্‌লেই কি ভগবৎদর্শন ঘটে ! ভগবান্‌ ত

আমার হৃদয়েই আছেন—ডাকার মত তাঁ'কে ডাক্‌লেই তাঁ'র দর্শন পাওয়া যায়।

লক্ষ্মী। এঁ্যা তুমি বল কি? তুমি এ সব কথা শিখ্‌লে কোথা'? তোমার মুখে ত এমন কথা কখনও শুনিনি।

ধন। না শুনে থাক, এখন শোন। ভগবান্ কে—সে ত আমিই। তিনি আমাতে—আমি তাঁহাতে। দুঃখ, কষ্ট, রোগ, শোক, অভাব, যন্ত্রণা—এ সব আমরা যা' ভোগ করি—এ সব হ'ল লীলা। খেলা না দিলে, খেলায় তাড়া না পেলে, খেলুড়ের সঙ্গে যুদ্ধ না হ'লে কি খেলায় সুখ হয়? এই যে ভোগান্তিটা ভুগ্‌লুম্, এতটা দুখ্‌খু কষ্ট পেলুম্, তা'রপর গালভরা হাসি হাস্‌লুম্—এটা কি বল দেখি? কর্ম্মফল, বল—কর্ম্মফল; আর খেলা, বল, খেলা। আত্মদর্শন হ'লে ঐ গুলো বুঝে নেওয়া যায়।

লক্ষ্মী। তুমি এমন জ্ঞানময়, তুমি এমন মহৎ, তুমি এমন বিরাট। তবে তুমি এমন মায়াঘোরে ডুবেছিলে কেন?

ধন। আরে ঠাক্‌রুণ, মায়াও ত ভগবানের। মায়াং বিস্তীর্য্য ভগবান নির্ম্মায়েদঃ জগন্মহৎ। সে মায়াটা যায় কোথা' বল দেখি?

লক্ষ্মী। বুঝেছি—তোমায় আর কিছু ব'লব না।

ধন। বাঁচা গেল—একটা দায় ঘুচ্‌ল।

লক্ষ্মী। উম্‌নো ঝুম্‌নোর সংবাদ পেয়েছ? ঝুম্‌নো আমার খুব মেয়ে। ও না হ'লে আমাদের এ সুখ সম্পত্তি হ'ত না।

ধন। •হা—হা—হা—

[প্রস্থান

লক্ষ্মী। ও কি রকম উন্মাদের হাসি! অথবা ঐ বুঝি জ্ঞানের দীপ্তি!

[প্রস্থান

অষ্টম গর্ভাঙ্ক।

বীরবাহুর কক্ষ।

বীরবাহু ও উম্‌নো।

বীর। রাণী—তুমি কি বিদ্যা শিখেছ বল দেখি? এমন অদ্ভুত কাণ্ড ত কখনও দেখিনি!

উম্‌নো। কেন কি দেখলে?

বীর। কি দেখ্‌লেম্—তা' বল্‌বার ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে ভ্রমণ ক'র্‌তে ক'র্‌তে কুশাঙ্কুরে তোমার কোমল চরণ বিদ্ধ হ'য়ে শোণিতাক্ত হ'ল; আমি ভাব্‌লেম্, রাজরাণী রাজ-গৃহে প্রবেশ ক'রতে না ক'র্‌তেই, এ আবার কি উৎপাত। যাই হ'ক্ তোমার চরণে রক্তধারা দেখে আমি "সাত্‌ হাড়ির" মুণ্ড দ্বিখণ্ডিত ক'র্‌তে ব'ল্‌লেম্। কারণ, তা'দের অবহেলাতেই ত প্রাঙ্গণে কুশাঙ্কুর ছিল।

উম্‌নো। তাঁরা ত পুনর্জ্জীবিত হ'য়েছে।

বীর। সেই কথাই ত বল্‌ছি। তুমি তোমার ব্রত ক'র্‌লে—ব্রত শেষে অভুক্ত লোক খাওয়াতে চাইলে। তখন মাত্র "সাত হাড়ির" মা পুত্র শোকে অভুক্ত ছিল। অতি কষ্টে, বহু মিষ্ট বাক্যে তা'কে তুষ্ট ক'রে তা'কে সাহায্য প্রদান করা হ'ল।

উম্‌নো। আমি ব্রত কথা বিস্মৃত হ'য়েছিলেম্—পুনরায় অধঃপাতে যেতে ব'সেছিলেম্। অঞ্চলবদ্ধ সোণার "ঝুম্‌ঝুমি" মাটীতে পড়ে যেতে, তবে আমার ইতুপূজোর কথা মনে প'ড়্‌ল। ব্রত কর্‌লেম্, কিন্তু অভুক্তকে না খাওয়ালে, আর্ত্তের সাহায্য না ক'র্‌লে ত ব্রত সাঙ্গ হয় না। হাড়িনী ছিল—তাই আমার ব্রতের নিয়ম রক্ষা করা হ'য়েছে। না হ'লে হয় ত একটা ব্যাঘাত্ ঘট্‌ত।

বীর। তুমি তা'কে কি দিয়েছিলে, যা' সাত হাড়িকে স্পর্শ করাতেই মৃত সঞ্জীবিত হ'ল—আমি দেখে অবাক্ হ'লেম্?

উম্‌নো। পূজার পুষ্প জল।

বীর। বটে—তোমার ঠাকুর এমন?

উম্‌নো। হাঁ, এই আমার ঠাকুর, এই আমার ইতুপূজা, এই আমার সবিতারাধনা।

বীর। আচ্ছা, তবে এক কাজ কর দেখি। আমার সাত্ নৌকা ধন জলমগ্ন হয়েছে, তা'র উদ্ধার ক'রে দাও দেখি; রাজঘণ্টা দ্বারে আপনি বাজ্‌ত, এখন আর বাজে না, রাজহস্তী আনন্দে নৃত্য ক'র্‌ত, এখন আর করে না; তা'র একটা উপায় ক'রে দাও দেখি? তবে বুঝি তোমার ঠাকুর।

উম্‌নো। (স্বগতঃ) দিননাথ, দীননাথ, তুমি দীনের নাথ! দে'খ ঠাকুর, তোমার ভক্ত, তোমার দাসীর যেন মুখ থাকে। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা, ঠাকুরের ইচ্ছা হ'লেই সব হ'য়ে যা'বে।

বীর। বেশ—সন্তুষ্ট হ'লেম্। এখন এস, একটু পাশা খেলি—তোমার নাকের নথ জিতে নি।

উম্‌নো। আমিই পরাজিতা—তোমার দাসানুদাসী। নথ ত দূরের কথা।

[দুইজনে হাসিতে হাসিতে পাশা খেলিতে লাগিলেন

বীর। কেমন, কচে বার মেরেছি?

উম্‌নো। ও বদ্ রং—কাঁচা ঘুঁটি। রং আমার ঠিক্ আছে।

[নেপথ্যে আনন্দ কোলাহল

বীর। ওকি! প্রহরী—প্রহরী!

[প্রহরীর প্রবেশ

কি ব্যাপার?

প্রহরী। মহারাজ ভয়ে ব'লব না নির্ভয়ে ব'লব।

বীর। ভয়ে ছেড়ে নির্ভয়ে বল।

প্রহরী। মহারাজ, ধনদৌলত বোঝাই সাতখানা নৌকা রাজঘাটে এসে লেগেছে। রাজঘণ্টা যেমন আপনি বাজ্‌ত, তেম্‌নি বাজ্‌ছে, রাজহস্তী আবার নৃত্য আরম্ভ ক'রেছে। তাই রাজ-প্রাসাদে আনন্দধ্বনি উঠেছে।

বীর। আচ্ছা, বিদায় হও—এই নাও পুরস্কার।

[কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালা খুলিয়া বীরবাহু, প্রহরীকে প্রদান করিলেন। প্রহরী অভিবাদন করিতে করিতে চলিয়া গেল]

ধন্য তুমি, আর ধন্য তোমার ঠাকুর।

[চিত্রসেনের প্রবেশ ও উম্‌নোর প্রস্থান

চিত্র। কি সখা, কা'কে এত ধন্য ধন্য ক'র্‌ছ ?

বীর। এস সখা, আনন্দের দিনে আনন্দ দান ক'র্‌বে এস, আনন্দ গ্রহণ ক'র্‌বে এস। তোমার দয়ায় আমি রাজলক্ষ্মী ফিরে পেয়েছি।

চিত্র। সেটা অবশ্য কৃতঘ্নতা।

বীর। ক্ষমা কর সখা।

চিত্র। আচ্ছা, না হয় করা গেল। আচ্ছা সখা, সমস্ত ধন্যবাদটা কি রাণীরই প্রাপ্য ? রাণীর সহোদরার প্রতি একটু ধন্যবাদও ত বিজ্ঞাপিত হ'চ্ছে না। ভাল, সে কথার বিচার দেখি একজন করে কি না ?

বীর। কে, সে ঝুম্‌রু ? তা' বিচারে আর কাজ নেই। আমি তা'কে খুব ধন্যবাদ দিচ্ছি, আর অবনত মস্তকে পরাজয় স্বীকার ক'র্‌ছি।

চিত্র। কি সমবেদনা, সহানুভূতি—স্নেহ-মন্দাকিনীর প্রবল বন্যা।

বীর। এস সখা, সে বন্যায় ভেসে যাই। অনেক কাল সংসার করা গেল—আর ভাল লাগে না। এখন আপনার পথ চিনে নেওয়া গেছে। চল সখা, সেই পথে সোজাসুজি চ'লে যাই। যা'দের দেবতা এমন সত্য, সখা, তা'রা ধরাতলে প'ড়ে আর এত দুঃখ যন্ত্রণা পায় কেন ? স্বর্গের জিনিস পেয়েছি আমরা, স্বর্গের আলোক দেখেছি আমরা—চল সখা, সেই পথে চ'লে যাই।

চিত্র। যা'ব—দিনকয়েক পরে। রাণী অনেক দুঃখ, অনেক কষ্ট, অনেক বেদনা পেয়েছেন। দিন কত সুখভোগ, করা যা'ক্, তা'রপর তা'র ব্যবস্থা করা যা'বে।

বীর। আচ্ছা, তাই হ'বে। কিন্তু এর মধ্যে আমাদের সন্তান-সন্ততিগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ ক'রে নিশ্চিন্ত হই চল।

চিত্র। সে ভাল কথা। চল।

[উভয়ের প্রস্থান



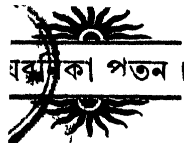
ক্রোড় অঙ্ক

সুনীল সমুদ্র-তরঙ্গের মধ্য হইতে সূর্য্যদেব ধীরে ধীরে আকাশমার্গে উঠিতেছেন। ব্যোমপথে জ্যোতির্ম্ময় রথ উঠিতেছে। রথে উম্‌নো, বীরবাহু, চিত্রসেন, ঝুম্‌নো, ধনরাজ ও লক্ষ্মীমণি বসিয়া আছেন। দেবতাগণ পুষ্পবৃষ্টি করিতেছেন। নরনারীগণ বেলাভূমে দাঁড়াইয়া যুক্তকরে বন্দনা-গীত গাহিতেছে।

(গীত)

পু। জয় দেব দিবাকর অব্যয় অক্ষর,
সর্ব্ব শুভঙ্কর কৃপানিধে।
স্ত্রী। জয় নির্ম্মল উজ্জ্বল সর্ব্ব সুমঙ্গল,
কলুষ-কল্মষ-হর তাপবিধে॥

স্ত্রী ও পু। জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম্।
ধান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোঽস্মি দিবাকরম্॥



যবনিকা পতন।